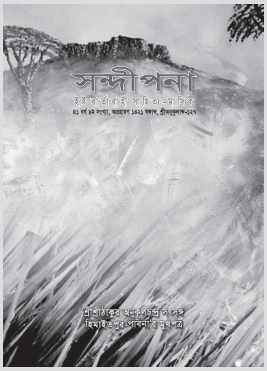

সম্পাদক
ড. শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার

নির্বাহী সম্পাদক
শ্রীজগদীশচন্দ্র দেবনাথ

সম্পাদনা সহযোগী
শ্রীতাপসকুমার রায়
tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

ঢাকা কার্যালয়
১৪০/১ শাঁখারী বাজার
ঢাকা-১১০০।

চট্টগ্রাম কার্যালয়
২৭ দেওয়ান্‌জী পুকুর লেন
রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ০৩১-২৮৬০৭১১
মোবাইল: ০১৭১৪-৩১০২০৩
০১৮১৯-৩১২৫১৮

প্রধান কার্যালয়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ
হিমাইতপুর-পাবনা
ফোনঃ ০৭৩১-৬৫৫২৩, ৬৫১৬৪
মোবাইলঃ ০১৭১৫-৫৩৪২০৭ (সম্পাদক)
০১৯১১-৭৮৮১৩৯ (সম্পাদনা সহযোগী)
০১৭১৮-১৫২৩৪৪ (অফিস)
E-mail: satsanghimaitpur@yahoo.com

বাণিজ্যিক যোগাযোগ
শ্রীঅনিশচন্দ্র ঢালী
০১৭১৯-৭৫৩৪৭৪

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা সজ্জা
আমিনুল ইসলাম
প্রিন্ট মিডিয়া, প্রেসপট্টি, বগুড়া

সন্দীপনা

ই ষ্ট বা র্তা বা হী সা হি ত্য - মা সি ক

৪১ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-১৪২১ বঙ্গাব্দ, নভেম্বর-ডিসেম্বর'১৪ খ্রিঃ, শ্রীঅনুকূলাব্দ ১২৭

প্রবৃত্তি-অভিভূতি নিয়ে
তা'রই আহুতি-অনুসন্ধিৎসায়
যদি কেউ তোমার কাছে আসে–
তা'র স্বস্তিতে আগ্রহ-আতিশয্য রেখেও
ঐ প্রবৃত্তিচর্য্যায় উদাসীন থেকো,
দরদী হ'য়েও
তোমার সঙ্গে যেন
তা'র ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূতিকে
এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে
যা'তে সে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের
সার্থক-সুন্দর আবহাওয়ায়
সুরভি-সন্দীপনায়
তোমার ইষ্ট বা আদর্শে
উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে স্বতঃই। (সদ্‌বিধায়না-১১৪)

–শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

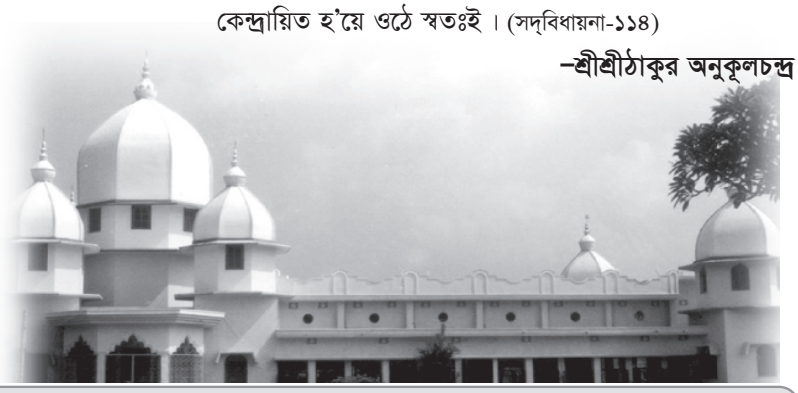

সূচিপত্র

দিব্যবাণী ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর	৩
ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর	৫
মাতৃদীপনা- সেবা-বিধায়না ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর	৭
প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া	৯
ওস্যান ইন এ টি-কাপঃ অনুবাদঃ শ্রীমতি ছবি গোস্বামী	১৩
SATSANG : Dr. Rabindranath Sarkar	১৬
সৎসঙ্গ : ড. রবীন্দ্রনাথ সরকার	১৭
মানসতীর্থ পরিক্রমা ঃ সুশীলচন্দ্র বসু	১৮
পরশরতন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
হিন্দুর অনিবার্য প্রয়োজন স্বধর্মনিষ্ঠা ঃ স্বামী মৃগানন্দ	২১
প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র :	২৫
আত্মস্মৃতি নিজ জীবন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর	২৮
শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত শব্দের ব্যাখ্যা	৩১
চিরঞ্জীব বনৌষধী–মদয়ন্তিকা (মেহেদি) ঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য	৩৪
সৎসঙ্গ সমাচার	৩৬
প্রার্থনার সময় সূচী	৪০

অনলাইনে 'সন্দীপনা' পড়তে ভিজিট করুন–
www. srisrithakuranukulchandrasatsang.com/pages/publications

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন– ধরুন, আপনার চোখের সামনে কোন ক্ষেতের ফসল পশুপাখিরা খেয়ে নষ্ট করছে। নিজের জমি নয় বলে আপনি ঐ নষ্টকারী পশুপাখিকে তাড়াবার কোন তাগিদ অনুভব করলেন না। এটি কিন্তু আপনার চরিত্রের কোন ভাল লক্ষণ নয়। যা কিছু ক্ষতিকর, অনিষ্টকারী তাকে নিরোধ বা সুনিয়ন্ত্রণ করাই সত্তার ধর্ম। তা না করলে, একসময় হয়তো দেখা যাবে যে, চোখের সামনে নিজের জমির ফসল নষ্ট হলেও তা রক্ষার কোন তাগিদ বোধ করবেন না। সামান্য এক টুকরো সুপারি বা একটি লবঙ্গ হাত থেকে মাটিতে বা চৌকির নীচে পড়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই উদ্যোগী হয়ে তা খুঁজে বের করতেন। বিছানার চাঁদর পাতা, মশারী খাটানো সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন শতভাগ নিখুঁত। নিজের অসাবধানী চলনকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দিতেন না। সেজন্যই তিনি বলেছিলেন,– 'আমার জীবন আমার বাণীরই বাস্তবায়িত রূপ'। একইভাবে কাউকে কোন কাজের দায়িত্ব দিলেও সেই কাজটি যেন সুচারু, সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয়, সেজন্য তিনি উদ্বিগ্ন থাকতেন। ক্ষেত্রবিশেষে কাজটি শেষ না হওয়া অবধি অকুস্থলে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পাবনায় থাকাকালীন একবার একজন শীতার্ত মানুষের জন্য একটি লেপ তৈরী করে আনার দায়িত্ব ডাক্তার পারীদাকে দিয়েছিলেন। প্যারীদা পাবনা থেকে লেপ তৈরী করে এনে ঐ লোকটিকে দিলে শ্রীশ্রীঠাকুর কভার সহ লেপটি দেয়ার আদেশ করেন। সেকারণে, শীতের সন্ধ্যায় তিনি প্যারীদাকে সাইকেলে করে পাবনা পাঠিয়ে লেপের কভার তৈরী করে আনিয়েছিলেন। এসব দৃষ্টান্ত এজন্যে দেয়া যে, চলা-বলায় ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতিকে প্রশয় দিলে এই দুর্বলতার পথ ধরে আলসেমি, দীর্ঘসূত্রিতার গেড় আমাদের চরিত্রগত হয়ে যায়। সত্তার স্বাভাবিক বিকাশকে করতে পারে বাধাগ্রস্থ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনটি একটি কর্মমূখর প্রায়োগিক মতবাদ। তাঁর বলাগুলি অনুসারী বা অনুরাগিদের চরিত্রে প্রতিফলিত না হলে পাওয়ার পথটি থেকে যায় তমসাবৃত। তিনি চাইতেন যে, আমাদের চলন-চরিত্র যেন তাঁর ভাবাদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে উঠে। মানুষ যেন একজন সৎসঙ্গীর সংস্পর্শে এসে দিব্যপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। আর, তেমনটি হতে গেলে হৃদয়-মন গুরুর আদেশ প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে চলার অভ্যাস আয়ত্ত্ব করতে হয়। সত্যানুসরণে তিনি যেমনটি বলেছেন– "স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই। তিনি যাই বলে দেবেন তা-ই করতে হবে বিনা আপত্তিতে; বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে।"

এখন হেমন্তকাল, অগ্রহায়ণ মাস। বাংলার শ্যামল প্রান্তর এখন হৈমন্তিক পাকা ধানের সোনালী বর্ণে ঝলমল করছে। ঘরে-ঘরে নবান্ন উৎসব ও পিঠা-পুলি খাওয়ার ধুম। আমাদের আশ্রমিক পরিবারগুলো এই আনন্দের বাইরে নেই। ১৩ অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীঠাকুরের জনক-জননীর পরিণয় দিবস উপলক্ষে ত্রৈমাসিক ঋত্বিক সম্মেলনে দেশের নানা প্রান্তের ভক্ত-সজ্জনের উপস্থিতিতে আশ্রম প্রাঙ্গণ ছিল লোক সমাগমে ভরপুর। উপযুক্ত বিয়ের মাধ্যমেই যে কেবল সুসন্তান লাভ সম্ভব– এই বোধ ও বিশ্বাসে সবাই প্রেরণা-প্রদীপ্ত হয়ে স্ব স্ব কর্মস্থলে ফিরে গেছেন।

সন্দীপনার পাঠকই এর লেখক। আর্য-কৃষ্টি বিষয়ক লেখা পাঠিয়ে সন্দীপনার সাবলীল যাত্রাকে অব্যাহত রাখার বিনীত আহ্বান জানাই। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

দিব্যবাণী
(বিধি-বিন্যাস)
–শ্রীশ্রীঠাকুর

সাবধান থেকো
চকিত অন্তর পরিবেক্ষণে–
কোনকালে কা'রও বিরাগ-ব্যবহার,
আক্রোশ, ঘৃণা, অমর্য্যাদাকর লাঞ্ছনা
তোমার মস্তিষ্কে
যে-লেখার সৃষ্টি করে
বা সৃষ্ট হ'য়ে রয়েছে,
সুযোগ পেলেই
তা'র প্রতি সুব্যবহারে
বা শারীরিক ও মানসিক পরিচর্য্যায়
সেই মস্তিষ্কলেখার নিরয়ণ বা নিরাকরণ ক'রে
অন্তঃকরণে স্বস্ত্যয়নীর
অর্থাৎ ভাল থাকবার পন্থাকে
নিরাবিল ক'রে তুলো,
নয়তো ঐ স্মৃতিলেখাই
কূটবিষাক্ততায়
বিষাক্তপ্রেরণা জুগিয়ে
তোমার বিবর্ত্তনকে
এমন পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে দেবে
যা'তে তোমার তপশ্চর্য্যা
যেমনই উন্নত ক'রে তুলুক না কেন
ঐ বিষাক্ত প্রবৃদ্ধি
কুসুমে কীটের মতন
তোমার দৈবী সম্পদের প্রত্যেকটি পাপড়ি
কীটদুষ্ট ক'রে তুলবে,
অন্তঃকরণের তুষ্টিশোভা
পারিজাত-প্রভায় ফুটন্ত হ'য়ে
চলৎশীল হ'য়ে থাকতে পারবে না–
তোমার দেবত্বকেও দুষ্ট ক'রে ফেলবে;
তাই, যেখানেই
অন্তরের যে-কোণেই হো'ক,
বিদগ্ধ ক্ষত যা'ই থাক না কেন,
পার তো নিরসন ক'রে তোল তা'র,–
ভাগ্যবিধাতার আশিস্-উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠ
কেন্দ্রায়িত কুশল-জীবন নিয়ে । ৩০৩ ।

লেখা বা কথায়
পর্য্যায়ী অনুপূরক অনুক্রম যদি না থাকে–
সত্তাপোষণী সঙ্গতিপরায়ণ তাৎপর্য্য নিয়ে,
তা' কিন্তু মানুষের বোধিকে
বিন্যস্ত ক'রে তুলতে পারে না । ৩০৪ ।

ভাব ও বুঝের
সঙ্গতি ও সহযোগিতা থেকেই
আসে ভাষার তাৎপর্য্য–
যুক্তিসম্বদ্ধ হ'য়ে
আনুপাতিক ভঙ্গী ও ব্যবহার নিয়ে–
তা' বাক্যবিদ্ হও আর না-ই হও;
আর, এর দ্বন্দেই আসে
ব্যতিক্রম । ৩০৫ ।

যে-কলা বা সাহিত্যে
বিপর্য্যয় আছে,
কিন্তু তা'র অতিক্রমী পরিবেদনা নাই,
তা' মানুষকে
বোধিদীপ্ত ক'রতে পারে না,
নিরাশায়
আশা সঞ্চার ক'রে তুলতে পারে না,
অন্ধকারে আলোকে ধ'রতে পারে না,
তাই, তা' অমৃতপন্থী নয়কো–
সৌন্দর্য্যে তা'
যতই দীপ্তপ্রভ হো'ক না কেন । ৩০৬

মানুষের মস্তিষ্কে
চিন্তা ও কর্ম্মের
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন-সমাবেশী অনুলেখন
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন-সমাবেশী
ব্যুৎপত্তির সৃষ্টি করে,
তা'র ফলে,
যুক্তির একটা ঘূর্ণিজাল সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে
সর্ব্ব-সমন্বয়ী প্রগতি-চিন্তা থেকে
বিরত বা বঞ্চিত ক'রে তোলে । ৩০৭ ।

বিয়োগান্ত সাহিত্যই বল আর অভিনয়ই বল–
তা' মানুষের
কুটকৌশলী বিজ্ঞতা ও কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে
বিভ্রান্ত ক'রে
সঙ্কটত্রাণী প্রণোদনাকে
অবসন্ন ক'রে তোলে–
উপস্থিতবুদ্ধিকে হতভম্ব ক'রে,
জীবনীয় সত্তাপোষণী আগ্রহকে
উদাসীন আত্মঘাতী ক'রে
অপযৌক্তিক ত্রুটিকে
আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধ'রবার বিলাসিতাকে
বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে,
আর, স্বার্থগৃধ্নুতার সেবায় প্ররোচিত ক'রে
সংহতিতে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আসে;
যদিও অনেকে ভাবেন–
বিয়োগান্ত সাহিত্য বা অভিনয়
ত্রুটি-সঙ্কুল অকৃতকার্য্যতায়
আলোকপাত ক'রে
তা'র সমাধানে ভাবিয়ে তোলে,
কিন্তু সাহিত্য বা অভিনয়ের বাস্তব প্রতিকৃতিই
মস্তিষ্কে নিবদ্ধ থাকে,
চিন্তিত যা'
তা' চিন্তাতেই
নিষ্ক্রিয়ভাবে আলম্বিত থেকে যায়
প্রায়শঃ,
এবং ঐ ধরণের সাহিত্য বা নাটকে বর্ণিত
বা, তজ্জাতীয় অবস্থা ও ব্যাপার
যখন মানুষের জীবনে আসে
সে স্বতঃই
তেমনতর আচরণের ভিতর-দিয়ে
ব্যর্থতাকে আমন্ত্রণ ক'রতে চায় । ৩০৮ ।

মহান্ যাঁরা
তাঁ'দের জীবন
যে-দীপন-পরশে
উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে–
তা'কে উপেক্ষা ক'রে
যে-জীবনী সঙ্কলন হয়
তা'
মানুষের কোন উৎকর্ষ-অভিযানের
পাথেয় হয় না–
বরং বিক্ষিপ্ত ব্যামোহেরই স্রষ্টা তা' । ৩০৯ ।

কোন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে গেলেই
বা অঙ্কিত ক'রতে গেলেই
প্রথমেই ফুটিয়ে তুলতে হবে–
কোন্ দীপন প্রেরণাকে অবলম্বন ক'রে
ঐ পরিণয়নে তিনি উপস্থিত হ'লেন বা
হ'য়েছেন–
তা' তাঁ'র বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
গণজীবনে কী আলোকপাত করলো–
চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
কেমনতর কী-ভঙ্গীতে
তাঁর প্রেরণা-প্রস্রবণ
রূপায়িত হ'য়ে
কী-প্লাবনে দেশ-কাল-পাত্রকে
তদনুপাতিক বিহিতপরিবেষণে
পোষণ প্রবুদ্ধ ক'রে তুললো–
ঐ দেশ-কাল-পাত্র
তাঁর জীবনে জীবনলাভ ক'রলো
কেমন ক'রে–
কী বা কোন্ মহান্ বেষ্টনী
তা'দের ব্যষ্টি-জীবন নিয়ে
পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণে
তাঁকে প্রতিফলিত ক'রে
দুনিয়া ধ্বান্তরাশিকে,
দুনিয়ার গ্লানিকে
আলোক-মার্জ্জনায় মার্জ্জিত ক'রে
মুক্তি, শান্তি ও প্রীতির পথ
প্রশস্ত ক'রে দিল–
আর, যা'-কিছু সব নিয়ে
তাঁদের চলন-বলন যা'-কিছু
একসূত্রসঙ্গতির সঙ্গত অভিযানে
নিজেদের সার্থক ক'রে
দুনিয়াকেও সার্থক ক'রে তুললো!–
এই হ'চ্ছে মোক্তা কথা;
এমনতর না ক'রলে
সে-জীবনী
জনগণের জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না,–
ব্যর্থ হবে তা,'–
শুধুমাত্র ভাবালুতার রন্ধ্র সৃষ্টি ক'রেই চ'লবে;
তাই শিল্পী!
সতর্ক চক্ষু নিয়ে
তোমার লিখা বা অঙ্কনকে
সার্থক করে তুলো । ৩১০ ।

ছন্দে ছড়ায় জীবন আলো

(অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড)

–শ্রীশ্রীঠাকুর

বস্তু থাকলেও অস্তিত্ব নেই
অস্তিত্বতে নাই ধৃতি,–
ধৃতি নাই তো কৃষ্টি কিসের!
এ-সব কথার নাই স্থিতি। ৮৬।

বস্তু-যেথায় অস্তি আছে–
স্থিতিতেই কিন্তু স্বস্তি,
স্থিতি-চলনের উপাদান না পেলে
সেখানেই অস্বস্তি। ৮৭।

প্রথম হ'তে সব নিয়ে সব
বস্তু নয় তা' কোন্‌টি?
বস্তু নিয়েই সবটি গড়া
প্রথম হ'তে শেষটি। ৮৮।

বাস্তব যা', তাই তো সৎ
চিৎ-ই হ'চ্ছে চেতনা,
সৎ-চিৎ-এর এই মিলনই আনন্দ
তা'তেই আনে বর্দ্ধনা। ৮৯।

শোন্‌ তবে কই, ওরে পাগল!
অস্তি নইলে বহু কোথা?
ধৃতি-সম্বেগ না থাকলে যে
অস্তিত্বটা হয়ই বৃথা। ৯০।

বস্তু-সহ বিশেষ বস্তুর
মিলনেতে ফোটে ভাতি,
ঔপাদানিক বিনায়নে
আছে যেমন দ্যোতন-রতি। ৯১।

অস্তিত্বেই রয় থাকার সম্বেগ
অস্তির নিশানা বস্তুই তো!
বস্তু থাকলে ধৃতিও আছে,
আবেগ থাকে থাকারও তো ! ৯২।

বাস্তববাদী যা'রাই কিন্তু
অধ্যাত্মবাদী সত্যি হয়,
বস্তু জেনে গতি না-জানা
সে-জানা কিন্তু সার্থক নয়। ৯৩।

উর্জ্জনাটি মলিন হ'লে
ভাববৃত্তিও মলিন হয়,
অসদৃশের এই চলনে
ঘটে নানা মন্দ-ক্ষয়। ৯৪।

পারম্পর্য্যে চিন্তা করা
বুঝ নিয়ে তা'র সকল দিক্‌,
মনের ধর্ম্ম এই তো জানিস্‌,
অপ্রকৃতিস্থ ভাবে ধিক্‌। ৯৫।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূত ভাব
মস্তিষ্কে যা' লেখা রয়,
বাহ্যতঃ যা'র প্রতিক্রিয়ায়
সংবেদনা যেমন হয়,
বিধানে তা'র অনুরণনে
প্রতিফলন যেমন করায়,
মনটা কিন্তু সেই ক্রিয়াই
ভাবে যেটা উচ্ছলায়। ৯৬।

বিশেষ সৃষ্টি জানিস্‌ কিন্তু
রজঃ-বীজের বিশেষ ধারা,
বৈশিষ্ট্য তাই সবার সম্পদ্‌
বিনায়নে বিশেষ গড়া। ৯৭।

'একসা'–চালে যা'রাই চলে
সব যা'-কিছুর পাকিয়ে তাল,
'পাণ্ডা' নামে তা'রাই কিন্তু
শয়তানেরই খেপ্‌লা জাল। ৯৮।

সদৃশ ধারায় সিদ্ধ ভালো
সম্মিলনে মিলন-ডাক,
অসদৃশে মিশ্রিত হয়
ব্যতিক্রমের উর্জ্জী তাক। ৯৯।

রেতঃঅনুগ রজঃ হ'লে তা'র
বিধান হয় তেমনি,
বিধির বিধান ব্যতিক্রম যেথায়
বিকৃতিও আসে সেমনি । ১০০ ।

স্থৈর্য্যহারা চর কিছুকেই
রজঃ ব'লে বুঝিস্ জানিস্,
রজঃ-আধারে উপ্ত যা' হয়
স্থির ব'লে তুই তা'রেই বুঝিস্ । ১০১ ।

রজঃ নয় কিন্তু রক্ত-দানা–
রঞ্জনাটাই স্বভাব যা'র,
যেখানে যেমন রঞ্জনা হয়
বর্দ্ধনাটাও তেমনি তা'র । ১০২ ।

রেতঃকেও তুই স্থিরই ভাবিস্
জীবদ্যুতি রয় যা'তে,
রজঃকে তেমনি ভেবে নিস্ চর
আবর্ত্তনী গতি তা'তে । ১০৩ ।

রেতঃ-দীপ্তি আছে ব'লেই
বস্তু-অস্তিত্ব বাস্তবে রয়,
বাস্তবতার গোড়াই তো রেতঃ
সেটাও কিন্তু অবস্তু নয় । ১০৪ ।

ভরদুনিয়ায় সব বাস্তবে
রেতঃ-রজের মিলন-জীবন,
'নাই'তে কা'রো হয় না হওয়া–
সেই দ্যুতিতেই জীবন-ধারণ । ১০৫ ।

একটি অণু ঘিরে ঘোরে
যতগুলি অণুকণা,
গঠন, গুণ ও ক্রিয়াতেও হয়
বৈশিষ্ট্যটি তেমনি পনা । ১০৬ ।

কাঠ, পাথর, ধাতু,–জল ও পাহাড়–
রেতঃ-রজঃয় সব গড়া,
বিশ্লেষণী পটু দৃষ্টিতে
অনেক কিন্তু পড়ে ধরা । ১০৭ ।

রেতঃরঞ্জী রজঃ প্রধান
নারীর আধান তা'ই তো,
রজঃরঞ্জী রেতঃ মহান্
পুরুষ ধৃতি বয় তো । ১০৮ ।

রেতঃই তো বয় জীবন-উর্জ্জনা
রজঃটাকে গ'ড়ে তোলে,
শরীরে তাই জীবন থাকে
ধৃতি-কৃতি নিয়ে চলে;
ঐ ধারণাই ধী হ'য়ে রয়
বোধ-বিকাশে রেতঃ-দ্যুতি,
বোধনটা তোর যেমনি শোধন
তেমনি হয় তা'র উর্জ্জী মতি । ১০৯ ।

রেতঃ ও রজের মিলনে হয়
বুদ্‌বুদ্ প্রায় আবির্ভাব,
গড়াপেটার ভিতর-দিয়ে
সংগঠনের সেই তো ভাব । ১১০ ।

রেতঃ ও রজের মিলন নিয়ে
যে-কোষগুলি হয় সৃজন,
মূর্ত্তনাতে সেই সকলই
সত্তাদ্যুতির আয়োজন । ১১১ ।

একটুখানি চোখ রাখুন

ইষ্টপ্রাণ দাদা/মায়েরা, সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার লক্ষ্যে আপনার বার্ষিক বকেয়া গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করুন । সেই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করুন ।

-সম্পাদক

মাতৃদীপনা

(মায়েদের জন্য বিশেষ সাহিত্য আসর)

সেবা বিধায়না

–শ্রীশ্রীঠাকুর

যে-কোন পরিচর্য্যাই ক'রতে যাও না কেন–
আর, সে-পরিচর্য্যা
তোমার জীবনে
যদি অনিবার্য্যই হ'য়ে উঠে থাকে–
তা' যা'র পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হ'য়েছ
সে যেন তোমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
শুধু লৌকিক কর্ত্তব্যবোধ নয়–
জীবনের অনিবার্য্য আকূতির
আগ্রহোন্মাদনায়
তা'র সেবা না ক'রতে পারলে
জীবনকে তৃপ্ত ও স্বস্থই বোধ হয় না–
এমনতরই যেন হয়ে ওঠে;
তা' হ'লে দেখতে হবে–
তোমার সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সন্তোষ
সানন্দ-প্রভাবান্বিত হ'য়েছে কি না–
যা'র সেবা ক'রছ তা'র মনকে
সুস্থ, দীপ্ত ক'রে
তা'কে সর্ব্বতোভাবে স্বস্তিসম্বুদ্ধ
ক'রে তোলার সক্রিয় প্রচেষ্টা
তোমাকে পেয়ে ব'সেছে কি না–
তোমার ঐ আকূতি
তোমাকে স্বতঃই দক্ষ, ক্ষিপ্র ও কুশলকর্ম্মা
ক'রে তুলেছে কি না–
সন্ধিৎসু ব্যবস্থিতির সুচারু, সমঞ্জস
সার্থক সমাবেশ–
পরিবেশ বা পরিকরদিগের সহিত
সদ্ব্যবহারসম্পন্ন সহযোগিতা
সহজ হ'য়ে উঠছে কিনা তোমার–
কা'রও অবাঞ্ছিত কোটকে
নির্ব্বিরোধে সদ্ব্যবহারে সুনিয়ন্ত্রণে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পার কিনা–
হীনমন্যতা প্রভাবান্বিত হ'য়ে
অন্যের প্রতি দ্বেষ বা আক্রোশবশতঃ
তা'র পরিচর্য্যা হ'তে নিবৃত্ত হ'য়ে উঠেছ কি না,–
যদি উঠে থাক
তা'তে আগ্রহ তোমার
আত্মম্ভরিতার স্বার্থমলিন
আত্মপ্রতিষ্ঠা রাহাজানি-মাত্র–
ঐ পরিচর্য্যা
পথেই নষ্ট পেয়ে যাবে,
তাই, যা' তোমাকে-দিয়ে সম্ভব
নিজে ক'রো,
পরিকর বা পরিবেশের সহিত
সদ্ব্যবহারে তা'দিগকে নন্দিত ক'রে
তা'দিগকে-দিয়ে ঐ পরিচর্য্যাকে
দক্ষ, সুপোষিত ক'রে তুলো,
বাচাল ও বেফাঁস আলোচনা থেকে
বিরত থেকো,–
নিজের সম্ভ্রম বজায় রেখে,
কা'রও দোষকেই মুখ্য ক'রে ধ'রে
তা'কে অপদস্থ ক'রো না–
বরং স্বাদু নিয়ন্ত্রণে বিন্যস্ত ক'রে তুলো'
শুভ বিন্যাসে,
নিজে কোট ক'রো না–
পরিবেশের ভিতর কা'রও কোট
বা হামবড়াই রকম দেখলে
তা' পরিপূরণ সাহায্য ক'রো–
যদি তা'
ঐ পরিচর্য্যাকে ব্যাহত না করে,
আর, এমন শ্রদ্ধার্হ চলনে চ'লো
যা'তে তোমাকে শ্রদ্ধা ক'রে
তা'রা সুখী হয়–
তোমাকে সুখ্যাতি ক'রে
তা'রা আত্মখ্যাতিরই সুখ অনুভব করে,
করণীয় যা'–
এমনতর সতর্ক নজরে
তা'কে পর্য্যবেক্ষণ ক'রো–
সময়মত সহজে তা' যেন সম্পাদিত হয়,

আর, তা'ই করাই যেন তোমার
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে,
বিরোধ ব্যত্যয়গুলিকে এড়িয়ে
নিজ-সহ সবাইকে যা'তে
নিয়ন্ত্রণে সামঞ্জসে এনে
সুব্যবহার ও যথোপযুক্ত সেবায়
ফুল্ল রেখে
তোমার ঐ পরিচর্য্যার ব্রতকে
সর্ব্বতোভাবে সৌষ্ঠবে সুসম্পন্ন ক'রতে পার
তা'ই ক'রো,
করা বা সেবার ভিতর-দিয়ে যদি
নিজের ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ হয়–
পরিকর ও পরিবেশদিগকে
প্রীতিবন্ধনে নিবদ্ধ রাখতে পার–
তা'দিগকে ঐ উৎকর্ষ-চলনের যাত্রী ক'রে
দক্ষ-কুশল-কর্ম্মঠ ক'রে–
তা'তে কিন্তু তোমারই উৎকর্ষ
ঐ পরিবেশ নিয়ে,
এতে নিজেও প্রতিষ্ঠা পাবে
আর, পরিচর্য্যাও প্রসন্ন হবে। ২৩৫।

তুমি যতই গণসেবী কর্ম্ম কর না কেন,
গণকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত
এক-আদর্শে উদ্দীপ্ত ও নিবদ্ধ ক'রে না তুলছ–
অকাট্য আকূতিতে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলে'
তা'দের হৃদয়কে,–
তা'রা পরস্পর পরস্পরকে
নিজের স্বার্থ ব'লে অনুভব ক'রবে কমই,
যোগ্যতার অভিদীপনায়
সম্বেগ-শালিন্যে
সন্দীপিত হ'য়ে উঠবে কমই,
প্রবৃত্তি-আবিষ্ট, অলস-স্বার্থ-সংক্ষুধ
লোলজিহ্ব হ'তে বিরত হবে কমই;
তা'রা বুঝবে না ধর্ম্ম,
বুঝবে না তদনুচর্য্যী কর্ম্ম,
আসবে না যোগ্যতা,
পারস্পরিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সত্তা ও স্বার্থপরিচর্য্যা
স্বতঃ-ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না তা'দের ভিতরে;
ঐ অলস প্রলোভন তা'দিগকে
বিচ্ছিন্নতায় বিশ্লিষ্ট ক'রে
গোলামি-প্রবুদ্ধ ক'রে
সরাষ্ট্র নিজেকে
পরপদতলে আহুতি দিতে
একটুও কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠবে না,
কারণ, তা'দের অন্তরস্থ বোধিচক্ষু
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে উঠবে না,
তাই, কর্ম্মানুনয়ন
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অভিনিবেশ নিয়ে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে না;
তাই, চাই প্রথমেই আদর্শে দীক্ষা,
আত্মনিয়ন্ত্রণী প্রচেষ্টা ও সমুচিত নিয়মন,
সত্তার ধারণ ও পোষণ-প্রবর্দ্ধনামণ্ডিত
শিক্ষা ও অনুশীলন,
সুকেন্দ্রিক, বীর্য্যবান্, যোগ্য,
প্রাণন-প্রবুদ্ধ, অভিজাত সন্তান;
তাই বলি–
প্রবৃত্তি-অনুচর্য্যী প্রাণন-দ্রোহী অভিলাষগুলিকে
স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
এখনই ইষ্টীতপাঃ হ'য়ে ওঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী দীক্ষায়
বৈশিষ্ট্যানুগ তাৎপর্য্যে
ভেদের ভিতরেও
প্রাণন-বিবর্দ্ধনী অভেদকে
সংস্থাপিত কর,
ত্রাণ তোমাদিগকে
বিবর্ত্তনে বিধৃত ক'রে
জীবনকে সার্থক ক'রে তুলবে;
নয়তো বিলম্ব
পরিস্থিতিকে
ঘূর্ণিত বিক্রমে
জাহান্নমের দিকে
নিয়ে যাবেই কি যাবে–
জীবনীশক্তিকে অযথা
দুরাগ্রহ-দুর্দ্দশায়
প্রতিপদক্ষেপে ক্ষয়িষ্ণু ক'রে। ২৩৬।

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া

(শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

সঙ্কলয়িতাঃ শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস; এম এ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সন্ধ্যা উর্ত্তীণ হ'য়ে গেছে। বিজলী-বাতি জ্ব'লে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ওঠার কথা বলা হ'লো।

বললেন–বাইরেই বেশ ভাল লাগছে।

ধীরেনদা–জড়তা আসে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর–জড়তা শরীরের দরুনও আসে, মনের দরুনও আসে। শরীর অসুস্থ থাকলে মনেও স্ফূর্ত্তি থাকে না, উৎসাহ থাকে না। আবার অপ্রীতিকর দ্বন্দ্ব, বিফলতা, ব্যর্থতা, অপ্রত্যাশিত দূর্ব্যবহার ইত্যাদি থেকেও মন নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। বৌ হয়তো রূঢ় ব্যবহার করলো, তখন মনে হ'লো–আমার কেউ নেই সংসারে। কা'র জন্য খাটিপিটি, কা'র জন্য কী করি? দূর ছাই! এই রকম ক'রে nervous system (স্নায়ুবিধান) weak (দূর্বল) হয়। তা' থেকে নান রকম রোগেরও উৎপত্তি হয়।

প্যারীদা–এই সব আঘাত পেয়েও অক্ষত থাকার কোন উপায় কি নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর (ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে)–'একতরী করে পারাপার।' উপায় ঐ ইষ্টপ্রেম। তখন বোঝার ক্ষমতা হয়–কে কেন কি করে, এই বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আসে সহানুভূতি, সহানুভূতি আসলেই হজম করা যায়। তখন জব্দ করার বুদ্ধি হয় না–জয় করার বুদ্ধি হয়। কা'রও কাছে যদি কিছু চাহিদা থাকে আর সেই চাহিদার যদি পূরণ না হয়, তাহ'লেই মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। তাই নিজের জন্য কোন চাহিদা না রেখে সাধ্যমত প্রত্যেকের ভাল করার চাহিদা ও চেষ্টা নিয়ে চলা ভাল।

ধীরেনদা– দুঃখব্যথাই যে উপেক্ষণীয়, তা' কিন্তু নয়। এমন অনেক দুঃখব্যথা আছে যা' জীবনকে মধুর ক'রে তোলে। মা নেই, মা'র জন্য অন্তরে যে ব্যথা, তাই-ই যেন মা- হ'য়ে আছে আমার কাছে। তাকে ছাড়বার ইচ্ছা করে না। তা' ভুলে, থাকব কী নিয়ে? তেমনি পরমপিতার জন্য বিরহব্যাকুলতা ও তজ্জনিত কষ্টবোধ অন্তরে পোষণ ক'রে রাখাই ভাল।

৩রা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫২ (ইং ১৮/১১/১৯৪৫)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), প্রমথদা (দে) প্রভৃতি আছেন।

কর্ম্মী-সংগ্রহ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর–বৃত্তিতে তেল মালিশ ক'রে কর্ম্মী জোগাড় করতে নেই। একমাত্র লোভানি থাকবে ইষ্টার্থী লোক-সেবায় নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার। এমন ক'রে রোখায়ে দিতে হয় যাতে ইষ্টের জন্য suffer (কষ্ট) ও sacrifice (ত্যাগ) করতে লালায়িত হ'য়ে ওঠে। কর্ম্মীর নিজের কাছে এই জীবন যদি পরম লোভনীয় ও আনন্দদায়ক মনে হয়, তবে তাকে দেখে ও তার কথায় অন্যেও উদ্বুদ্ধ হয়। আপনাতে মুগ্ধ না হ'লে pulled (আকৃষ্ট) হবে না। আপনার প্রতি ভালবাসা জাগাই চাই। আর এর ভিত্তি হবে আপনার superior character and conduct (উন্নত চরিত্র ও আচরণ)। প্রতিটি ব্যক্তির কাছে dignified appreciative approach (মর্য্যাদাসূচক গুণগ্রহণ-মুখর অভিগমন) চাই with psychological handling (মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা নিয়ে) যাতে সে elated (উদ্দীপ্ত) ও enchanted (মুগ্ধ) হ'য়ে ওঠে। Meeting (সভা) করা যায় উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য, কিন্তু তারপর individually (ব্যক্তিগতভাবে) pursue (অনুসরণ) করতে হয়। যাজনের প্রধান জিনিস হ'লো অহঙ্কার-অভিমানশূন্য, আপন-করা, মনমাতানো, উচ্চেতনী ব্যবহার। লোকে চায় তার ego (অহং)-কে crown করতে (রাজমুকুট পরাতে), তাকে যদি গোড়াতেই down (খাটো) করা হয়, তাহ'লে কাজ হয় না। Willing surrender to Supperior Beloved (প্রেষ্ঠের কাছে ইচ্ছাসহকারে আত্মসমর্পণ)ই যে ego (অহং)-এর best display (সর্ব্বোত্তম প্রকাশ), তা' pleasantly (প্রীতিপ্রদ রকমে) বোঝাতে হয়।

পঞ্চাননদা–যাজনের মধ্যে miracle (অলৌকিক)-এর আশ্রয় নিলে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর–Miracle (অলৌকিক)-এর প্রতি মানুষের ঝোঁক আছেই। সাধারণতঃ এর ভিতর থাকে ignorance (অজ্ঞতা)। Ignorance (অজ্ঞতা) যাতে removed (বিদূরিত) হয় তাই করা লাগে। Miracle (অলৌকিক)-এর idea (ধারণা) থাকলে clear (পরিষ্কার) করা ভাল, যদি পারা যায়। সম্ভব হ'লে cause and effect (কারণ ও কার্য্য) explain (ব্যাখা) ক'রে দেবেন। Ideal-centric active adjustment of character (আদর্শকেন্দ্রিক সক্রিয় চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণ)-এর ভিতর-দিয়েই যে ignorance (অজ্ঞতা)-কে অতিক্রম ক'রে ভাল যা'-কিছু স্বতঃই গজিয়ে ওঠে তা' ধরিয়ে দিতে হয়।

খগেনদাকে (তপাদার) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন–কোনে গিছিলু?

খগেনদা–বাগানে বেড়া দিতে হবে, তাই বাঁশের খোঁজ করতে গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর–বাগানে কি লাগালি?

খগেনদা–আলু, কপি, মূলো, পালংশাক, ধনেপাতা, বেগুন, টমেটো এই সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর–তোফা মাল করা চাই। ভাল ক'রে সার টার দিবি।

খগেনদা–করব তো, কিন্তু সব সময় ভয় করে–বানর কখন কী করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর–তা' যদি না ঠেকাবার পার, তাহ'লে তোমার কেরামতি কী? বানরের উপরে তো নয়!

খগেনদা হাসতে-হাসতে চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন–রামশঙ্কর বেশ চতুর আছে। নাড়ে-চাড়ে দেখেন ওকে কাজে লাগাতে পারেন নাকি। ৩০০ ভাল কর্ম্মী যদি পান, আর তারা যদি ভাল ক'রে কাজ করে, দেখবেন–কা'র বিরুদ্ধে কিছু বলা লাগবে না। দেশের পক্ষে ক্ষতিকর যারা তারা তখন পাত্তা পাবে না।

বহিরাগত একটি দাদা জিজ্ঞাসা করলেন–আর্ত্ত ও অর্থার্থী হ'য়ে যদি কেউ আসে, সে কি কখনও কর্ম্মী হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর–পারে–যখন তার কাছে নিজের স্বার্থের থেকে ইষ্টের স্বার্থ বড় হ'য়ে ওঠে–তাঁর ইচ্ছা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আর্ত্ত ও অর্থার্থী হয়। লোহা যেমন চুম্বকের প্রতি আকর্ষণের ভিতর-দিয়ে একদিন magnetised (চুম্বকীকৃত) হ'য়ে ওঠে, তার চরিত্রও তেমনি ইষ্টের প্রতি টানের ভিতর এক নতুন glow (দীপ্ত) ফুটে ওঠে। মানুষের যত গুণই থাক, যতদিন সে ভিতরে-বাহিরে বাস্তবে surrendered (আত্মসমর্পিত) না হয়, ততদিন সে শান্তি পায় না। যে নিজে শান্তি পায়নি, তার কাছে অন্যেও শান্তি পায় না, তাই তার ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে তার কাছে মানুষ ভেড়ে কমই। মানুষের সত্তার ক্ষুধা মেটাবার মত ব্যক্তিত্ব না–থাকলে পরমপিতার কাজ বিশেষতঃ ঋত্বিকতা করা যায় না।

উক্ত দাদা–একজন হয়তো নিজে শান্তি পায়নি। কিন্তু সে হয়তো খুব ভাল গান করে। তার গান শুনে তো মানুষ শান্তি পায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর–সাময়িক গানের মধ্যে যখন তন্ময় হয় তখন হয়তো কিছুটা শান্তি পায়–তাই ঐ গান শুনে অন্যেও শান্তি পায়। কিন্তু অমনতর মানুষের ব্যক্তিত্ব অন্যকে শান্তি দিতে পারে কমই।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫২ (ইং ১৯/১১/১৯৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নাট্যমণ্ডপে এসে একখানি চেয়ারে বসেছেন। কারখানায় ও প্রেসে তখনও কাজকর্ম্ম চলছে, তাই ইঞ্জিনের ঘর্ঘর শব্দ আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সস্মিত বদনে বললেন–চালু কল-কারখানার আওয়াজ আমার কাছে গানের মত মিষ্টি লাগে।

সুশীলদা (বসু), ভোলানাথদা (সরকার), পঞ্চননদা (সরকার), রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কাশীদা (রায়চৌধুরী), রাজেনদা (মজুমদার), প্যারীদা (নন্দী), গোপেনদা (রায়) প্রভৃতি যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে একটু হাসলেন।

সুশীলদা–এই সব শব্দে আপনার একাগ্রচিন্তার ব্যাঘাত হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর–তা' তো হয়ই না, বরং সহায়ক হয়। শব্দের গতি চিন্তার গতিকে তীব্রতর ক'রে তোলে। মানুষ যাকে বাধা ব'লে মনে করে, তাই-ই তার পরম বান্ধব। বাধাকে অতিক্রম বা অনুকূল করতে গিয়েই শক্তি জাগ্রত থাকে আর তাতেই জীবন চালু থাকে। কোন সাড়া, কোন বাধা না-থাকলে মানুষ নিথর হ'য়ে যায়। তাই আমি বুঝি না–লোকালয় ও কাজকর্ম্ম ছেড়ে নির্জনে শুধু নামধ্যান নিয়ে থাকলে মানুষ সাধনার স্তরে কতখানি এগোতে পারে।

খবরের কাগজের একটা সংবাদকে কেন্দ্র ক'রে সাম্রাজ্যবাদ-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–Environment (পরিপার্শ্বিক)-কে না দেখলে, তার উন্নতিবিধান না করলে কেউ টেকে না। প্রত্যেক দেশ যেমন নিজের জন্য, তেমনতর-ভাবে তার পারিপার্শ্বিক দেশগুলির জন্য বিশেষতঃ যাদের কাছ থেকে সে পোষণ (আমন্ত্রণ) করে সেই পরিমাণে। Imperialism (সাম্রাজ্যবাদ) থাকলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য। অন্যকে দাবিয়ে রাখার বুদ্ধিই খারাপ। তার চাইতে হওয়া উচিত World United States (বিশ্ব-যুক্তরাষ্ট্র), যেখানে প্রত্যেক রাষ্ট্র তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী অন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে nurture (পোষণ) দেবে। Nurtuer (পোষণ) দেওয়া বলতে আমি বুঝি, being and becoming (জীবন এবং বৃদ্ধি)-এর allround uplifting welfare (সর্ব্বতোমুখী উন্নয়নী মঙ্গল) যাতে হয় তাই করা। আমরা বৃত্তিস্বার্থের জন্য জীবন-স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিই, there lies our ignorance (সেখানেই আমাদের অজ্ঞতা)। জীবন-স্বার্থ বজায় রাখতে লাগে দীক্ষা, যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। প্রত্যেকেরই এর দরকার আছে– তা' যে নামই দিক তার। এটা যে যত ignore (উপেক্ষা) করবে, heaven (স্বর্গ রাজ্য) আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যাবে।

বলতে-বলতে কথার মোড় ফিরিয়ে বললেন– কিন্তু তা' হ'তে দেওয়া কি ঠিক? কি বলেন সুশীলদা?

সুশীলদা–তা' ঠিক হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর–তাহ'লে আড়েহাতে লেগে counter-act (প্রতিবিধান) করা লাগে। তার জন্য চাই মানুষ–যারা পরমপিতার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে। সুশীলদা–মানুষেরই যে অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিস্মিত ভঙ্গীতে)– মানুষকে মারার জন্য এত soldier (সৈন্য) জোটে, আর মানুষকে বাঁচাবার জন্য–মানুষের অন্তরে heaven (স্বর্গ)-এর upheaving (উত্তোলন)-এর জন্য solidier (সৈন্য) জুটবে না?

সুশীলদা– সৈন্যবিভাগে লোক যায় টাকা পাবার আশায়। যারা টাকার ধাঁধাঁয় ঘোরে, তারা এখানে আসবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর–টাকা চায়, কিন্তু কেমন ক'রে টাকা আসে, তা' দেখে না। টাকা আসে সেবার ভিতর-দিয়ে। সেবাস্বার্থী না হ'লে মানুষের activity (কর্ম্ম) unfurled(বিস্তৃত) হয় না, efficiency (দক্ষতা)-ও evolve করে না (বিবর্ত্তিত হয় না)। Selfish obsession(স্বার্থান্ধ অভিভূতি)থাকলে তার জীবন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত হয়। সেইজন্য লাগে surrender (আত্মসমর্পণ)। যেখানেই integrated making (সংহত গঠন) কিছু হয়েছে, সেখানেই আছে surrender (আত্মসমর্পণ)। একটা ডাকাতের দলও যে ফেঁদে ওঠে, তারও পিছনে থাকে সর্দারের কাছে surrender (আত্মসমর্পণ)। যে-সব দেশ আজ জগতে বড় হয়েছে, তাদের মধ্যেও দেখা যায় জাতীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য ও স্বার্থের প্রতি আনুগত্য কতখানি প্রবল। জাতিগত স্বার্থ বিক্ষুব্ধ হয়, জাতিগত মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কিছু করতে চায় না তাদের বেশীর ভাগ লোক। নিজের স্বার্থ এতখানি উৎসর্গ করার বুদ্ধি থাকে ব'লে অল্পবিস্তর প্রত্যেকের স্বার্থ-পরিপূরণের উপযোগী field (ক্ষেত্র) সেখানে তৈরী হয়। পঞ্চননদা–প্রবৃত্তির তাড়নায় ভীমকর্ম্মা হ'য়েও তো অনেকে যথেষ্ট বড় হয় জীবনে!

শ্রীশ্রীঠাকুর–তাদের ঐ বড় হওয়াটা rocket-like (হাউইবাজীর মত)। তা' স্থায়ী হয় না। চরিত্রে বড় না হ'লে সে বড় হওয়ার দাম কী? আবার দুরাগ্রহ লালসা অনেকের চরিত্রে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে তারা সুস্থভাবে কাজ করতে পারে না–পাওয়ার অবাস্তব, অবান্তর, ও অলস জল্পনা-কল্পনাতেই তাদের সময় কেটে যায়। এরপর কথাপ্রসঙ্গে একটা ছাড়া দিলেন–

দূরোগ্রহ করার বুদ্ধি
সাশ্রয়ী সুন্দর,
প্রাপ্তিরাণী কৃতীর মালায়
পূজে নিরন্তর।

তারপর বললেন, ইষ্টানুরাগ থাকলেই থাকবে অনুসন্ধিৎসু, সেবাবুদ্ধি কর্ম্ম-সম্বেগ, দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা, কুশলকৌশলী চলন। এগুলি থাকলে তার success (সাফল্য) ঠেকাবে কে বলেন? এসব ফাকিফুকির কারবার না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীও তাকে সমীহ ক'রে চলেন।

৫ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৫২ (ইং ২০/১১/১৯৪৫)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজও বিকালে নাট্যমণ্ডপে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস), কাশীদা (রায়চৌধুরী), গোপেনদা (রায়), অপূর্ব্বদা (মুখোপাধ্যায়), উপেনদা (বসু), কালীদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), কালুদা (আইচ), সুরেনদা (দাস), প্রেসের মোহিনীদা, তারাপদদা (রায়), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন–এখানে আসার যেন একটা নেশা হ'য়ে গেছে। বিকাল হ'লেই বেরোব-বেরোব মন করে।

সুশীলদা–তা' তো খুব ভাল। একটু হাঁটা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর–আপনারা থাকেন, তাই ভাল লাগে। একলা কিন্তু বেরোতে ইচ্ছা করে না। একেবারে গোড়ার আমলের সাথী ছিল কিশোরী, তারপর অনন্ত, গোঁসাইদা, নফর ইত্যাদি। গোঁসাইদা ছাড়া আর কয়জন চ'লে গেছে। আশ্রমের প্রথম যুগের থেকে আপনি আছেন। তারপর কেষ্টদা এসেছে। এইভাবে কতজনের সঙ্গে জীবনটা যেন জড়ায়ে গেছে। .....মা যাওয়ার পর থেকে মনে হয়, আমি যেন শূন্যের' পর আছি, কোন অবলম্বন নেই (এই ব'লে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন)।

সুশীলদা কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে কথা ওঠালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর–আমি তো জানি না কম্যুনিষ্টরা কী বলে। তবে এইটুকু বুঝি, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য যখন আলাদা তখন একঢালাা ব্যবস্থায় কাজ হবার নয়। যেখানে যে-বৈশিষ্ট্যের বিকাশের জন্য যে-ব্যবস্থা উপযোগী, সেখানে তাই করতে হবে। বর্ণগত বৈশিষ্ট্য, কুলগত বৈশিষ্ট্য ভাল যা'–পরস্পর আপূরয়মান যা' তা' ভাঙ্গতে নাই। ওর উপরেই মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, ঐটেই ভিত্তি। পিতৃপুরুষের স্মৃতি ও সংস্কার যাতে ভিতরে জাগ্রত থাকে, তা' করাই লাগে। হিন্দুদের যে পিতৃতর্পণের বিধি, সে-ও ঐ উদ্দেশ্যে।

যতীনদা–ওতে কি কিছু হয়? স্বর্গগত আত্মা কি কিছু বোধ করতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর–Tuning (একতানতা) থাকলে আমার তাঁর জন্য করা-জনিত তৃপ্তি তাঁতে গিয়ে অর্ষে–তিনি নন্দিত হন। আবার আমার চলনচর্য্যা যা'-কিছু পরিবেশের তৃপ্তি সম্পাদন ক'রে নিজেকে যত নন্দিত ক'রে তোলে, সেই নন্দনায় আমার অন্তর্নিহিত স্বর্গস্থ পিতৃলোকও তত নন্দিত হ'য়ে ওঠেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তর্পণ যেমন করতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হয়–আমার প্রতিটি চলা-বলা যাতে প্রতিটি সত্তার ও পিতৃলোকের তৃপ্তিপোষণী হ'য়ে ওঠে। এই tendency

(প্রবণতা)-টা জাগিয়ে রাখবার জন্য আনুষ্ঠানিক আচার-আচরণেরও দরকার আছে। অপরকে তৃপ্তি ও আনন্দদানে উভয়েরই লাভ হয়। মানুষের থেকে-থেকে খামাকা আনন্দ হয়, তৃপ্তিতে বুক ভ'রে যায়। এর পেছনে ঐ-সব আচরণের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। কেউ যদি আপনার জন্য আন্তরিকভাবে শুভকামনা করে, তাতেও অজ্ঞাতভাবে আপনার মনের উপর একটা elating efect (উদ্দীপনী ক্রিয়া) হয়। আর যে শুভকামনা করে সে-ও শুভে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর–পরমাত্মা মানে supreme (পরম) বা prime (প্রধান) চলায়মান urge (সম্বেগ)। জীবাত্মা মানে, জীবন ধ'রে যে চলে সেই। .....মানুষ যদি জানতো, কত কষ্ট ক'রে সে জন্মাতে পেরেছে, তাহ'লে আর মরতে চাইতো না। কোন sexual congress (যৌন মিলন)-এর সময় লাখ-লাখ জীবত্মা এসে জন্মগ্রহণের জন্য চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে একটা হয়তো জায়গা পায় বা পায় না, আর সবগুলি বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে যায়। কত জায়গায় ব্যর্থ হ'য়ে যে শেষটা কৃতকার্য্য হয় তার কি ইয়ত্তা আছে? এ বড় কষ্ট। স্মৃতি থাকে না তাই বুঝি না। বুঝলে হেলায়-ফেলায় জীবন নষ্ট করা যায় না। অগম্যাগমন যে মহাপাপ বলে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক দিক ছাড়াও আরো একটা দিক আছে। আপনার মৃত পিতা হয়তো আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করবার জন্য ঘুরছেন, আপনি হয়তো তাঁকে পাঠায়ে দিলেন এক মেথরাণীর কোলে। কি বীভৎস ব্যাপার দেখেন তো!

সুশীলদা–সদ্‌গুরু লাভ হ'লে নাকি পূর্বপুরুষর উদ্ধার হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর– প্রত্যেকের সঙ্গে তার পূর্ব্বপুরুষের Connection (সম্পর্ক) থাকেই। সব সময় impulse (সাড়া) carried (বাহিত হয়)। Affinity (সঙ্গতি)ওয়ালা সত্তাগুলির মধ্যে এইটে বেশী ক'রে হয়। Electric current (বৈদ্যুতিক স্রোত) যেমন Pass করে চলে form one passable point (একটা চলার উপযোগী বিন্দু থেকে) to another passable point (আর একটা চলার উপযোগী বিন্দুর দিকে), ইঞ্জিনের পিছনে-পিছনে যেমন চলে ইঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া-লাগান গাড়ীগুলি–এইভাবে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার তো হ'তেই পারে, তবে যাঁকে বলে সদ্‌গুরু তাঁকেও চাই, আর যাকে বলে তাঁকে লাভ করা তা-ও চাই। তাঁতে love (ভালবাসা) না হ'লে তাঁকে লাভ করা যায় না।

যতীনদা–ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধীয় বইতে বিন্দুধারণের কথা আছে, উর্দ্ধরেতা হওয়ার কথা আছে–সে ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর–বিন্দু মানে center (কেন্দ্র) অর্থাৎ Ideal (ইষ্ট)। বিন্দুধারণ মানে Ideal (ইষ্ট)-কে ধ'রে চলা, concentrated run (একাগ্র চলন)। এমনতর চলনে যে চলে, যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কামের প্রশ্রয় দেয় না, অনর্থক রেতঃপাত করে না। অনর্থক রেতঃপাত শরীর-মনের অপকর্ষ নিয়ে আসে, তাই তা' জীবনের পক্ষে হানিকর।

যতীনদা– অনর্থক রেতঃপাত মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর–যেমন ধরেন masturbation (হস্তমৈথুন)। ওটা বিশ্রী জিনিস। আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা Sperm (শুক্রকীট)-ই এক-একটা সত্তা-মানুষ-আপনার-আমার মত মানুষ। Ovum (ডিম্বকোষ) যদি ধরিয়ে দেওয়া যেত, তাহ'লে অতগুলি মানুষ হ'তে পারতো। টেস্টটিউব বেবী শিশু-র কথা তো শুনেছেন। দ্রোণাচার্য্যের কথা তো জানেন। কত আচার্য্যের সর্ব্বনাশ করে মানুষ, তার কি ঠিক আছে? আবার দাম্পত্য-জীবনেও অসংযম ভাল না।..... উর্দ্ধরেতা কথা বলে। তার মানে উর্দ্ধদিকে অর্থাৎ শ্রেয়ের প্রতি টান নিয়ে তদভিমুখী গতিতে চলা। উর্দ্ধরেতা হ'লে অশিষ্ট কাম শিষ্ট হয়। মানুষ উর্দ্ধগতিসম্পন্ন হ'লে যে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না, তা' কিন্তু নয়। বরং অমনতর না হ'লে সন্তানের জন্মদানের যোগ্যতা হয় না। যেমন-তেমন ভাবে বিয়ে করে, যেমন-তেমন ভাবে সন্তানের জন্ম দেয়, তাইতো মানুষ আর খুজে পাওয়া যায় না। মানুষ যদি বাস্তবে শ্রেয়োনিষ্ঠাগতিসম্পন্ন না হয়, তাহ'লে উর্দ্ধরেতা হয় না।

লেখা আহ্বান

'সন্দীপনার' সুপ্রিয় পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সন্দীপনা'য় প্রকাশযোগ্য মানসম্মত সুন্দর লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান রইল। লেখা অবশ্যই পরিচ্ছন্ন হতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ কপি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

-সম্পাদক

ওস্যান ইন এ টি কাপ

(বিন্দুতে সিন্ধু)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনকাহিনী

রে, এ হাউজারম্যান (জুনিয়র) অনুবাদ-শ্রীমতি ছবি গোস্বামী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বলদেব সহায়ের কথাগুলো কানে আসার পরে আমার ভিতরে, আমার নিজের ভিতরে যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেলো । বলদেবের কণ্ঠস্বর দূরে অনেক দূরে মিলিয়ে গেলো । তার জায়গায় দূর থেকে প্রবল স্রোতে একটা উত্তর ভেসে এলো আমার নিজের কাছে । আমার অন্তর্নিহিত জরুরী জিজ্ঞাসার কাছে–"ঠাকুর, তাঁরই মতো একটা হৃদয়ের অনুসন্ধান করছেন । ঠিক তেমন একটা আত্মা! যার ভিতরে তিনি তাঁর উপলব্ধি হওয়া যা কিছু, তার সবটা ঢেলে দিতে পারেন । তিনি ঠিক এমন ভালোবাসার জন্য অপেক্ষা করছেন, যা সহ্য করতে পারে, দুর্ভোগ ও কর্মবেদনা । অবিচার এবং অবজ্ঞা । এসব কিছু পেয়েও কখনই বিচ্ছিন্ন তবে না ঐ অচ্ছিন্ন সম্পর্ক থেকে । একটা ভালোবাসা,–যা কিনা সবসময় সবারই অপ্রত্যাশী নিঃশর্ত সেবা করতে পারে । যা নিজের কাজের আর সব কিছুর বিনিময়ে অন্যকে আনন্দ দিতে পারে । যে অপরের দোষের জন্য, সবসময়েই আহরণ করে নিজের ত্রুটির সামগ্রিক দায়িত্বভার । তিনি তাঁরই মতো ভালোবাসা চাইছেন, যা কিনা শুধু পারে-দান করতে-দান করতে-আর দান করতে । যা কিনা শুধু পারে, পান করতে সমস্ত কষ্ট, ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা আর চিরন্তন উন্নয়নের অস্তিবৃদ্ধির এক আনন্দময় মত্ততা ।"

আমি যেন আমার ভিতরে সম্পূর্ণভাবে এক গভীর তন্ময়তায় । আমার মনের ভূবনের গ্রন্থি আর তার অভিভূতি । যখন তার থেকে মুক্ত হয়ে সচেতন সতর্কতায় তাকালাম আমার চারপাশে, ততোক্ষণে বলদেব সহায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছেন । সমাজের সব বরিষ্ঠ ব্যক্তিদের, প্রতিষ্ঠিত সম্মানীয় সুধীসজ্জনের প্রশংসা সঙ্গীত তখনও ভেসে আসছে । খুব পরিষ্কার স্পষ্টভাবে । আমি তাকালাম । আকাশের দিকে । ভাদ্র তালনবমীর আকাশ । সেপ্টেম্বরের আকাশে যেন তখন সব তাঁরাদের চুমকী বসেছে । সকলেই বেশ ঝিকমিকিতে কেমন জ্বল জ্বল উজ্বল হয়ে আছে দেখা যাচ্ছে ।

আমি ঠাকুরের দিকে ফিরে তাকালাম । তাঁর দু'চোখ বোঁজা প্রার্থনায় । তাঁর সমস্ত শরীর চেহারা আর মুখমণ্ডল যেন শিশুর মতোই নির্মেঘ । যখন বহুসংখ্যক-অজস্র অযুত মানুষের কণ্ঠের স্বরধ্বনি একত্রে মিলে গেলো, –শান্তির স্বস্তির প্রার্থনার কম্পনের স্পন্দনে, আমিও আমার চোখ দুটো বুঁজে ফেললাম ।

প্রার্থনা শেষে আমি লক্ষ্য করলাম, আমার মা কাঁপছেন । আমি জিজ্ঞাসা করলাম,–"মা! তোমার কি শীত করছে?" আমার কিন্তু সেই রাতে বেশ গরম লাগছিলো । তাই আমি বেশ বিস্মিত বোধ করছিলাম । মা বললেন,–"একটু শীত করছে ।"

"মা! আমি তোমার সোয়েটার নিয়ে আসি? আমার কথা শুনে মা তাঁর হাতঘড়িটাকে চোখের কাছে নিয়ে ভালো করে দেখে বললেন,–"না, থাক । এখন তো প্রায় মধ্যরাত্রি । আমি দিনের বেলা নেব ।"

আমি মাকে বাড়ী যাওয়ার জন্য বললাম ।

আমরা বাড়ীতে আসার পর, মা এক কাপ চা খেতে চাইলেন । আমি তাঁর জন্য চা তৈরী করে দিলাম । গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে মা বসলেন ।

এখন এই উৎসব সম্মেলনের সময় এই ঘরটাতে আমরা প্রায় বারোজন থাকি । কিন্তু এখন ঘরে কেউ নেই । বাড়ীটা অদ্ভুত শান্ত আর ফাঁকা । চা খেতে খেতে আমি আর মা, বাড়ীর সামনের বারান্দায় বসে তাকিয়ে দেখছিলাম । রোহিণী রোড ধরে চলমান মানুষের সমাবেশের স্রোত ।

মা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,–"এরা সব কোথা থেকে এসেছে?"

"মা! তুমি এই উৎসবে সম্মেলনে না আসলে বুঝতেই পারবে না যে, ঠাকুরের প্রভাব কতো গভীর কতোদূর পর্য্যন্ত চলেছে ।"

আমরা যখন আমাদের নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনা কথাবার্তার ভাববিনিময় করছি, তখনই দেখলাম যে, ঠাকুরের প্রাচীন কালের প্রবীণ ভক্ত সতীশ গোস্বামীকে । আমাদের বাড়ীর দেওয়ালের নীচু অংশটা দিয়ে হেঁটে চলেছেন দেখা যাচ্ছে ।

তিনিও আমাদের দেখে ভিতরে চলে এলেন। যেহেতু আমাদের কোন কাজ ছিলো না, আমরা এমনিই বসে গল্প করছিলাম, তাই তিনিও এসে আমাদের কাছে বসলেন।

সতীশ গোস্বামী। একজন বিস্ময় বহুল মানুষ। এখন তো প্রায় আনুমানিক নব্বই অতিক্রম করেছেন বলেই মনে হয়। কিন্তু তবুও এখনও যেন সৎসঙ্গের সমস্ত রকম কাজেই অফুরাণ আনন্দের সঙ্গেই প্রাণবন্তভাবে সক্রিয়। তিনি আমাদের চা-পানের অনুরোধকে বেশ চাপা হাসির সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে জানালেন– বর্ণানুক্রমিকভাবেই তিনি এর সঙ্গে সম্পর্ককে ত্যাগ করেছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম,–"আচ্ছা, প্রাথমিক ভাবে কি ঠাকুরকে ঘিরে ঠিক এই রকমেরই মানুষের মহাসমুদ্র ছিলো?" আমার কথা শুনে তিনি তাঁর মাথা নাড়লেন। বললেন,–"না। আমাদের সাধারণতঃ মনে হয়, এটাই হলো স্বর্গের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা। সেই রকম লোক খুব বেশী ছিলো না। আমি চল্লিশ বছর আগের, সেই কীর্তনের সময়ের কথা বলছি। তখন সব সাধারণ মানুষ, অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত হয়ে এসেছিলো। সেই কষ্ট আর নির্যাতনের মানসিকতার মধ্য দিয়েই তারা ধীরে ধীরে ক্রমশই সংখ্যায় বেড়েছে। কিছু কিছু সে সময়ে ভয়ে পিছিয়ে গেছে। আবার কিছু কিছু পতিতও হয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই তাদের দৃঢ় টানের জন্যই, সেই টানের মধ্য দিয়েই বড় হয়েছে। তারাই তাদের হৃদয় খুলে উন্মুক্ত জীবনে ঠাকুরের সত্য পথেই ঠাকুরকে অনুসরণ করেছে। শুধু তাদেরই জীবন কেবল ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাদের সব সন্তানসন্ততিরা যারা সেসময় তাদের কাছ থেকে দূরে ছিলো, তারা যখন ঠিক ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন, তারা দেখেছেন তাদের নতুন প্রজন্ম সঠিক পথে চলতে আরম্ভ করেছে। যদিও এটা একটা সংহত আন্দোলন।"

আমি মন্তব্য করলাম,–"তবুও প্রারম্ভে এটা ঠিক এমনই ছিলো।"

তিনি আর কথাতে সহমত পোষণ করে বললেন,–হ্যাঁ। কিন্তু এখন যারা ভালোবাসতে শিখছে। ভালোবাসার মাধ্যমেই দিতে আর করতে পারছে। তারাই আশীর্বাদ অনুভব করে পরিচালিত হচ্ছে।" এই পর্য্যন্ত বলেই, তিনি আবেগে, অনেকটা বক্তৃতার বাগ্মীতার মতোই তাঁর দু'হাত সামনে বিস্তৃত করে বললেন,–"হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান আর সর্বপ্রাণবাদী সকলেই তাদের ধর্মবিশ্বাসপূর্ণ উৎসর্জনকে পুনরুজ্জীবিত করে নিচ্ছে। তাদের পিতার প্রতি বিশ্বস্ততাকে অনুভব করে তাদের ভ্রাতৃত্ববোধকে দৃঢ় অস্তিবাচক বিশ্বাসে যেন আলিঙ্গন করছে।"

কথা বলতে বলতে যেন তাঁর স্মৃতিতে সেই সময় জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো। উজ্বল আবেগোদীপ্ত অনুভব ঠিকরে পড়লো আমাদের সামনে। হঠাৎ সেই সব সম্বরণ করে তিনি উঠলেন। বলে গেলেন, আরো অনেক অভ্যাগতবৃন্দের কাছে তাঁকে এখন যেতে হবে।

আমরা। মা আর আমি। আরো বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। হয়তো বা এই মাত্র সতীশচন্দ্রের বলে যাওয়া কথাগুলোই মনের গভীর প্রত্যন্ত প্রদেশে কোন আলোড়ন তুলেছিলো। তারপর একসময় সেই নীরব নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মা বললেন,–"হাউজারম্যান!"

"মা–"

"ঠাকুর এখন তো বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন। তোমরা যদি সত্যিই তাঁর প্রেরণাকে অবলম্বন করেই বিশ্ববিদ্যালয় পেতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে আরো দ্বিগুণ গতিতেই বাড়াতে হবে।"

মায়ের এই কথাটাকে আমি আমার প্রতি একটা ব্যক্তিগত তিরস্কার বলে মনে করে মাকে বললাম,–"মা! যতোটা যেমন দ্রুত আর কঠিনভাবে চেষ্টা করা সম্ভব, আমরা তা করছি মা।"

আমার কথা শুনে মা একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন,–"মূর্খ! কোন স্বাস্থ্যবান সুস্থ মানুষই চিরকাল যতোটা দ্রুত কঠোরতার সঙ্গে পরিশ্রম করা সম্ভব তা করতে পারে না। আমার সব সময়েই মনে হয়, হয়তো বা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অনুভবটা আসতে খুবই দেরী হয়ে গেছে।"

এক সপ্তাহ পর আমার মা এখান থেকে আমেরিকায় রওনা হয়ে গেলেন। আমি এখন বুঝতে পারি। এখন আমার অনুভবে ধরা দেয় যে, মা হয়তো তাঁর শরীরের গভীর অসুখ সম্পর্কে, নিজেই কিছু বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে আমি খবর পেলাম যে, আমার মায়ের জীবনীশক্তি প্রায় শেষ পর্য্যায়ে এসে গেছে।

একটা নিদারুণ অসম্ভব কষ্টকর মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে আমেরিকাতে, আমার মায়ের জীবনের শেষের দিনগুলোতে, মায়ের সাথে কাটানোর জন্য ভাবলাম। তাই, সৎসঙ্গ থেকে

আমেরিকা রওনা হবার আগে, আমি ঠাকুরের কাছে, তাঁর সামনে গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম । ঠাকুরের সামনে আমি । আমি দেখছি । ঠাকুরের মহান গভীর ব্রাহ্মী দু'চোখ তাঁর দৃষ্টির উষ্ণতায় আমাকে গভীর নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন । তিনি ধীরে ধীরে, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে ইংরাজীতে বলতে লাললেন,–

"প্রয়োজনের ঘূর্ণি স্রোতে দাঁড়িয়ে
যা' আজ মানুষের জীবনকে সেবা দিতে চায়,
আমার প্রার্থনা!
আমার আবদেন,–
পরমপিতার কাছে,–
তুমি আশীর্বাদপূতঃ হতে পার এবং
সকলকে আশীর্বাদপূতঃ করতে পার!
চিরস্থায়ী বৃদ্ধির দিকে প্রসারিত করে তোমার পদক্ষেপকে!
শুধু মাত্র তোমার একার জন্য–
এই ভিক্ষুকের নিরাভরণ ওজর নয়,–
এই পৃথিবীতে প্রত্যেক একক সত্তার জন্য কিন্তু,
ওগো পরমপিতা!–
মানুষের পৃথিবীতে কেউই যেন বঞ্চিত না হয়,
বঞ্চনার কারণও না হয় অপরের ।
আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি,–
যা' আমি দেখছি,
যা' আমি চিন্তা করছি,
যা' আমি জানি–
আমাদের জীবনবৃদ্ধিদায়ী উত্তর বাহ্যিক
প্রত্যেক কথনের রশ্মিচ্ছটার সঙ্গে
যতোদূর আমি ধারণ করেছি!
তুমি যা ভাল মনে কর
তোমার নিজের জন্য,
তোমার পরিবারের জন্য,
এবং পরিবারের জন্য,
এবং তোমার দেশের জন্য,–
তুমি রঞ্জিত হ'তে পার আশীর্বাদে,–
সর্বদা স্মরণে রেখ,–
সম্মানার্থে মিনতিপূর্ণ আহ্বানে আত্মভূত করে নেওয়ায়–
যা'তে ভাল হয় সকলের,–
ঈশ্বরের বাসস্থানের সঙ্গে সেখানে আশীর্বাদ বিচ্ছুরিত হয়ে
স্মিত হাসির সান্ত্বনার বর্ষণের সঙ্গে ।"

আহ্বান

ইষ্টপ্রাণেষু দাদা/ মা

রা-নন্দিত জয়গুরু । প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবারিত করুণায় পরমতীর্থধামে প্রতিদিনই বহু তীর্থযাত্রীর শুভাগমন ঘটে । এছাড়া আশ্রমে নিয়মিত ভক্তবৃন্দ এবং অবস্থানরত ছাত্রগণের দৈনন্দিন আনন্দবাজারের ব্যয় সংকুলানের ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে সারাদেশে অবস্থিত ইষ্টপ্রাণ সুযোগ্য ভক্তবৃন্দের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু দায়িত্বগ্রহণ করতে পারেন । বছরের প্রতিদিনই অর্থাৎ ৩৬৫ দিনই জনপ্রতি ১দিন কেন্দ্রীয় আশ্রমে আনন্দবাজারের প্রসাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংযোগ করলে আশ্রমের অর্থনৈতিক সাশ্রয় ঘটবে এবং দায়িত্ব গ্রহণকারীর প্রতিও পরমপিতার কল্যাণ অবারিত বর্ষিত হবে ।

তাঁর এই করুণাধারায় মিলিত হবার জন্য সবার কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি ।

বিনয়াবনত–

সভাপতি
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

সাধারণ সম্পাদক
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

SATSANG

Dr. Rabindra Nath Sarkar
Satsang, Himaitpur, Pabna.

A Socio-riligious movement, central Asram at Himaitpur, Pabna, founded by Sri Sri Thakur Anukul Chandra (1888-1969). Himaitupur is the birth place of Anukul Chandra and he lived there for long 58 years. Since his boyhood out of devotion to his mother, humanist Anukul Chandra began his Satsang movement.

Another organisation, named satsang was established begore-hand at Dayalbag, is the city of Agra, Nourthern India. In the middle age, the non-communal, non-ceremonial, humanitarian and mystic spiritual cult which was preached by the North-Indian Saints like Nanaka (1469-1581), Ramananda (1400-1470), Kabir (1398-1448), Dadoo (1544-1603) etc., was renovated in the `Satsang' at Dayalbag, Agra, by its founder Swamiji Maharaj (18^{th}-19^{th} AD). His disciple Hujur Maharaj was theGuru of Monomohini Devi, The Mother of Anukul Chandra. Hence, it is clera that the Satsang Movement of Anukul Chandra although Different in characteristics was histrorically related to Agra Satsang.

Anukul-Chandra defined Satsang: Those who are associated with `Sat' (The Supreme Being) and move accordingly, are `Satsangees', and their unity is `Satsang'. So, Satsang is the place of union of all people irrespective of caste and creed.

Anukul-Message: Be initiated by the Sat-Guru (Spiritual-Guide). Meditate the Holy name and move accordingly, taking shelter of Satsang. I speake it wiht surity that your self development will be automatic,-is the eternal inspiration of Satsangees.

Satsng was registered as an organisation under society Registraion Act, in the year 1952 and Manomohini Devi was the first Presdent of `Satsang-Council'.

`Self-living wiht active help for other's living is Dharma'-in the light of Anukul-Chandra's above Message Himaitpur Satsang Asram, Become the combining place of `Dharma' and `Karma'. There were the following institutions in the Satsang Asram: `Tapovan' (ideal educational institution) `Monomohini College of Science and Technology, `Viswa Bijnan Kendra (World Science Laboratory), `Satsang Chemical Works', `Mechanical Engineering Workshop' `Satsang Press and Pubilshing House', `Satsang Charitable Dispensary, `Art Centre', maternity Centre, `Cottage Industrial Centre, `Satsang Agricultural farm,' `AnandaBazar (Common kitchen)'.

The renowned political leaders like DeshaBandhu Chittaranjan, Mahatma Gandhi, Netaji Sub ashchandra Bose, A. K. Fazlul Haque visited `Satsang' and highly praised of its activity.

Due to ill health Anukul Chandra, the founder of Satsang, left Himaitpur for Deoghar Bihar for a change and he could not return to his motherland due to changed political situation. Satsang Asram was established in Deoghar also, and its activity was spreed out all-over India and out side.

Satsang Asram of Himaitpur was acquired by the then East pakistan Government in 1952 for establishing Mental Hospital, After wards, in 1968 Satsang Asram has been re-established on the adjacent lands of the original Asram at Himaitpur. It has its branches in Dhaka, Chittagong, Mymensing, Sylhet, Tangail, Netrakona, Khulna and almost in other Districts in Bangladesh.

সৎসঙ্গ

ড. রবীন্দ্রনাথ সরকার

জনকল্যাণমূলক ধর্মীয় আন্দোলন । পাবনা জেলার হিমাইতপুর গ্রামে এর কেন্দ্রীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত । প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (১৮৮৮-১৯৬৯) । হিমাইতপুর তাঁর জন্মভূমি এবং জীবনের ৫৮ বৎসরের কর্মভূমি । মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে পারলেই তার যথার্থ কল্যাণ সাধন সম্ভব । এই অনুভব থেকেই আশৈশব মাতৃভক্ত এবং মানব প্রেমিক অনুকূলচন্দ্রের জীবনে সৎসঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত ।

'সৎসঙ্গ' নামে একটি সংগঠন পূর্ব থেকেই বিদ্যমান আছে উত্তর ভারতে আগ্রা শহরে 'দয়াল বাগ' নামক স্থানে । মধ্যযুগে উত্তর ভারতে নানক (১৪৬৯-১৫৮১), রামানন্দ (১৪০০-১৪৭০) কবীর (১৩৯৮-১৪৪৮), দাদু (১৫৪৪-১৬০৩) প্রমুখ সাধকগণ যে বাহ্য আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত অসাম্প্রদায়িক এবং মানবতাবাদী মরমীয়া ধর্ম সাধনার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতে সৃষ্ট আগ্রা অনুকূলচন্দ্রের জননী মহীয়সী সাধিকা মনোমোহিনী দেবীর গুরু । কৈশোরে আপন জননীর নিকটেই অনুকূলচন্দ্র মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন । কাজেই বলা যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র প্রবর্তিত 'সৎসঙ্গ আন্দোলন' বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হলেও আগ্রা সৎসঙ্গের সাথে তার ঐতিহাসিক যোগ সূত্র আছে । অনুকূলচন্দ্র 'সৎসঙ্গ' এর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'সৎ-এ সংযুক্তির সহিত তদগতিসম্পন্ন যারা– তারাই সৎসঙ্গী, আর তাদের মিলন ক্ষেত্রই হ'ল সৎসঙ্গ ।' সৎসঙ্গ তাই জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলনক্ষেত্র ।

'সদগুরুর শরণাপন্ন হও, সৎনাম মনন কর, আর সৎসঙ্গের আশ্রয় নিয়ে তেমনি করেই চলতে থাক– আমি নিশ্চয় বলছি, তোমাকে তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না'– এই অনুকূল বাণী সৎসঙ্গের অনুসারী সৎসঙ্গীদের চলার পথের চিরন্তনী প্রেরণা ।

১৯২৫ সালে সঙ্গ নিবন্ধীকরণ বিধি অনুযায়ী নিবন্ধীকৃত হয়ে 'সৎসঙ্গ' একটি সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । মনোমোহিনী দেবী হয়েছিলেন 'সৎসঙ্গ পরিষদের' প্রথম সভাপতি ।

'অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে । ধর্ম ব'লে জানিস তাকে'– এই অনুকূল বাণীর আলোকে ধর্ম ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয়ে হিমাইতপুরে সৎসঙ্গ আশ্রমে গড়ে উঠেছিল আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র 'তপোবন', 'মনোমোহিনী কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি', বহুমুখী বিজ্ঞান গবেষণার জন্য 'বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র', 'সৎসঙ্গ কেমিক্যাল ওয়ার্কস', 'মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ;, 'সৎসঙ্গ প্রেস এন্ড পাবলিশিং হাউজ', 'সৎসঙ্গ দাতব্য চিকিৎসালয়', 'কলাকেন্দ্র', 'মাতৃ বিদ্যালয়', 'কুটির শিল্প', 'সৎসঙ্গ কৃষি খামার'. সর্বসাধারণের জন্য ভোজনাগার 'আনন্দবাজার ।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মহাত্মাগান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দসহ দেশ ও বিদেশের অগণিত গুণিজন 'সৎসঙ্গ' পরিদর্শন করে এর অসাম্প্রদায়িক ধর্মকেন্দ্রিক মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন ।

১৯৪৬ এর ১লা সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্যগত কারণে সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিহার রাজ্যের দেওঘর গমন করেন । উপমহাদেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারেননি । ফলে হিমাইতপুরস্থ 'সৎসঙ্গ' আশ্রম বিলুপ্ত-প্রায় হয়ে পড়ে ।

দেওঘরের বুকেও গড়ে উঠেছে বিশাল সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠান । তার কার্যধারা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র ভারতে এবং বহিভারতেও, হিমাইতপুরের আশ্রম ভূমি ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার হুকুম দখল করে মানসিক হাসপাতাল স্থাপন করে । পরবর্তীতে হিমাইতপুরে সৎসঙ্গের মূল আশ্রম সংলগ্ন ভূমিতে সৎসঙ্গ আশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা প্রভৃতি জেলাসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৎসঙ্গের শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং পাশ্চাত্যেও এর কর্মধারা প্রসারিত । বাংলাদেশে বিশ লক্ষাধিক সহ সারা বিশ্বে সৎসঙ্গীর সংখ্যা কয়েক কোটি । হিমাইতপুর তাদের কাছে পরমতীর্থ । শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান সহ বিশেষ স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক স্থান ও ভবন সমূহ সংরক্ষণ সকলের প্রাণের দাবী ।

মানসতীর্থ পরিক্রমা

সুশীলচন্দ্র বসু

একমাস পরেই যে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা হ'বে এ-কথা কল্পনাতেই আনতে পারিনি। বললাম–'চলুন, আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আগে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে আসি।'

তাঁরা ব'ললেন–'আমরা এখন অন্যত্র যাচ্ছি। কাল স্টেশনেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা হ'বে। অনন্ত-মহারাজ বললেন– 'বেলেঘাটা স্টেশন থেকে (অধুনা শিয়ালদহ সাউথ স্টেশন) অনুমান বেলা ১১ টার সময় রওনা হ'ব। সেই সময় স্টেশনে থাকলে আমাদের সকলের সাথে দেখা হবে।'

পরে যথাসময়ে বেলেঘাটা স্টেশনে উপস্থিত হ'তেই শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ললেন–'আপনি এসেছেন দেখে বড়ই খুশী হ'লাম।'

আমি ব'ললাম-'ওয়েলিংটন-স্কোয়ারের মিসেস এনি বেসান্তের সভাপতিত্বে এবার কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'চ্ছে। কংগ্রেসের অধিবেশন দেখব ব'লে দর্শকের টিকেট কিনেছিলাম। আপনি মজিলপুর যাচ্ছেন শুনে মনটা এই-দিকেই টানল, তাই চ'লে এলাম।'

স্টেশনে দেখলাম–গোঁসাইদা ও মহারাজ তো আছেনই, তাছাড়া কিশোরীদা, কেষ্ট দাস, কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, সতীশ জোয়ারদার, সত্য দত্ত, ঢাকী কোকন, তরণী প্রভৃতি সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে চ'লেছেন। সমগ্র স্টেশনটি তাঁদের আনন্দ-কলরোলে মুখরিত।

বিরাজদা স্টেশনে এসেছেন সবাইকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে।

মজিলপুর গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরসহ আমরা সাত দিন ছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপস্থিতিতে সমগ্র গ্রামখানা আনন্দে মুখর হ'য়ে উঠল। গ্রামস্থ ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখবার জন্য সমবেত হ'ল। বিরাজদার বাড়ী এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল।

কত লোক কত প্রশ্ন নিয়ে আসত শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তার সমাধান পাবার জন্য, তারা তাঁর উত্তর শুনে সমাধান পেয়ে ফিরে যেত। গুচ্ছে-গুচ্ছে বিভক্ত হ'য়ে গ্রামবাসীরা দিনের পর দিন আলোচনা করতেন। সেইসব আলোচনাতে অনন্ত-মহারাজ, কিশোরীদা, গোঁসাইদা, সতীশদা, কেষ্ট দাস এবং আমিও কখন-কখন যোগ দিতাম।

কীর্ত্তনে, গানে, আলোচনায় দিন-রাত যে কি আনন্দে কেটে যেত তা' আর বলবার নয়। কখন-কখন ড্রাম, কাঁসর, ঘন্টা ইত্যাদি বাদ্য-সমন্বিত তুমুল কীর্ত্তন সমস্ত গ্রামবাসীকে মাতিয়ে তুলত। একদিন মজিলপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বক্তৃতার আয়োজন হ'ল। বক্তব্যের বিষয় ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও মতবাদ। বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ হ'ল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মজিলপুরের জমিদার সত্যেন্দ্রনাথ বসু শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন–"একসময়ে গঙ্গানদী এদিক্ দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। নদী ম'জে গিয়ে এই গ্রামের সৃষ্টি হ'য়েছে, তাই এই গ্রামের নাম হ'য়েছে মজিলপুর। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে যাবার সময় এখান দিয়েই গিয়েছিলেন। যে স্থানে তিনি অবস্থান করেছিলেন সে স্থান চক্রতীর্থনামে পরিচিত। মজিলপুর থেকে তার দূরত্ব হ'বে সাত মাইল। আপনি আমাদের গ্রামে আসাতে আমাদের গ্রামখানি যেমন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'য়ে গেছে, অনুমান সাড়ে-চারশ বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব যখন এসেছিলেন তখন হয়ত তাঁর আগমনে ঐ স্থান লোকসমাগমে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'য়েছিল। সেই থেকেই উহা চক্রতীর্থনামে খ্যাতি লাভ ক'রেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে বললেন–"যখন এত কাছে এসেছি তখন শ্রীচৈতন্যদেবের পদরজপূত সেই পবিত্র স্থান একবার দেখে আসতে হবে।" তখনই স্থির হ'ল পরদিন প্রাতে কীর্ত্তনদল সহ পদব্রজে চক্রতীর্থে যাওয়া হবে।

প্রভাত হ'তে না হ'তেই কীর্ত্তনের দামামা-জয়ঢাক বেজে উঠল। অনন্ত-মহারাজ, কিশোরীদা এঁরা গান ধরলেন। যে সেখানে ছিল সকলে এসে কীর্ত্তনে যোগ দিল। প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র গ্রামখানি কীর্ত্তনের ঝঙ্কারে আলোড়িত হ'য়ে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর আগে আগে চললেন তাঁর পেছনে আমরা কীর্ত্তনের দলসহ অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গীতে দু'বাহু তুলে দ্রুততালে চলতে লাগলেন। আমরা কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে দৌড়ে গিয়ে তাঁর নাগাল পাই না–এমন বেগেই তিনি যেতে লাগলেন। কীর্ত্তনের কলরোল শুনে যে-সব গ্রামবাসীরা ছুটে আসতে লাগল তাদের অনেককে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে নাচতে-নাচতে তিনি ছুটে চলেছেন। তাঁর নাচের তালে-তালে গ্রামবাসীরাও অনেকে কীর্ত্তনের দলের সঙ্গে চলল। যতই অগ্রসর হওয়া যেতে লাগল ততই কীর্ত্তনীয়ার দল বেড়ে

যেতে লাগল । গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় গ্রামবাসীদের হুলু-ধ্বনি আর হরি-ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হ'য়ে উঠল । কেউ-কেউ ভূলুণ্ঠিত হ'য়েও শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণতি জানাতে লাগল ।

মাঝে মাঝে কিশোরীদা ও গোঁসাইদা কীর্ত্তনে গান ক'রতে ক'রতে হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠছেন । তাঁদের দীর্ঘ-কেশপাশ গুচ্ছে-গুচ্ছে মাথার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, চক্ষু আরক্তিম, বদন-মণ্ডল বিভায় সমুজ্জ্বল । তাঁ'দের সেই হুংকার ও উত্তেজনায় সকলে চকিত হ'য়ে আরো উচ্চেতিত হ'য়ে কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে দ্রুত তালে অগ্রসর হ'তে লাগল । শ্রীশ্রীঠাকুর সহ কীর্ত্তনদল এমন উন্মাদনার সৃষ্টি ক'রে ছুটে চলেছে, যারা দেখতে আসছে তারা সেই কীর্ত্তনস্রোতে গা ঢেলে না দিয়েই পারছে না । কীর্ত্তনের স্রোত বন্যার ন্যায় সবাইকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে । সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ।

দীর্ঘ সাত মাইল পথ এরূপ-ভাবে অতিক্রম করার পর আমরা চক্রতীর্থে এসে পৌছলাম । শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্ত্তনের দল পৌছাবার আগেই চক্রতীর্থে এসে পৌছে গেলেন ।

সেখানে কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে তাঁর ভাবসমাধির মত অবস্থা হ'ল । 'সমাধির মত' বলছি এইজন্য, পূর্ব্বে যে-সমাধি অবস্থা দেখেছি তার মত এ নয় । মনে হ'ল, semi-unconscious state অর্থাৎ অর্ধবাহ্যদশা । সে অবস্থায় একটি মাত্র বাক্য উচ্চরিত হ'ল–"One is equal to various and various is equal to one!"

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতিস্থ হ'বার পর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আমরা সেইরূপ কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে পুনরায় মজিলপুরে এসে পৌছালাম । সেদিন চক্রতীর্থ থেকে ফিরে এসে আমরা সকলেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম । আহারাদির পর সেদিন রাত্রে সকাল-সকাল শয্যা নিলাম ।

পরদিন সকালবেলা শ্রীশ্রীঠাকুর একান্তে ব'সে আছেন দেখে তাঁর কাছে এসে ব'সলাম । ব'ললাম,–'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? তিনি বললেন–'স্বচ্ছন্দে ।'

আমি বললাম–আজ আপনার সমাধিস্থ অবস্থার একটা বাণী পড়লাম,–"সে একটা অব্যক্ত পরমানন্দ । নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ, প্রাণের প্রাণ, জগতের জগৎ, অণুর অণু । সে একটা বলা যায় না রে! যখন ছিলনার সত্তা ছিল, কাল আসে নাই, যখন সূর্য্যের-চাঁদের সৃষ্টি হয় নাই, যখন বিরাট গগনের সৃষ্টি হয় নাই, তখন এক বিরাট ধ্বনি সোহহং পুরুষ ভেদ ক'রে সৃষ্টি ক'রতে ক'রতে চ'লে এলো"... ইত্যাদি ।
–এটা বিশ্বসৃষ্টির আদিম অবস্থা । কি ক'রে কিছু-না থেকে সৃষ্টি প্রসূত হ'ল তাই বলেছেন । সমাধি অবস্থায় পূর্ণ চৈতন্যের বিকাশ না থাকলে এসব বলেন কি ক'রে? তাই মনে হয়, বাহ্যতঃ আপনার অচৈতন্য অবস্থা থাকলেও ভেতরে চৈতন্য পূর্ণ মাত্রায় থাকে । সেটাকে বোধ হয় পূর্ণ-চৈতন্যময় অবস্থা বলা যায় । তাই সে অবস্থা থেকে নেমে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পারেন না কেন, তা' আমি বুঝতে পারছি না । আর এই বাণীতে যা' বলেছেন, তাতে তো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে আপনি চরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেছেন–যদিও আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি যে, সে-সম্বন্ধে আপনি কিছুই ব'লতে চান না । এ-সম্বন্ধে কোনরূপ আলোকপাত ক'রে আমার সন্দেহ নিরসন করা যায় না কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–'এ সম্বন্ধে আমার কথা তো বলেছি, তার বেশী আর কিছু বলবার নেই ।' বুঝলাম, এ-সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলতে চান না । তাই নিরস্ত হলাম ।

সাতদিন পর গ্রাম ছেড়ে চ'লে আসবার পর বড়ই করুণ দৃশ্য দেখা গেল । শ্রীশ্রীঠাকুরকে শেষ-বারের মত দেখবার জন্য গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সমবেত হ'য়েছে । সকলের চোখই অশ্রুসিক্ত । শ্রীশ্রীঠাকুরও তাদের দিকে তাকিয়ে সাশ্রুনয়নে করজোড়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন । দৃশ্যটা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ।

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

আপনি কি নতুন লেখক? আপনার লেখা- গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বিষয়ভিত্তিক সৃজনশীল লেখাগুলি প্রকাশ করতে আগ্রহী? তাহলে নিম্ন ঠিকানায় আজই যোগাযোগ করুন । আমরা শর্ত সাপেক্ষে আপনার লেখা ছাপার উপযোগী হলে অবশ্যই ছাপাবো ।
এছাড়া নভেল, নাটক, অনুবাদগ্রন্থ, সিরিজ গ্রন্থ, সাধারণ জ্ঞানের বই, কোরআন, হাদীস ও অন্যান্য সকল ধরণের বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ।

নিউজ কর্ণার পাবলিশিং
সিদ্দিকীয়া মিনি মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড
চাঁদনী বাজার, বগুড়া ।

পরশরতন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁর নাম পরশরতন
পাপীহৃদয়তাপহরণ–
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে!

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি । তাকে স্পর্শ করাতে হবে, তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে ।

তা হলে, যা হালকা ছিল এক মূহূর্তে তাতে গৌরবসঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে ।

আমাদের সকালবেলার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব, তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব-'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব । উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করব না, তাকে চরিত্রের সম্বল করব; তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতালাভ করব না, প্রতিষ্ঠালাভ করব ।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়, তাতে বৃষ্টি দেয় না । আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হয়ে সকালবেলাকার হাওয়াতেই উড়ে চলে না যায় ।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রখর তখনই স্নিগ্ধতার দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তখনই বর্ষণ কাজে লাগে । সংসারে ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুষ্কতা আসে, দাহ জন্মায় । ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে, তখনই আপনাকে হারিয়ে ফেলি; আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সময়েই যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারি, সে যদি দেবোত্তর সম্পত্তির মতো মন্দিরেরই পূজার্চ্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো না থাকে–তা হলে কোনো কাজ হল না ।

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস, অত্যন্ত অনুদার । যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন, যে সময়ে হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে, সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশ-কালে তুচ্ছতার. আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই-আত্মার মহিমাকে তখনও যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি । যেন তখনই মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি 'ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে', মনে পড়ে যে অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এই মুহূর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন মনে পড়ে যে সেই 'শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং' এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন । সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূল যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায় ।

তাই বলে এ কথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসি-গল্প, সমস্ত আমোদ-আহ্লাদকে একেবারে বিসর্জন দেওয়াই সাধনা । যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম ক'রে পেয়ে বসে–ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরো বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে । স্বভাবত যে জিনিসটা বাইরের ক্ষণিক জিনিস, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অন্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায় ।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব; কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব । ছোটোকে বড়ো করে তুলব না, শ্রেয়কে প্রেয়ের আসনে বসতে দেব না এবং সকল সময়ে সকল কর্মেই অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চলতে দেব । তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনো মতেই মনকে বুঝতে দেব না–কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা ।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও– সেই আমাদের পরশরতন । আমাদের হাসিখেলা, আমাদের কাজকর্ম আমাদের বিষয়আশয়, যা-কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও । আপনিই সমস্ত বড়ো হয়ে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে ।

হিন্দুর অনিবার্য প্রয়োজন স্বধর্মনিষ্ঠা

স্বামী মৃগানন্দ

মূল থেকে বিচ্ছিন্ন গাছ বেশী দিন সবুজ থাকে না। যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক্ না কেন, হিন্দুর মূল হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম থেকেই হিন্দুর জীবনের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্জীবনী রস সঞ্চারিত হয়। হিন্দুর ধর্ম সর্ববিধ প্রাণশক্তি, কর্মশক্তি ও অগ্রগতির প্রেরণা স্বরূপ। ধর্মই তার শিক্ষার মর্মস্থল, তার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল, তার আধ্যাত্মিক জীবনের অবলম্বন। ধর্মই তাকে নির্দেশ দেয় কর্তব্য ও দায়িত্বের। অধিকারের সীমা নির্ধারণও করে দেয় ধর্ম। ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয় ধর্ম। হিন্দুরা যা করে তার সবই ধর্মের জীবন্ত স্পর্শে স্পন্দিত।

অবশ্য বেশ মজার ব্যাপারও চোখে পড়ে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে। বিয়ে, ছেলে হওয়া, অন্নপ্রাশন, চাকরী, মামলা, শ্রাদ্ধ, সবই পূজা প্রার্থনা সহ নিবেদিত হয় ভগবানের চরণে। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিতে যায় মানত করে। ব্যবসাদার শুধু ব্যবসা নয়, যদি কলোবাজারী করে তো সেটাও করে লক্ষ্মীগণেশকে পূজো দিয়ে। ডাকাতরা ডাকাতি করতে যায় মা-কালীর পূজো দিয়ে। রাজনীতির নেতারাও নির্বাচনে লড়েন মন্দিরে বা ধর্মস্থানে পূজো দিয়ে কেউ খোলাখুলি কেউ গোপনে। আসলে হিন্দুদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ধর্ম। এই নিয়ে সমগ্র হিন্দু জাতির একটা নিজস্ব গৌরবের পরিচয় চিরকালই আছে। জাতিটাকে ধরে রেখেছে ধর্ম। সেই ধর্মের মধ্যে বৈচিত্র্য জনিত যত আপাত বিরোধ থাক্ না কেন, যত আপত্তি দোষত্রুটী থাক্ না কেন, সেগুলোকে গৌণ তুচ্ছ করে এবং সম্ভব মত শোধন সংশোধন করে আজও সগৌরবে টিকে আছে ধর্মময় ধর্মপ্রাণ হিন্দুজাতি।

কিন্তু ইদানীং খুব অল্প কয়েক বছর সময়ের মধ্যে ঘটে গেছে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন। যার ফলে বেশ শঙ্কা জাগছে মনে। ধর্মকে ধরেছিল হিন্দুসমাজ এবং ধর্মও হিন্দু সমাজকে ধরেছিল। বাবা-মার হাত ধরে ছেলে যেমন নিশ্চিন্তে চলে হিন্দুরা তেমনি চলছিল ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ছেলে যদি বাবা-মার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, জেনে বা অজান্তে হাত ধরিয়ে দেয় কোনও অসদুদ্দেশ্যযুক্ত আগন্তুককে এবং সে যদি তাকে বিপথ ধরে নিয়ে যায় অন্ধকার গহ্বরের দিকে, তাহ'লে যা হবার তাই তো হবে। প্রথম কিছুটা রাস্তা সে হয়তো আগের মতই নিশ্চিন্তে যাবে। কিন্তু তারপর হঠাৎ অসহায় অবস্থায় দেখবে তার নিরাপত্তার গণ্ডীর বাইরে সে এসে পড়েছে অজানা শত্রুপুরীতে। হিন্দুদের আজ কিছুটা এই রকম অবস্থাই দাঁড়িয়েছে। বাবা-মা স্বরূপ ধর্মের হাত ছেড়ে সে অজান্তে অথবা আচ্ছন্নতায় ধরে ফেলেছে অচেনা আগন্তুকের হাত। প্রায় অর্ধশতাব্দী পথ চলার পর চেতনার চোখ মেলে সে দেখছে সামনে ভয়াবহ অন্ধকার। শত্রুপুরীর করাল গ্রাস হাঁ করে এগিয়ে আসছে গোটা জাতিটাকেই গিলবার জন্য। সে এখন চিনতে পেরেছে ঐ অচেনা আগন্তুককে। সে আর কেউ নয়, সেক্যুলারিজম্ অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মবর্জনের এমন একটি হাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে এদেশে যার মিথ্যা মোহে হিন্দুগণ স্বধর্মনিষ্ঠাকে ছেড়ে দিচ্ছে ক্রমশঃ। ধর্ম তাদের কাছে অবজ্ঞা অবহেলার বস্তু হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। ধর্মাচরণ করলে সে যেন পিছিয়ে যাবে সমাজে, এমন একটি ভাব তাকে পেয়ে বসেছে। কারণ, এগিয়ে যেতে হলেই হাত ধরতে হবে ধর্ম-নিরপেক্ষতার।

হিন্দুগণ একটু নিজেদের চারপাশে চেয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন হিন্দুরাই হিন্দুর ধর্মভাবকে কেমন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে চলেছে। চেয়ে দেখুন বারোয়ারী পূজার বেশীর ভাগের কি অবস্থা।

এখন তো 'পূজা' শব্দের প্রয়োগটাও উঠে যাচ্ছে, বলা হচ্ছে 'উৎসব'। সে উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যথেচ্ছ ফুর্ত্তি মাত্র। সেখানে ধর্মের বা দিব্যতার স্ফূর্ত্তি অনুপস্থিত হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। পূজা যেটুকু চোখে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রেই সেখানেও থাকে না বিধিনিষ্ঠা বা শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ। শ্রদ্ধা ভক্তি ব্রত তপস্যা সবই যেন কপূর্রবৎ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পূজাস্থলী থেকে। ব্যক্তিক্রম বাদ দিয়ে, হিন্দীগানের অনুচ্চার্য ভাষা, উৎকট সুরতাল, সবই হয়ে যাচ্ছে পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ। কেউ হয়তো করছেন মৃদু প্রতিবাদ, কেউ করছেন উপেক্ষা, আর কিছু মানুষ যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন ঐ উৎসবে। উপায়ই বা কি? কারণ, গোটা সমাজটাই তো ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে স্বধর্মনিষ্ঠা। প্রথমতঃ ধর্মের অর্থই তাদের কাছে অস্পষ্ট। তারপর ধর্মাচরণের নিষ্ঠায় ও নিয়মানুবর্তিতায় কিছু কষ্ট তো স্বীকার করতেই হয়। সেটাতেও তাদের অনীহা। তাই পূজার প্রতিমার অবহেলা বা পূজা বিধিতে অশ্রদ্ধা অনাচার দেখলে

প্রকৃত হিন্দুর শ্রদ্ধামণ্ডিত ধর্মভাবে যে আঘাত লাগছে, সে কথা হিন্দুদেরই একাংশ আজ অনুভবও করে না ।

নিজনিজ ধর্মস্থানে, মন্দিরে, মঠে, আশ্রমে, হিন্দুদের নিয়মনিষ্ঠ উপস্থিতি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে । তারা ধর্মস্থানে যার বেশীর ভাগ নিজের ইচ্ছা, সুবিধা বা প্রয়োজন মত, অথবা বিশেষ উৎসবে আমন্ত্রণে । কিন্তু আধ্যাত্মিকতার জন্য, ধর্মজীবনের পাথেয় লাভের জন্য দৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে কোনও নিয়মানুবর্তিতা পালন করে না । তারা অবশ্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের এরকম নিষ্ঠাকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করে । বলে, "ওদের দেখ কেমন নিষ্ঠা, ওরা সপ্তাহে অন্তত" একদিন উপাসনালয়ে যাবেই ।" বলি, তোমাদের কে বারণ করেছে? তোমরা তোমাদের নিজের নিজের ধর্মস্থানে সপ্তাহে একদিনের জায়গায় দুদিন যাও না কেন? কে বারণ করেছে ধর্মস্থানে গিয়ে ধর্মোপদেশ শুনতে ধর্মাচরণ করতে ধর্মানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে? কার দোহাই দেবে এর জন্য?

হিন্দুদের একটু খতিয়ে দেখা দরকার মন্দিরে যেতে কোন্ কুণ্ঠায় তারা কুণ্ঠিত, কোন্ লজ্জায় তারা লজ্জিত? শুধু তাই নয়, অনেক বাড়িতেই ধর্মকর্মের জন্য পূজা অর্চনার জন্য ঠাকুরের স্থান বলে একটা কোণা হয়তো খুব মুস্কিলে জোটে । কেউ কেউ ঠাকুর দেবতার একটা ফটো সাজিয়ে রাখে মাত্র দেওয়ালে বা শো-কেসে । কেন? ঘরে একটু নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা-পাঠে বাধাটা কোথায়? কে বারণ করেছে? এর জন্যই বা কার দোহাই দেওয়া যাবে? রামপ্রসাদ গান বেঁধেছিলেন– 'দোষ কারও নয় গো মা, আমি স্বখ্যাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ।'

মাঝে মাঝে অনেকের মুখেই একটা ক্ষীণ আক্ষেপ শুনি । সংস্কৃত শিক্ষাকে সরকার তুলে দিয়েছে । এটা খুবই খারাপ করেছে । ঠিক কথা । কিন্তু সরকার কি বারণ করেছে বাড়িতে সংস্কৃত পড়তে? সংস্কৃত পড়লে, লিখলে, বললে বা চর্চা করলে সাজা হবে, এমন কিছু আইন কি হয়েছে দেশে? তা তো হয়নি । তবে কেন প্রত্যেক হিন্দুর নিজের অবশ্য কর্তব্য বলে সংস্কৃত পড়ে না বাড়ীতে, টোলে বা বিদ্যালয়ে? অনেকভাবেই বহু সময় তাদের বৃথা নষ্ট হচ্ছে না কি? সংস্কৃতর প্রতি ভালবাসা থাকলে কখনই তাকে এমন করে পরিত্যাগ করতো না হিন্দুরা ।

সংস্কৃতর সঙ্গে ধর্মের রয়েছে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । সংস্কৃতর সঙ্গে সংস্কৃতিরও রয়েছে খুব ঘনিষ্ঠ যোগ । সংস্কৃত নিয়ে কিছু কিছু মুষ্টিবদ্ধ আন্দোলন অবশ্যই চোখে পড়ে । কিন্তু অন্দোলন, আইন অমান্য, কারাবরণ ইত্যাদিতে শক্তি ও সময় ক্ষয় করার চেয়ে প্রত্যেক হিন্দুর নিয়মমত সংস্কৃত পাঠ কারাটাই ঢের বেশী কাজের হ'ত না কি? এর জন্য তো কোনও পূর্বশর্তও নেই । শুধু বলিষ্ঠ ইচ্ছাটাই যথেষ্ট ।

হিন্দুদের কিন্তু সেই ইচ্ছাশক্তিটাই আজ হয়ে গেছে দুর্বল । কারণ হিসেবে ঘুরে ফিরে সামনে আসে ধর্মনিরপেক্ষতার মোহগ্রস্থ মানসিকতা আর তার পিছনে তাৎক্ষণিক কিছু লাভের লোভ । তাই সব প্রশ্ন এড়িয়ে প্রায় একটাই দোহাই পাড়ে হিন্দুরা । বলে, ওসব কি বলছেন?

আমরা যে ধর্মনিরপেক্ষ ! হিন্দুধর্মের গন্ধ নাকে গেলেই যেন ধর্ম-নিরপেক্ষদের জাত যাবে, প্রায় এমন ভাব । এককালে কিছু অতি গোঁড়া হিন্দু যেমনটি বলতো এবং করতো, এমন ধর্মনিরপেক্ষ নামধারীদের গোঁড়ামিটা প্রায় সেই পর্যায়েই পৌঁছে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না । অভিধান মতে রাষ্ট্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা । কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিই হয়ে যাচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ । ব্যক্তির ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ধর্মবর্জন ধর্মনিরপেক্ষতার চরম পরিণতি ।

দূরদর্শনের অনুষ্ঠানগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন । চোখে পড়বে সেক্যুলার কালচারের ফুটন্ত নমুনা । ডি ডি মেট্রো ইত্যাদি চ্যানেলের উদ্ভট তামাশা দেখলে মনে হয় হিন্দুর নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি বলে আর বুঝি কিছু থাকবে না । আবার দর্শকদের প্রলুব্ধ করার জন্য এঁরা করেছেন আকর্ষণীয় সব পুরস্কারের ব্যবস্থা । অর্থহীন কিছু প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কিছু প্রাইজের প্রলোভন দিয়ে ধরে রাখতে চান দর্শকদের । বোকা বাক্সের সেয়ানা খেলা আজ শিশু তরুণদের মগজ-ধোলাই দারুণভাবেই করে চলেছে অবাধে অম্লান বদনে শঙ্কাহীন চিত্তে । কিম্ভূতকিমাকার কদর্যতা চঞ্চলতা অস্থিরতা ছেয়ে ফেলছে সুকুমার মস্তিষ্ককে । হিন্দুদের নিজস্ব শান্ত দিব্য আনন্দযুক্ত শিল্পচেতনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ক্যামেরা লাইট ইত্যাদির অতিযান্ত্রিক অত্যাচারে । কেউ একটু জোরালো প্রতিবাদের ভাষায় কিছু বলছে না, প্রতিকার করার সামর্থ্য ক'জনেরই বা আছে?

সংস্কৃত বর্জনের পর ক্রমশঃ বর্জিত হচ্ছে সংস্কৃতানুগ শুদ্ধ ভাল হিন্দী ভাষা এবং হিন্দী শব্দ । এখন কদর্য কুরুচিপূর্ণ অশুদ্ধ হিন্দীর ছড়াছড়ি পাবেন সিনেমার কথোপকথনে । একথা তুলছি কারণ, সিনেমা প্রভাবিত করছে দেশের সাধারণ মানুষকে এবং বিশেষ করে তরুণদলকে । শুধু তাই নয়, হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসকে,

সনিষ্ঠ মান্যতাকে, আচার আচরণের ধর্মীয় বিষয়কে, যেভাবে খুশি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা অথবা বৃথা আঘাত করা যেন একটা স্বচ্ছন্দ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বত্র । কখনও এগুলো করা হয় সাবধানে সূক্ষ্মভাবে, কখন খোলাখুলি উৎকটভাবে । কারণ, সবাই জানে হিন্দু প্রতিবাদই করবে না, প্রতিকারের দাবি তো অনেক দূরের কথা । আসলে তথাকথিত হিন্দুরাই যখন এসব করছে, তখন প্রতিবাদ করবে কে? লক্ষ্য করবেন, সিনেমায় যখনই ভণ্ড বা খারাপ সন্ন্যাসী দেখানোর প্লট তৈরী হয়, তখনই সেই সন্ন্যাসীকে দেখানো হয় গৈরিক বেশধারী হিন্দুর সন্ন্যাসীরূপে । হিন্দুদের ধর্মকে কুসংস্কার বলে যথেচ্ছ প্রচারের প্রতিযোগিতাও চলছে ইদানীংকালে । এটাই সিনেমা জগতে এখন কৃতিত্বের প্রথম মাপকাঠি ।

স্কুল কলেজে বা দূরদর্শনে প্রোগ্রামে নানারকম কুইজ অনুষ্ঠিত হয় । সেই কুইজের সিংহভাগ সিনেমা, খেলা, রাজনীতি অথবা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় ভিত্তিক । ধর্ম সেখানে নিতান্তই গৌণ । ধর্ম যেন গুরুত্বের কোন বিষয়ই নয় ভারতবর্ষে ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রিসার্চ হয়, সেখানেও ধর্মের স্পর্শকে বাঁচিয়েই চলা হয় । রিসার্চের বিষয় হবে যতটা সম্ভব ধর্মনিরপেক্ষ । ধর্ম, ধর্মনেতা, অবতার, মহাপুরুষ, শাস্ত্রপুরাণাদি ধর্মগ্রন্থকে যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে অথবা তার ধর্মানুষঙ্গকে পাশ কাটিয়ে রিসার্চ করতে হবে এ্যাকাডেমিক অব্জেক্টিভটুকুকে সামনে রেখে ।

ছেলেরা রোয়াকে বসে নানা আলোচনা করে । আজকাল অবশ্য মায়েরাও শুনছি রোয়াকে বসে নানা ধরণের আলোচনা করে । সেখানেও বিষয় রাজনীতি, খেলা 'আর সিনেমা । এইগুলির সঙ্গে কিছু এর ওর সমালোচনা হয়তো যুক্ত হয়ে যায় । আরও হয়তো কিছু বিষয় এসে পড়ে কিন্তু ধর্ম সেখানেও আলোচ্য বিষয়রূপে শ্রদ্ধার ঠাঁই পায় না ।

সব দেখে একেক সময় মনে হয় হিন্দুধর্মের ঠাঁই নাই আজকের ভারতে । কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা আজ নাস্তিকতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দুদের কাছে । চারুবাকের 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' আজকের দিনের একমাত্র মান্য মন্ত্র রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে । কারণ, ভারতের মহামান্য সরকার বাহাদুর এপথে চলার আদর্শ দেখাচ্ছেন । সাধারণ মানুষও বুঝে নিয়েছে ভোগই সার, যতদিন বাঁচি সুখে বাঁচি, এই শেষ কথা ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর আমলে দেখেছিলেন, এত রকম অত্যাচারের পরও হিন্দুজাতি সবল সতেজ প্রাণবন্তরূপে টিকে আছে তার কারণ, এর প্রাণপাখিটিকে কেউ মারতে পারেনি । তিনি বলেছিলেন, 'আমরা অনেক রাক্ষসীর গল্প শুনিয়াছি । তাহাদের প্রাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের ভিতর থাকিত । যতদিন ঐ পাখিটিকে মারিতে না পারিতেছ, ততদিন সেই রাক্ষসী মরিবে না । জাতি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে । জাতিবিশেষের জীবন কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে থাকে, সেইখানেই সেই জাতির জাতীয়ত্ব, আর, যতদিন না তাহাতে ঘা পড়ে, ততদিন সেই জাতির মৃত্যু নাই ।'

আজ হিন্দুজাতির জাতীয়ত্বরূপী ধর্মে ঘা পড়েছে । আজ যেন সেই প্রাণপাখির গলায় হাত পড়েছে । হিন্দুধর্মরূপী মূল যেন জাতির জীবন থেকে ছিন্ন হতে চলেছে । কারণ, প্রথমে রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থা, তারপর হিন্দুসমাজ ও ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বকে রূপায়িত করে চলেছে নির্বিচারে ও নির্বিকার চিত্তে । ফলে ধর্মরূপী মূল বা শিকড় থেকে যে প্রাণরস সঞ্চারিত হ'ত জাতীয় জীবনের প্রতিটি অঙ্গে, সেইটি ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে । হিন্দুত্বের মহীরূহ কতদিন সবুজ থাকবে?

এই আশঙ্কা আজ জাগছে অনেকের প্রাণে ।

কিন্তু যত ভয়াবহই হোক না কেন, এই অবস্থাও নিশ্চয়ই সাময়িক ।

হিন্দুর ভেতরেই রয়েছে যথেষ্ট প্রতিষেধক শক্তি, যথেষ্ট ইম্যুনিটি । ধর্ম-হীনতার বীজাণু তার অঙ্গে অনুপ্রবেশ করেছে তাকে সে নিঃশেষে উৎখাত করে পুনরুজ্জীবিত হবেই । কারণ, এ তার অন্তর্নিহিত সামর্থ্য । এ সামর্থ্য সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক শক্তির সামর্থ্য । এর প্রকাশ সব অন্ধকারকে বিনষ্ট করতে অচিরেই সক্ষম হবে । এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।

কিন্তু এর জন্য পুরুষকার বা নিষ্ঠাভরা প্রচেষ্টারও প্রয়োজন আছে । প্রথমেই ফিরিয়ে আনতে হবে টগ্‌বগে আত্মবিশ্বাস । নিজের হিন্দু পরিচয়কে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করতে হবে । হিন্দু শব্দটিকে গৌরবের সঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে । সুনিশ্চিত করতে হবে নিজের গুরু ইষ্ট শাস্ত্র । নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে নিজের ধর্ম । এ বিষয়ে বৃথা চক্ষুলজ্জা অবশ্যই পরিত্যজ্য । কে কি বলবে না ভেবে ভাবতে হবে এবং বলতে হবে-লজ্জাটা কার? যে নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম করছে তার? না, যে এখনও করছে না তার?

আসেল সহজগম্য জীবনের হাতছানিতে মুগ্ধ হয়েছে হিন্দুজাতি । একটা যেন জ'রে থাকা ভাব । ভয় এবং লোভের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তামসিক আলস্য ও জড়তা । অথচ ধর্মকে ধরলেই এ সব মুহূর্ত্তের মধ্যে উবে যায় । কারণ, হিন্দুধর্ম মানুষকে ক্লীবত্ব থেকে তুলে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় সম্মুখ সমরে দেবাসুরের রণাঙ্গনে । গীতার প্রবক্তা মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সেই মহামন্ত্র যা পার্থকে বাধ্য করেছিল ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ করে সোজা

উঠে দাঁড়াতে, যুদ্ধ করতে এবং জয়ী হ'তে। তেজ, বীর্য, বল, ওজস্ এবং মন্যুর প্রার্থনা হিন্দু ঋষিরা শিখিয়েছেন।

আজকাল তরুণের দল প্রায় অভিযোগ করে- আমাদের সামনে কোনও আদর্শ নেই। যেদিকেই তাকিয়ে দেখি, চোখে পড়ে ভ্রষ্টাচারের ছড়াছড়ি। কথাটা কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? বয়স্কদের ভাবতে হবে। শিশু তরুণরা বড়দের বা গুরুজনদের দেখেই শেখে। ছোটরা সামনে যা দেখে তাই অনুকরণ করে বা অনুসরণ করে। বয়স্কদের কথার জোরে তারা মানুষ হয় না, চরিত্রের জোরেই হয়। তাই বিশেষ সাবধান। হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরবর্তী প্রজন্মের কিছু উত্তরাধিকার আছে হিন্দুধর্মের আদর্শের। সেটাকে ছিনিয়ে নেবার অধিকার নেই বয়স্কদের। জাতীয় উত্তরাধিকারের সম্পদকে বিনষ্ট করার অধিকার কারোরই নেই। এই ভাবলেই নিজের আচরণবিধি পরিস্কার হয়ে উঠবে নিজের কাছে।

আবার তরুণদেরও বুঝতে হবে জানতে হবে খোলা চোখে খোলা মনে। জানতে হবে শ্রদ্ধাবান্ হয়ে। আদৌ শ্রদ্ধাটি বাদ দিলে তারাও কিন্তু নিমজ্জিত হবে আর এক গহ্বরে। তাদের বিশ্বাস রাখতে হবে নিজের ধর্মের উপর। আদর্শ তো আসবে ধর্ম থেকে। অধর্ম বা ধর্মহীনতা থেকে তো আদর্শ আসবে না। আর ভারতবর্ষ চিরকালই আদর্শের জননী। আদর্শকে আজ হয়তো একটু খুঁজে নিতে হবে চেনার চোখে। আদর্শ নেই, অতএব আমিও ভিড়ে যাবো আদর্শহীনদের দলে–এটা কখনই হৃদয়গ্রাহ্য যুক্তি হ'তে পারে না। দেশটা কার? দেশটা আমার এবং তোমার। এ দেশ আদর্শভ্রষ্টদের সম্পত্তি নয়। এ কথা ভেবে পন্থা নির্ধারণ করতে হবে। নিজেদেরই হয়ে যেতে হবে আদর্শের এক একটি মূর্ত্তরূপ।

দেশকে সামনে রেখেই কর্তব্য ঠিক করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন লোভের একটি সীমা নির্ধারণ এবং ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ধর্মনিষ্ঠ চরিত্রই পারে স্রোতের গতিকে বদলে দিতে। হিন্দুর মধ্যে অন্তর্নিহিত এই চরিত্রশক্তি আজও পুরোদমে বিদ্যমান রয়েছে। চেতনার রাজ্যে আজও হিন্দু ভাস্বর রয়েছে। বিবেকের দৈন্য তাকে গ্রাস করতে পারেনি। তাই জাতি হিসাবে হিন্দুরা এখনও তলিয়ে যায়নি, টিকে আছে।

কিন্তু মহাদুরবস্থাযুক্ত আশঙ্কাময় বর্তমান পরিস্থিতি থেকে পূর্ণ-মর্যাদার আসনে হিন্দুদের উঠে আসতে হবে স্বধর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে। নিজেদের জীবনে গুরু ইষ্ট শাস্ত্র পূজা পাঠ কাজ-কর্ম সবকিছুর মধ্যে আনতে হবে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা বা ডিসিপ্লিন। নিয়মানুবর্তিতার।

মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ বলতেন, 'জাগতিক কর্মের ভেতর সীমা থাকা দরকার–This far and no further. গুরুইষ্টকে সামনে রেখে ভাগবতী বুদ্ধিতে কাজ করাই উচিত। জগতের সত্যিকার কল্যাণ হয় ভগবৎ পথে, ইষ্ট পথে যদি চলা যায়। পবিত্রতা, ত্যাগ এইসবে প্রকৃত কল্যাণ।' তাই মন্দিরে আশ্রমে যাওয়ার জন্যও সময় দিতে হবে। সময় দিতে হবে নিঃস্বার্থ সৎকর্মের জন্য, হিন্দুধর্মের মহৎকর্মপ্রচেষ্টাগুলিকে সাধ্য সামর্থ্য মত অর্থ ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করতে হবে। শুধু আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় ভোগময় জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকলে দেশের বা জগতের বৃহত্তর কাজ কি করে সম্ভব? একথা ভেবে প্রত্যেক হিন্দুকে কিছু সক্রিয় অংশ নিতে হবে জাতিকে গড়ার কাজে।

লোভ, ঈর্ষা এবং আলস্য এই তিনটি নিঃস্বার্থ সৎকর্মের মহাশত্রু। এদের পরিহার করতে হবে দেশের ও জাতির কথা স্মরণে রেখে। ক্ষুদ্রতার গণ্ডী থেকে ভূমার দিকে এগিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের লক্ষ্য। হিন্দুত্বই সেই লক্ষ্যপথের দিশারী। তাই হিন্দুত্বের গৌরববোধ, হিন্দুধর্মনিষ্ঠা, হিন্দু সংস্কৃতির চর্চা এবং হিন্দুজীবন চর্যার উদ্বোধন ও সম্বর্ধন আজ জাতীয় জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

সন্দীপনার চলার পথকে সাবলীল করার জন্য আপনার বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করুন। সেই সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্দীপনার কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

সৎসঙ্গ সংবাদ প্রেরণকারী/ লেখকবৃন্দের প্রতি সবিনয় অনুরোধ-পরিচ্ছন্ন কাগজের একপাশে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

-সম্পাদক

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

মিস্ শিমার–কেউ যদি গুরুগ্রহণ না ক'রে অন্তরে ভগবান সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করে, তার কি আর গুরুগ্রহণের প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর–কেউ যদি অন্তরে ভগবানের অনুভূতি লাভ-করে, তাহ'লে বুঝতে হবে যে সে pure soul (পবিত্র-আত্মা), তাই call of God (ভগবানের ডাক) feel (অনুভব) করতে পেরেছে। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে সঠিক পথ ও সদ্গুরলাভের আশা ও সম্ভাবনা তার সমধিক। সাময়িক অনুভবের বিশেষ মূল্য থাকে না যদি চরিত্রের রূপান্তর না হয়। **সদ্গুরুর ভাবে ও প্রেমে দীর্ঘদিন অবিচ্ছিন্ন ও সক্রিয়ভাবে ম'জে থাকতে-থাকতে তবে গিয়ে চরিত্র তাঁর-ভাবে রঞ্জিত হয়। নিষ্ঠা অক্ষুণ্ন থাকলে তখন বেচালে পা পড়ে কমই।** ঐ অবস্থায়ও গুরুমুখিতা ক'মে গিয়ে অহংমুখিতা প্রবল হ'লে পতন ঘটতে পারে যে-কোন মুহূর্ত্তে। তাই **জীবন্ত গুরুতে আত্মসমর্পণ চাই-ই, নইলে অহং-এর চৌহর্দ্দি পার হওয়া দুষ্কর।** আর, তা' পার না হ'লে পরমপিতা আমাদের ভিতর তাঁর আসন গাড়ার জায়গা পান না। একটা অতিসুন্দর গল্প আছে এই বিষয়ে। ধ্রুবের ডাকে ভগবান্ তাকে দেখা দেবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু ধ্রুব দীক্ষিত নয়, তাই তাকে দেখা দিতে পারছেন না। শেষটা ভগবান উপযুক্ত গুরু জুটিয়ে দিয়ে ধ্রুবের দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং তারপরে দর্শন দিলেন তাকে। তার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ যত সময় দেহধারী গুরুর কাছে মাথা না মোড়ে, তত সময় তার আত্মাভিমান যায় না। আর, ঐটি বড় হ'য়ে থাকলে ভগবান সেখানে পাত্তা পান না। ভগবান যীশু তাই বলেছেন, 'None can come to the Father but thrugh me.' (আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে আসতে পারে না)। আবার; শিষ্যদের এমনতর কথাও বলেছেন, 'You have been so long with me and you do not know the Father.' (তোমরা আমার সঙ্গে এতদিন সঙ্গ করেছ, অথচ তোমরা পিতাকে জান না)। অর্থাৎ, তাঁকে জানলেই পরমপিতাকে জানা হয়, তাঁকে পেলেই পরমপিতাকে পাওয়া হয়। আর, তাঁকে বাদ দিয়ে যত যাই করা হোক, তাতে পরমপিতাকে জানাও হয় না, পাওয়াও হয় ন।

মিস্ শিমার–তাঁকে পাওয়া মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর–আমাদের নিষ্ঠাকে অবলম্বন করে যখন তাঁর চলন আমাদের সব সময়ের জন্য পেয়ে বসে এবং কিছুতেই না ছাড়ে তখনই হয় তাঁকে পাওয়া। আদৎ কথা, তিনিই সব সময় খুঁজছেন আমাদের, কিন্তু আমরা otherwise enchanted ও engaged (অন্যথা মুগ্ধ ও ব্যাপৃত) ব'লে তিনি আমাদের ধরতে পারছেন না। যখন আমরা তাঁর কাছে ধরা দিই, তিনি যখন আমাদের পান অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের সব will ও energy (ইচ্ছা ও উৎসাহ) নিয়ে তাঁর কাছে available (সহজপ্রাপ্য) হই, তাঁর দ্বারা guided, moulded ও used (পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবহৃত) হওয়াটাকেই জীবনের পরম সুখ ও স্বার্থকতা ব'লে বিবেচনা করি তখন থেকেই তাঁকে পাওয়া শুরু হয়। আর, এ পাওয়ার অন্ত নেই। যতখানি আমরা তাঁর হই এবং তাঁর হ'য়ে উঠতে গিয়ে যে কষ্ট তা' সানন্দে বরণ ক'রে নিই–আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না রেখে,–ততখানি আমরা তাঁকে পাই। **তাঁকে ভালবাসতে গিয়ে তনু-মন-ধন যে যত উজাড় ক'রে দিতে পারে–অহঙ্কার ও প্রত্যাশার বালাই না রেখে,–ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তত তাকে দশদিক থেকে ঘিরে ধরে।** তাঁকে পেলে তাঁর সঙ্গে মানুষের সব আসে।

মিস্ শিমার–দেহ নিয়ে মানুষ কি নিরাকার ঈশ্বরকে দেখতে পায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর–তা' পারে, কিন্তু সাকারকে অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হ'তে হয়। অসীম, অনন্ত বলতে আমি বুঝি–the unbounded finite (সীমাহীন সসীম)। ব্যক্তকে বাদ দিয়ে অব্যক্তকে লাভ করা আদৌ সম্ভব কিনা জানি না, সম্ভব হ'লেও সুদুষ্কর।

হাউজারম্যান-দার মা–তা'হলে জীবন্ত গুরুর ব্যক্তি-গত সান্নিধ্য একান্তই প্রয়োজন?

শ্রীশ্রীঠাকুর–হ্যাঁ! তাঁর নির্দ্দেশ মত যদি আমরা অনুশীলন করি, তবে সেই অনুশীলন আমাদের সবদিক দিয়েই বাড়িয়ে তোলে। প্রত্যেকের ভিতর যে কি বিরাট বিকাশ ও বড়ত্বের সম্ভাবনা আছে তা' সে প্রবৃত্তিপরিবৃত ক্ষুদ্রতায় আচ্ছন্ন থাকার দরুণ টের পায় না। Ambition (গর্ব্বেপ্সা) তা'কে যে বড় হওয়ায় স্বপ্ন দেখায় তাও তাকে বাস্তবে narrow, mean ও self-centric (সংকীর্ণ, নীচ ও আত্মকেন্দ্রিক) ক'রে তোলে। সদ্গুরু জানেন প্রত্যেকের destined goal (নির্দ্ধারিত লক্ষ্য) কী এবং সেই পথেই তাকে পরিচালনা করেন। তাই নিজের খেয়াল-খুশীকে বিসর্জ্জন দিয়ে নির্ব্বিচারে তাঁকে অনুসরণ করতে হয়। সদ্গুরু লাভ করার পর যদি কারও সাময়িক স্খলন-পতনও হয়, তা'হলেও তার সম্বন্ধে হতাশ হবার কিছুই নেই। সে যদি একদিনও তাঁকে ভালবেসে থাকে, ঐ ভালবাসার স্মৃতি তার মনে অনুতাপের তুষানল জ্বালিয়ে তাকে আত্মশুদ্ধি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে

পরিচালিত করবে । যদিও দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে পিটার একসময় যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন, তাহ'লেও যীশুর সঙ্গে তাঁর সংশ্রব ছিল বলেই যীশুর মৃত্যুর পর তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হ'য়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিলেন । তাই আজও তিনি Saint Peter (সাধু পিটার) ব'লে গণ্য হন । কিন্তু betrayal-gev (বিশ্বাসঘাতকতার) মত পাপ নেই । তাই জুডাস্ চিরধিক্কৃত মনুষ্য সমাজে ।

হাউজারম্যান-দার মা–আমরা অনেকে যীশুকে ভালবাসি বলি কিন্তু আমাদের আচরণ তাঁর নীতিকে উলঙ্ঘন ক'রে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে । সেই দিক দিয়ে আমরাও জুডাসের থেকে কম বিশ্বাসঘাতক নই যীশুর প্রতি ।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণ কণ্ঠে ছলছল নেত্রে বললেন–**সেদিন যেমন যীশু** crucified **(ক্রুশবিদ্ধ) হয়েছিলেন, আজকের দিনেও সেই যীশু তেমনি ক'রে** crucified **(ক্রুশবিদ্ধ) হয়ে চলেছেন মানুষের হাতে** । এই পাপের নিবৃত্তি না হ'লে মানুষের নিস্তার নেই । নিস্তারের একমাত্র পথ হ'লো মূর্ত্ত ত্রাতা যিনি তাঁকে sincerely follow করা (অকপটভাবে অনুসরণ করা) । তাহ'লে আমাদের ভুলত্রুটিগুলি ধীরেধীরে শুধরে যাবে । ঠিক পথে চলতে শুরু না করলে, ভুলপথে চলার অভ্যাস আরো মজ্জাগত হবে এবং তার chain reaction (শ্রেণীবদ্ধ প্রতিক্রিয়া) চলতে থাকবে ।

হাউজারম্যান-দার মা–অন্যের দোষ দেখে তার প্রতি কঠোর হওয়া এবং নিজের দোষ না দেখা বা দেখেও তা' উপেক্ষা করা–এইটেই যেন সাধারণ মানুষের স্বভাবগত ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–ঠিক কথা ।

হাউজারম্যান-দার মা–পিটারের সাধনজীবনের উন্নতি আমাদের উৎসাহিত ও আশায়িত করে, কিন্তু তাঁর পতন এই শিক্ষা দেয় যে আমরা যেন সাবধান থাকি এবং কোন অগ্নি-পরীক্ষার মুহূর্ত্তে প্রভুকে যেন পরিত্যাগ বা অস্বীকার না করি ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–তাঁকে first and foremost (প্রথম ও প্রধান) ক'রে চলাই–মানুষের মত চলা । **তাঁকে** secondary **(গৌণ) ক'রে চলা মানে প্রেতজীবন বা পশু জীবন বরণ ক'রে চলা** । একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন–মেরী ম্যাগডিলিনী সম্বন্ধে লোকের কি ধারণা তা' আমি জানি না । কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর মত ভক্ত বিরল । তাঁকে Mother of Chrstianity (খ্রীষ্টধর্ম্মের মাতা) বললেও অত্যুক্তি হয় না । যীশুর crucification-এর (ক্রুশারোহণের) পর ভক্তবৃন্দ যখন তব গা-ঢাকা দিয়েছিলেন, তখন তিনিই কিন্তু যীশুর প্রেমে পাগল হ'য়ে জীবনের মায়া তুচ্ছ ক'রে যীশুর সন্ধানে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন, সে কি ব্যাকুল অনুসন্ধান! মুখে যীশুর কথা আর দুটি তৃষিত চোখে যীশুর অন্বেষণ । পথে প্রান্তরে, ঝোপে-জঙ্গলে, গুহায়-বন্দরে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, পাথরের কোণে সর্ব্বত্র তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছেন । সেই সন্ত্রাসের রাজ্যে ভক্তদের ভেঙ্গেপড়া মনোবল পুনরায় জাগিয়ে তুলেছেন তিনি । তাঁর কোন তুলনা হয় না । তাঁর কথা কইতে গেলে আমার কেমন একটা emotion (আবেগ) জাগে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে । (শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতের দিকে চোখ পড়তেই দেখা গেল–তাঁর হাতের লোমগুলি খাড়া হ'য়ে আছে ।)

প্রমথ দে–যোগের সহজ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর–**যোগ মানে ভালবাসা** । কারও উপর ভালবাসা জন্মালে তার চিন্তা মনে লেগেই থাকে । ভাবি, কিসে তার ভাল হবে, কেমন ক'রে সে সুখী হ'বে, loving active effort-ও (ভালবাসাময় সক্রিয় চেষ্টাও) লেগে থাকে । **ভাবায়, করায়, বলায় তাকে নিয়ে জড়িয়ে পড়ি । একেই বলে যোগ** । স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে আমরা যেভাবে জড়িয়ে পড়ি, ভগবানকে নিয়ে, ইষ্টকে নিয়ে ঐভাবে জড়িয়ে পড়তে পারলেই কাম ফরসা । তখন আর কসরত করা লাগে না । তাঁর জন্য ভাবা, করা, বলা, spontaneous (স্বতঃ) হ'য়ে ওঠে । তার থেকে আসে knowledge (জ্ঞান), knowledge (জ্ঞান) থেকে হয় exprience-অভিজ্ঞতা, exprience-অভিজ্ঞতা থেকে হয় wisdom (প্রজ্ঞা) । এমনি ক'রে power (শক্তি) বাড়ে ability (সামর্থ্য) বাড়ে, prosperity (ঐশ্বর্য্য) বাড়ে । সে চায় না, অমনি বাড়ে । **"উষা-নিশায় মন্ত্র সাধন চলা ফেরায় জপ । যথাসময় ইষ্টনিদেশ মূর্ত্ত করাই তপ ।" এই কটা জিনিষ অভ্যাসে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে পারলে তাঁর সঙ্গে কখনও যোগহারা হ'তে হয় না** । এতে সবদিক দিয়ে বাঁচোয়া সর্ব্বক্ষণ সব কাজের ভিতর তাকে নিয়ে engaged (ব্যাপ্ত) থাকতে পারলে, প্রবৃত্তি আর আমাদের নাগাল পায় না, নাস্তানাবুদ করতে পারে না । তা'তে কর্ম্মসাফল্য অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে । কারণ কাজের পথে প্রবৃত্তি যে বাধা ও চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করে এবং তা' অতিক্রম ক'রতে গিয়ে যে শক্তি ও চেষ্টা লাগে, তা' যদি অনেকখানি বেঁচে যায়, তবে তা' কাজে লাগান যায়–কাজের পথে বাইরে থেকে যে-সব বাধা ও বিক্ষেপ আসে সেগুলি অতিক্রম করার ব্যাপারে । এতে কম সময়, শক্তি ও চেষ্টায় বেশী কাজ successfully (কৃতকার্য্যতা সহকারে) করা যায় । এমনি ক'রে কাজে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা বাড়ে । তাই বলে যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ । আদৎ কথা, **ইষ্টকে মুখ্য ক'রে চললে, বললে, করলে ইষ্টেরটাও হয় এবং পাওনা হিসাবে নিজেরটাও সুষ্ঠু-ভাবে হয়** । নিজেকে মুখ্য ক'রে চললে, বললে, করলে লাভ যতখানি হয়, তার চাইতে লোকসান

হয় বেশী । যে-পরিবেশ মানুষের আপন না হ'য়ে পর হ'তে থাকে । তার জমায়েত ফল একদিন ফলেই ।

প্রশ্ন–ইষ্টকাজে বার-বার বাধা পেলে মানুষ তো ব'সে পড়তে পারে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–তাঁকে ভাল যে বাসে, সে ব'সে পড়ে না । চেষ্টা ক'রে পারে । পারলাম না । ব'সে পড়লাম, তার মানে ego (অহং) satisfied (সন্তুষ্ট) হয়নি । তাই ক্ষান্ত দিলাম । বাইরের বাধা তো বড় বাধা নয়, বড় বাধা বাসা বেঁধে থাকে যার-যার নিজের ভিতরে, মানবড়াই, অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, আত্মস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠারবুদ্ধি, লোকলজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, দুর্ব্বলতা, অসহিষ্ণুতা, কষ্টের জন্য রাজী না-থাকা ইত্যাদি কত রকমারি বাধাই যে ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকে, তা' পরিস্থিতির চাপের মধ্যে না পড়লে বোঝা যায় না । ইষ্টটানের ফলে ঐগুলি যাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যায়, ওগুলি যাদের উত্যক্ত করতে পারে না, তাদের অসম্ভব ক্ষমতা হয় । তাকে বলে যোগবিভূতি । বিভূতি মানে বিশেষরূপে হওয়া । প্রবৃত্তিভেদী টান নিয়ে যারা ইষ্টের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে, তারা মহাশক্তির আধার হ'য়ে ওঠে, অথচ তাদের তিলমাত্র অহঙ্কার থাকে না । তাদের অহঙ্কারে আঘাত দিলে, তারা তা'তে ভ্রুক্ষেপও করে না, কিন্তু ইষ্টকে এতটুকু কটাক্ষ করলেও, তারা তা' বরদাস্ত করে না । তাদের ego ও interest-এর (অহং ও স্বার্থের) অবলম্বনই হ'লেন ইষ্ট ।

প্রশ্ন–মানুষ এই ভাবে চলে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর–Due to self-centric habit (আত্মস্বার্থী অভ্যাসের দরুণ) মানুষ foolishly (বেকুবের মত) চলে । অভ্যস্ত চলনে তার এমনতরই নেশা, যে সেটা খারাপ বুঝলেও ছাড়তে চায় না । যেন-তেন প্রকারেণ ইষ্টনেশা ও যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পালনের নেশায় মজিয়ে দিতে হয় মানুষকে । এই যারা করে, তারাই মানুষের প্রকৃত বান্ধব । তবে ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠার অছিলায় যারা আত্মস্বার্থ; আত্মপ্রতিষ্ঠার ধান্ধা নিয়ে চলে তারা হতভাগা । এদের কপটতা মানুষের কাছে ধরা পড়তে দেরী লাগে না । তাই, তারা শুধু নিজেদের ক্ষতি করে না, সমাজেরও ক্ষতি করে । **ধর্ম্মযাজকেরা যদি প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগী না হ'য়ে স্বার্থান্ধ মতলববাজ হয়, তবে তাদের যাজন শেষ পর্য্যন্ত মানুষকে ধর্ম্মবিদ্বেষী ক'রে তুলতেই সাহায্য করে** । তবে যাদের মধ্যে কপটতা না থাকে, যারা সর্ব্বদা নিজেদের শাসন ও সংশোধন ক'রে চলে, তাদের ভুলত্রুটি থাকলেও, তার দরুণ লোকের বেশী ক্ষতি হয় না এবং তারা নিজেরাও ধীরে-ধীরে পরিশুদ্ধ হ'য়ে ওঠে ।

প্রশ্ন–অনেকে বড় হয় । কিন্তু তাদের পিছনে তো কোন জীবন্ত আদর্শ দেখা যায় না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–কার পেছনে কে আছেন, আমরা বাইরে থেকে কি ক'রে জানব? তবে সাধারণ বড় বড়ও নয় । কেউ কেউ অহং-এর তাড়নায় অন্যকে দাবিয়ে খাটো ক'রে রেখে নিজে খেটেপিটে কিছুটা ঠেলে ওঠেন শেষ পর্য্যন্ত তাদের জীবন হাউইয়ের মত, আলোর বিপুল ঝরার মত তাদের পতন অনিবার্য্য । আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয়, তারা শক্তির দম্ভে সৎ-লোককে অবমাননা করতে শুরু করে । চাটুকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না । বহুলোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, আর তাই-ই হয় তাদের কাল । অন্ততঃ লোক অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না । রামকৃষ্ণদেব, চৈতন্যদেব, কতদিন হ'লো গত হয়েছেন কিন্তু they are increasing day by day (তাঁরা দিনের পর দিন বেড়ে উঠেছেন) । গিরীশ ঘোষ আর দ্বিতীয়টা হ'লো না । **বিধির বিদান চিরতরে জারী হয়ে আছে যে যারা অহং-এর ওপর দাঁড়াবে তারা যতই দক্ষ হোক শেষ পর্যন্ত তলিয়ে যাবে । আর, যারা আদর্শের জন্য অহংকে যতটা উৎসর্গ করবে–বাস্তব সেবা ও সক্রিয়তায়,–তারা ততটা স্থায়ীভাবে টিকে থাকবে অন্ততঃ লোকমনে । এ বিধানের কোনদিন নড়চড় হবে না** । কালের কাছে কোন চালাকী টেকে না ।

প্রশ্ন–যদি ভগবানে বিশ্বাস রাখি এবং তাঁকে ডাকি, তা'হলেই তো হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর–আকাশের ভগবানকে আমরা বোধ করতে পারি না । তিনি ভাল কাজেও উৎসাহ দেন না, মন্দ-কাজেও বাধা দেন না । বিগ্রহের সামনে প্রণাম ক'রে যদি কেউ চুরি করতে যায়, বিগ্রহ ডেকে বলেন না–'সেকি! তুই চুরি করবি কেন!' জীবন্ত আচার্য্য বা গুরু লাগেই । তা' ছাড়া adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয় না । গুরুপূজা বাদ দিয়ে তাই কোন পূজা হয় না । শাস্ত্রে বলে সর্ব্বদেবময় গুরুঃ ।

প্রশ্ন–স্রষ্টা তো অসীম!

শ্রীশ্রীঠাকুর–অসীম সসীম আগে কও কেন? ভাতের আগে ফেন গাল কেন? আচার্য্য বা সদ্‌গুরুকে ধর । তাঁর নির্দ্দেশমত কর, চল । করার ভিতর-দিয়ে হও । ক'রে হওয়ার ভিতর-দিয়ে বোধ হয়, তাকে বলে অনুভূতি বা উপলব্ধি । গীতায় আছে একভক্তির্বিশিষ্যতে **তাই আচার্য্যে একাগ্র নিষ্ঠা চাই । শরীর, মন ও আত্মা–এই তিনই একাযোগে লাগাতে হয় তাঁর সেবায়, তাঁর ইচ্ছার পরিপূরণে । নইলে একভক্তি হয় না, খাক্‌তি থেকে যায় । ভক্ত মানে ইষ্টার্থে অক্লান্ত কর্ম্মী, এবং তা যথাসম্ভব সত্তার সবখানি নিয়ে, সব দিক দিয়ে ।**

আত্মস্মৃতি
নিজ জীবন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর

(পূর্ব প্রকাশের পর)

অসৎ নিরোধ

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাসুতে আছেন। ঊনিশতম ঋত্বিক-অধিবেশন। নানান জিনিসপত্র নিয়ে বিভিন্ন স্থান হ'তে দাদা মায়েরা এসেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে সকলের কুশল প্রশ্নাদি করছেন। .....আনন্দ আর ধরে না, সকলেই পরস্পর পরস্পরের খোঁজ খবর নিচ্ছেন, জয়গুরু বলে সম্ভাষণাদি করছেন। কোলকাতা থেকে যারা এসেছেন তাঁদের সবার মুখেই এককথা– পরিবারবর্গকে নিরাপদে রাখা যায় কোথায়?

প্রশ্ন–ঠাকুর! আপনি একবার বলেছেন অসৎ-নিরোধের কথা, আবার বলছেন বাহ্যিক শাসন, পীড়ন বা ভীতিপ্রদর্শনে কিছু হবে না,...অসৎ নিরোধের নানা কৌশল আছে, বিরোধ না করে নিরোধ করার কথা, ভালবাসা দিয়ে সব করতে হবে– এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর–অসৎ নিরোধ মানে, শুধু বাইরে থেকে ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রাখা নয়, তাতে ভেতরের evil provensity (অসৎ-প্রবৃত্তি) গুলি সাময়িক supressed (নিরুদ্ধ) হ'য়ে থেকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ খুঁজতে থাকে, পরে আরও উগ্র, জটিল বা কুটিল রুপ নেয়। .... পাপের প্রতি থাকবে ঘৃণা কিন্তু যে ব্যক্তিকে পাপ আক্রমণ করেছে তার প্রতি থাকবে সমবেদনা। অসৎ নিরোধের প্রধান জিনিষ হলো moral courage (সৎ-সাহস), uncompromising attitude (আপোষরফাহীন মনোবৃত্তি) ও পরাক্রম, subdued with love, (ভালবাসায় সিক্ত)। তাই অসৎ নিরোধ করতে গেলে self-control (আত্মসংযম) চাই। তেজ ও ক্রোধ কিন্তু এক জিনিষ নয়।.....

....এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ববর্ণিত চোরের চুরি করার অভ্যাস কি ভাবে ছাড়ালেন- বৈকুণ্ঠপুরের বলবৎ রোগীর ব্যাপারে কি ভাবে বকা দিয়ে তাদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করলেন–হুবহু বর্ণনা দিয়ে বললেন–

....হেম কবি (হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন) তো এতো বড় মাতাল ছিল, আমি কিন্তু তাকে কোনদিন মদ ছাড়তে বলিনি। নিজে হাতে মদ খেতে দিয়েছি কত। মাঝে মাঝে আক্ষেপ ক'রে বলত–ঠাকুর! আমি কি মদ ছাড়তে পারব না, এমন বিশ্রি নেশা! আমি বলতাম, আপনার মদ ছাড়া লাগবে না, মদই আপনাকে ছেড়ে যাবে। জানতাম ছাড়তে বললে আরো রোখ বেড়ে যাবে, তাই কখনও ছাড়তে বলিনি। কিন্তু পরে নাকি বলত–মদ খেলে মাথাটা কেমন হ'য়ে যায়, ঠাকুরের এমন মধুর কথা তা' আর উপভোগ করতে পারি না, ও ছাই খাবো না। শেষটা মদ আর খেত না।

তাই অবাঞ্ছনীয় যা তার নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণের নানারকম কৌশল আছে। গোড়ায় চাই দরদ ও মঙ্গলবোধ। আবার এ জায়গায়ও আছে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী বিনিয়োগ। [আঃ প্রঃ ৪র্থ খণ্ড)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছনে আশ্রম প্রাঙ্গণে বাবলাতলার বেঞ্চিতে উপবিষ্ট। ক্রমে ক্রমে লোক জমতে লাগল। কাজকর্ম্মে ..... ঔদাসীন্য ও গাফিলতির দরুণ কাজ আশানুরুপ হয়নি–জনৈক ভক্তের উক্ত কথার উত্তরে ললিতগম্ভীর ভঙ্গীতে শ্রীশ্রীঠাকুর–আমরা principle-এ (আদর্শ) যদি খুব strong হই–তা'লে.....বরং পারিপার্শ্বিক আমাদের কাছে yield (বশ্যতা স্বীকার) করে। আমি আর বীরুদা (রায়) একদিন একসঙ্গে যাচ্ছি–বীরুদা কিছুদূর গিয়ে tired (ক্লান্তি) হ'য়ে ব'সে পড়ল–আমি তার জন্য wait (অপেক্ষা) না করে সোজা হাটতে লাগলাম, বীরুদাও উপায়ান্তর না দেখে হাঁটতে শুরু করল। তাই ঢিলেমী বা গাফিলতিকে প্রশ্রয় দিতে নেই। .....

.....কাজের বাধাবিঘ্ন থাকলেও ঘাবড়ে যেতে নেই। আমাকে একবার কুষ্টিয়ার D.S.P ডেকে নিয়ে বললেন–

তোমার কাছে সকল রকম লোককে আসতে দিতে পারবে না।নানারকম ভয় দেখালেন কিন্তু আমি বললাম–আমি কাউকে বারণ করতে পারব না, আর আপনারও এমন কথা বলা উচিত নয়। পরে তিনিই দুবেলা আসতেন, দু'বেলা না হ'লেও এক বেলা তো আসতেনই। ঐ রকম হয়। আগে যখন কথাবার্ত্তা বলতাম, আলাপ আলোচনা, করতাম, কত spy (গুপ্তচর) আসত, সব টুকে নিত। একটা বাক্স তৈরী করেছিলাম, steamer-এর passenger (স্টিমারের যাত্রী)-দের কাছ থেকে ভিক্ষা করা হ'ত–সেই টাকা দিয়ে

কতজনকে সাহায্য করতাম–কত spy (গুপ্তচর)-দের পর্য্যন্ত তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করেছি.....তারাই আবার লাগত, আমি বুঝতাম সব, তবু দিতাম ।

প্রশ্ন–তাতে তাদের ক্ষতিই করা হ'তো ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–আমি ভাবতাম, ওদের যদি না দেখি,–ওরা বাঁচবে না । রোগী যে কুপথ্য করে, সে কি আর বুঝে করে ? ব্যাধিতে করায় । তাদের সেই রকম । আমি ভাবতাম–বেঁচে তো থাক, বেঁচে থাকলে আস্তে আস্তে correction (সংশোধন) হবে । পথ খোলা থাকবে,–যদি সাবাড়ই হয়ে যায় তাহ'লে তো কোন আশাই থাকে না ।

২৮শে মাঘ, সোমবার, (ইং ১১/৮/৪৬

শীতের সন্ধা । শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুর, মাতৃ মন্দিরের বারান্দার চৌকীতে উপবিষ্ট । সর্ব্বশ্রী শরৎচন্দ্র হালদার, প্রমথনাথ দে, ভোলানাথ সরকার, কেদারনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ মনীষী ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত । পরোপকার, আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঢিলেমি; তপোবন বিদ্যালয়ের প্রসারতার জন্য আশু প্রয়োজন– তাবিজ কবচ ধারণের সার্থকতা–ইত্যাকার কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে বলতে–বলে চললেন–মানুষ সব সময়ই একটা আশ্রয় খোঁজে । মাকে খুব ভাল বাসতাম । মা হুজুর মহারাজের কথা খুব বলতেন, তাই হুজুর মহারাজের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল । কেউ মারলে তাঁর ছবির কাছে যেয়ে প্রার্থনা করতাম । যে মেরেছে তার কোন ক্ষতি হোক, চাইতাম না, কিন্তু আমি যে বেদনা পেয়েছি সেকথা তাঁকে জানাতাম । এমনতরভাবে জানিয়ে মনে একটা শান্তি পেতাম । বয়সের সাথে সাথে মেয়েদের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম । একবার পর পর তিন রাত এক পরমা রুপসীর স্বপ্ন দেখি । জায়গা যেন নবদ্বীপ–সেখানে একটা দোতলা ঘর, ঘরের মধ্যে আলো জ্বল জ্বল করছে । মেয়েটির শরীর থেকে যেন রুপ-যৌবনের বন্যা বয়ে যাচ্ছে । চর্ম্ম চক্ষুতে অমন পাগলকরা রুপ আমি কখনও দেখিনি । আমাকে কাবেজে আনবার জন্য কত ছলা-কলা, হাব-ভাব ভঙ্গীমা বিস্তার করতে লাগল । চোখে মুখে আত্মনিবেদন । আমাকে যত মোহিত করে, আমি তত বলি–আমি পরমপিতা ছাড়া কিছু চাই নাই । সে আবার বলে–আমাকে ভালবাসো, আমি সব দেব পরমপিতাকে দিয়ে কী হবে? আমি তখন রুখে দাঁড়াই বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তীব্র আকর্ষণ বোধ করি । তা সত্ত্বেও জোর ক'রে আত্মসংবরণ করি । পর পর তিনরাত্রি একই স্বপ্ন আমাকে আকুল ক'রে তুললো । শেষের দিন আমার অবস্থা কাহিল, আমি যেন নিজেকে সামলাতে পারি না । তবু মনের রোধ আছে–কিছুতেই আত্মসমর্পণ করব না । ভিতরে যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে আমাকে ভেঙ্গে ফেলতে যাচ্ছে । এমন সময় মায়ের আবির্ভাব হ'লো । মায়ের কপাল থেকে যেন একটা আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগল, মা ধমক দিয়ে বললেন–নাম করতে পার না? তখনই আমি নাম করতে শুরু করলাম । মা'র ঐ মূর্ত্তি দেখে মেয়েটা যেন কর্পূরের মত উবে গেল । ঐ রকম একটা আশ্রয় না থাকলে প্রলোভন ও দুঃখ বিপদের সময় অক্ষত থাকা কঠিন হ'য়ে পড়ে । সন্তগুরুর প্রতি অনুরাগ নিয়ে সর্ব্বাবস্থায় নাম করার অভ্যাস করতে হয় । ওতে অনেক রেহাই পাওয়া যায় । [আঃ প্রঃ ৭ম খণ্ড)

বহু বৎসর পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘরে যতি আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট! ঋত্বিগাচার্য্য কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টচার্য্য আলোচনার সূত্র ধরে জিজ্ঞাসা করলেন–সাধনার পথে আত্মভয়ের প্রচণ্ড বাধা হল কাম ও অহংকার । বুদ্ধদেব-এর নাকি এই কামজয়ী হ'তে বহু জন্ম লেগেছিল । শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাকি বলতেন–সব রিপু জয় সাধ্য কিন্তু অহংভাব কিছুতেই যেতে চয়ে না । আপনি সাধন জগতের অসংখ্য বিচিত্র ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন–কিন্তু আপনার দুর্গম সাধনপথে কাম বা অহংকারের বাধায় কীভাবে জয়ী হ'লেন–সেই প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা তো কিছু দিলেন না?-তদুত্তরে–তাই নাকি?–বলেই শ্রীশ্রীঠাকুর উপরোক্ত কামজয়ের ঘটনা হুবহু বলে গেলেন । বার বার ক'রে কৃষ্ণপ্রসন্নদাকে বলেছিলেন,–সে যে কী রুপ! আপনি তার বুড়ো আঙ্গুলের নখ দেখেই কাত হ'য়ে যেতেন । "তখনকার এক একটা মূহুর্ত্তকে মনে হচ্ছিল যেন এক একটা যুগ!!"

২৩শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৫১ সাল (ইং ৭/৩/৪৫)

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাঁধের ধারে চৌকিতে উপবিষ্ট! ঋত্বিগাচার্য্য কেষ্টদা একখানা মনোবিজ্ঞানের বই পড়ছেন, তাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বহু কথা আছে । কেষ্টদা গল্পচ্ছলে সেইসব কথা শোনাচ্ছেন ।

প্রশ্ন–লেখক বলেছেন, শুধু বাহ্যিক আচরণ দেখে মানুষের চরিত্র বোঝা যায় না, কোন্ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে কে চলছে, তাই দিয়েই তার চরিত্র বোঝা যায় ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–একথা ঠিকই । একজন হয়তো তার দুষ্ট মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্য খুব ভাল ব্যবহার এবং চাল চলন নিয়ে চলে, আর একজন হয়তো তার মাতা পিতা বা শ্রেষ্ঠের জন্য চুরি ডাকাতি করে । এর মধ্যে দ্বিতীয় জন সৎ-এর সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি বদলে যেতে পারে । যেমন হয়েছিল

রত্নাকরের । কিন্তু প্রথমজনের পরিবর্ত্তন হওয়া সুদুস্কর, কারণ সে কপট । সৎ হ'তে চায় না সে, সততার ভান ক'রে অসৎ চরিত্র কায়েম রাখতে চায় । শুনেছি নওগাঁয় এক বৈষ্ণব ছিল, তার মতলব ছিল গঙ্গা বলে একটা মেয়েছেলেকে বাগানো । গঙ্গাকে যেই দেখতো, অমনি সে বুদ্ধি ক'রে কৃষ্ণনাম শুরু ক'রে দিত । ভক্তির উচ্ছ্বাস তার উথলে উঠতো (ভাবভঙ্গী সহকারে দেখালেন–উপস্থিত সবার মধ্যে হাসির রোল উঠে গেল) । গঙ্গাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত–যাকে দেখা মাত্র কৃষ্ণনাম ফুরিত হয়, সে যে-সে ব্যক্তি নয় । কৃষ্ণের অশেষ কৃপা না হ'লে এমনতর ভক্তের দর্শন মেলে না । গঙ্গা তো এই সব কথায় একেবারে গলে গেল । বৈষ্ণব আসে যায়, তারও ভাল লাগে । শেষটা বৈষ্ণব তাকে নিয়ে একদিন ভেগে পড়ল । অবশ্য যারা এইসব খপ্পরে পড়ে, তাদেরও গলদ আছে ।.....ভিতরে ভণ্ডামি থাকলে অন্যের ভণ্ডামিকে ভণ্ডামি ব'লে ধরতে পারে না, কিংবা বুঝেও বুঝতে চায় না–সায় দিয়ে চলে ।..... [আঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড]

ঐ দিন (১৫ই চৈত্র, রবিবার), শ্রদ্ধেয় শরৎ হালদার দা একটু আক্ষেপের সুরে জানালেন যে নিজেদের স্বীকৃতি নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশিত সময়ের মধ্যে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হয় না,– তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর–খাকতি আর কোথাও নেই, খাকতি আছে স্বীকার অর্থাৎ আপনার ক'রে নেওয়ার । আমার ইচ্ছাটাকে যদি আপনার ইচ্ছা করে নেন, ঐ যদি আপনার একমাত্র ইচ্ছা, চাহিদা ও বিলাস হয় তাহলে দেখবেন কেমন করে কি হবে তা ঠাহর পাবে না ।

....আপনাদের নিজেদের স্বতন্ত্র স্বার্থ-ইচ্ছা ও চাহিদার ধান্ধা যতখানি থাকে, পরমপিতার কাজে তকখানি বাধা পড়ে । প্রবৃত্তি অতোখানি গিলে ফেলে । চোখের সামনেটা যদি আঙ্গুল ধ'রে আটকে দেন (নিজের) দুটি চোখের সামনে (নিজের) দুটি আঙ্গুল ধরে দেখালেন তা হ'লে সম্মুখের বিরাট দৃশ্যটা আপনার কাছে মুছে যায় । আত্মস্বার্থের ধাঁ ধাঁ মানুষকে অমনতর সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে । আপনার সব কিছুই যদি আমার জন্য না হয়, এবং যে প্রবৃত্তি বা যে আকর্ষণ আমার কাজের অন্তরায় তাকে যদি মুহূর্ত্তে নির্মমভাবে পরিহার করতে না পারেন, তবে বুঝবেন আমি আপনাদের কাছে primary (প্রথম) নই । আর যে আপনাদের জীবনে Primary (প্রথম) নয়, তাকে অন্যের জীবনে Primary (প্রথম) ক'রে তোলবার প্রবোধনা জাগাতে পারবেন না আপনারা । তাই রামকৃষ্ণ ঠাকুর ঈশ্বর-কোটি মানুষের কথা বলতেন ।[আঃ প্রঃ ৩য় খণ্ড]

বহিরাগত একটি মহিলা তার দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন ক'রে, তার পুত্রবধুর সন্তানাদি হয় কিন্তু বাঁচে না সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ কামনা করলেন– তদুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত মায়ের পুত্রবধূকে ডাঃ প্যারী নন্দী-দার ঔষধ খেতে বলছে উক্ত মহিলাটি বললেন,–

–আপনি মুখে আশীর্ব্বাদ করলেই হবে, ওষুধ আর লাগবে না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর–যা' বলি তা' যদি না শুনিস নিজের খেয়াল মত আর্শীব্বাদ যদি চাস তা হ'লে তো আমি অপারগ! আমি জানি, যা কিছু ঘটে, তার একটা কারণ আছে, এবং সেই কারণের নিরাকরণে যেটা যেমন ক'রে সম্ভব সেটা তেমন করেই করতে হয় ।

সন্দীপনায় যে কোন লেখা পাঠাতে এই মেইল নাম্বারগুলোতে পাঠান–

E-mail: tapas.satsang@gmail.com
tkroy@rocketmail.com

শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত শব্দের ব্যাখ্যা

বাগার্থ-দীপিকা থেকে সংকলিত ধারাবাহিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

শৌর্য্য-অভিনিষ্যন্দী [আর্য্যকৃষ্টি, ১৭]–তেজ ও শক্তি বিচ্ছুরিত করে যা' । দ্রষ্টব্য 'অভিনিষ্যন্দী' ।

শৌর্য্যদীপনা [আদর্শ-বিনায়ক, ২২৮]–শূরত্বের (বীরত্বের) বিকাশ ।

শৌর্য্যদীপিকা [প্রীতিবিনায়ক, ১ম, ১৫১]–দ্রষ্টব্য 'শৌর্য্যদীপনা' ।

শৌর্য-সুরসন্দীপনী [আশিস্‌বাণী ২য় ৭৭]– পরাক্রমী অনুরণনের দীপ্তি-সমন্বিত ।

শ্যেনদীপ্ত [আশিস্‌বাণী ২য়, ১১৪]–তীক্ষ্ম সতর্কতার সাথে বিকশিত । [শ্যেনপক্ষীর তীক্ষ্মদৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য বুঝতে হবে ।]

শ্রদ্ধনীয়–শ্রদ্ধাস্পদ, শ্রদ্ধার যোগ্য । [শ্রৎ-ধা (ধারণ)+অনীয়]

শ্রদ্ধহৃদয় [অনুশ্রুতি ১ম, দাম্পত্যজীবন, ২৬]– শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় যার ।–"সমীহহীন স্বামী-সঙ্গ শ্রদ্ধহৃদয় নয় ।"

শ্রদ্ধা [ধৃতিবিধায়না ২য়, ৩৩০]–(১) আশ্রয় ক'রে সেবা করার ভিতর দিয়ে ধারণ করা; (২) সত্যকে ধারণপোষণ করা । [শ্রি (আশ্রম, সেবা) +ডৎ= শ্রৎ–সত্য (দ্রষ্টব্যঃ নিঘন্টু), শ্রৎ-ধা (ধারণ, পোষণ)+ অঙ্ (ভাবে)]

শ্রদ্ধানুচলনী [দেবীসূক্ত, ১৪২]–শ্রদ্ধার অনুচলন-যুক্ত । [শ্রদ্ধা+অনুচলন+ইন্]

শ্রদ্ধানুভাবিতা [প্রীতিবিনায়ক ২য়, ১১৭]–শ্রদ্ধা সম্পর্কে ভাবনা । [শ্রদ্ধা+অনুভাবিতা] । দ্রষ্টব্য 'অনুভাবিতা' ।

শ্রদ্ধানুসেবনা [কৃতিবিধায়না, ২৫৪]–শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করা । [শ্রদ্ধা+অনুসেবনা] । দ্রষ্টব্য 'অনুসেবনা' ।–"কৃতীও হবে তেমনি..... শ্রদ্ধানুসেবনার ভিতর দিয়ে ।"

শ্রদ্ধাভিষ্যন্দী [আদর্শ-বিনায়ক, ২১৮]–শ্রদ্ধা-ক্ষরণকারী । [শ্রদ্ধা+আভিষ্যন্দী] । দ্রষ্টব্য 'অভিষ্যন্দী' ।– "বিগতদের প্রতি শ্রদ্ধাভিষ্যন্দী আনতি ।"

শ্রদ্ধাস্রোতা [বিকৃতি-বিনায়না,২৬৩]–শ্রদ্ধার স্রোত-সমন্বিত ।

শ্রদ্ধোৎসারিণী [ধৃতিবিধায়না ১ম, ১৫]–(১) শ্রদ্ধা উৎসারিত হয় যাহাতে; (২) শ্রদ্ধাকে উৎসারিত (বর্দ্ধিত) ক'রে তোলে যা' । [শ্রদ্ধা+উৎসারিণী] । দ্রষ্টব্য 'উৎসারিণী' ।

শ্রদ্ধোৎসারী [আদর্শ-বিনায়ক, ৪১]–শ্রদ্ধাকে বৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেন যিনি বা যা' । [শ্রদ্ধা+উৎসারী] । দ্রষ্টব্য 'উৎসারী' ।

শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত [নারীর নীতি,২৬]–শ্রদ্ধায় উদ্দীপ্ত, পরম শ্রদ্ধাবান । [শ্রদ্ধা+উদ্দীপ্ত]

শ্রদ্ধোষিত [আচারচর্য্যা ১ম, ৪৩৮]–শ্রদ্ধাযুক্ত, শ্রদ্ধার আবাস যেখানে । [শ্রদ্ধা-বস্ (বাস করা)+ ক্ত]

শ্রদ্ধ্য [দেবীসূক্ত, ১৫০]–শ্রদ্ধার যোগ্য শ্রদ্ধেয় । [শ্রৎ-ধা+অঙ্ =শ্রদ্ধ, শ্রদ্ধ+যৎ]– "শ্রদ্ধ্য-স্নেহল হ'য়ে...ফুটন্ত হ'য়ে থাক ।"

শ্রবণীয় [ধৃতিবিধায়না, ৩৩০]–শ্রবণযোগ্য । [শ্রু (শোনা)+ অনীয়]

শ্রমণ [সমাজ-সন্দীপনা, ২১৫]–তপস্বী । [শ্রম্ (শ্রম করা)+অনট্] । শ্রমণরা অবিবাহিত থাকবে, এই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রেত ।

শ্রমতপা [আচারচর্য্যা ১ম, ৩২৭]–শ্রমকার্য্যে তপস্যাপরায়ণ, শ্রমশীল ।

শ্রমপ্রিয় [সমাজ-সন্দীপনা, ১৬৭]–পরিশ্রম যার কাছে প্রিয় ।

শ্রমপ্রিয়তা [নিষ্ঠা-বিধায়না, ৪৬]–Labour-loving attitude (পরিশ্রমকে ভাল লাগার মনোভাব) ।

শ্রমসুখপ্রিয়[স্বাস্থ্য-সদাচারসূত্র, ৮৬]- শ্রমের সুখ যার কাছে প্রিয় ।

শ্রমসুখপ্রিয়তা [সমাজ-সন্দীপনা, ১১৬]–প্রিয়জনের জন্য শ্রম ক'রে যে সুখ বোধ হয় সেটা ভাল লাগা । অনুরূপ শব্দ 'শ্রমক্লেশসুখতা' [স্বাস্থ্য ও সদাচারসূত্র, ৮৬]

শ্রমী [ধৃতিবিধায়না ১ম, ২৭১]–শ্রমশীল, যে পরিশ্রম ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে । [শ্রম্+ইন্ (কর্ত্তরিয়)]

শ্রয়ী [সমাজ-সন্দীপনা, ১৯১]–আশ্রয়দাতা, আশ্রয়স্থল । [শ্রি (আশ্রয়)+ণিন্ (কর্ত্তরি)]

শ্রামণচর্য্যা [যাজীসূক্ত, ১২৯]–সাধনশীল চলন । [শ্রমণ+ষ্ণ = শ্রামণ]

শ্রী [কৃতিবিধায়না,২০]–আশ্রয়ের ভাব, সেবার ভাব । [শ্রি (আশ্রয়, সেবা) + ক্বিপ্ (ভাবে)]

শ্রীকৃষ্ণ [আদশ-বিনায়ক, ১০৮]–Concentric energetic urge. (কেন্দ্রায়িত উদ্যমী সম্বেগ) । কৃষ্ (কর্ষণ, প্রাপণ, আকর্ষণ, পরিচালন)+নক্ (কর্ত্তরি)=কৃষ্ণ]; সেবানিরতি নিয়ে যিনি সবাইকে আকর্ষণ করেন ।

শ্রেয় [আদর্শ-বিনায়ক, ৩০]–প্রশংসা বা স্তুতির যোগ্য যিনি; ইষ্ট । [প্র-শন্‌স্ (স্তুতি, প্রশংসা, কথন)+ যৎ = প্রশস্য, প্রশস্য +ঈয়স্ ।]

শ্রেয়-অনুধ্যায়ী [সমাজ-সন্দীপনা, ১০৭]–শ্রেয়কে নিরন্তর ধ্যান ক'রে চলে যে । দ্রষ্টব্য 'অনুধ্যায়ী' ।

শ্রেয়-আরাধী [বিবিধসূক্ত, নীতি, ৪৬]–শ্রেয়- আরাধনাতৎপর । [আরাধী=আ-রাধ্ (নিষ্পাদন, সাধন)+ ণিন্ (কর্ত্তরি)– "অপরাধীকে...শ্রেয়-আরাধী ক'রে যতই তুলতে পারবে ।"

শ্রেয়চেতী [চর্য্যাসূক্ত, ১৯]–কল্যাণ সম্পর্কে চেতন । [শ্রেয়-চিৎ (জ্ঞান, জাগরণ) +ণিন্]–"শ্রেয়চেতী হ'য়ে সংহতিকে... বজ্রকঠোর ক'রে তোল ।"

শ্রেয়তপা [নীতিবিধায়না, ৩৪২]–শ্রেয়ের তপস্যাপরায়ণ।
শ্রেয়তপী [তপোবিধায়না ১ম ৩০২]–শ্রেয়কে (ইষ্টকে) তর্পিত (পরিতুষ্ট) করে যা'। [শ্রেয়-তৃপ্ (প্রীণন)+ণিন (কর্ত্তরি)]
শ্রেয়তাপতপ্ত [তপোবিধায়না ২য় সমাপ্তিবাণী]– শ্রেয় অর্থাৎ ইষ্টের তপস্যায় তপ্ত, ইষ্টের বিধান-অনুযায়ী নিয়ত অনুশীলনপরায়ণ।
শ্রেয়নিধায়নী [দেবীসূক্ত, ৬৬]–শ্রেয় প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে। [নিধায়নী=নি-ধি (ধারণ)+ ণিচ্ + অনট্ +ঈচ্]।–"অন্যকে সুখী করা... সুনিষ্ঠ শ্রেয়নিধায়নী তৎপরতা নিয়ে।"
শ্রেয়বিধায়ী–কল্যাণবিধানকারী। [বিধায়ী = বি-ধা (ধারণা) + ণিন্ (কর্ত্তরি)]
শ্রেয়যাজী [নিষ্ঠাবিধায়না, ৪৩]–শ্রেয়কে যাজন করে যে যা'। [শ্রেয়-যজ্ (পূজা) + ণিন্ (কর্ত্তরি)]
শ্রেয়শ্রদ্ধ {আচারচর্য্যা ১ম, ৩৭৮]–শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন।
শ্রেয়শ্রদ্ধতা [আদর্শ-বিনায়ক, ৩১]–শ্রেয়কে (ইষ্টকে শ্রদ্ধা ক'রে চলা।
শ্রেয়শ্রদ্ধী [সমাজ-সন্দীপনা, ৪২৯]–দ্রষ্টব্য 'শ্রেয়শ্রদ্ধ'।
শ্রেয়-শ্রমপ্রিয়তা [আদর্শ-বিনায়ক, ১১০]–শ্রেয়ের জন্য কৃত শ্রমটাকে ভাল লাগা। দ্রষ্টব্য 'শ্রমপ্রিয়তা'।
শ্রেয়শ্রয়ী [যাজীসূক্ত, ১১৯]–শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রে চলেছে যে। দ্রষ্টব্য 'শ্রয়ী'।– "প্রত্যেককেই শ্রেয়শ্রয়ী ক'রে তোলা।"
শ্রেয়শ্রুতি [স্বাস্থ্য ও সদাচরসূত্র, সমাপ্তিবাণী]– শ্রেয়পুরুষ তথা আপ্তজনের নিকট থেকে শ্রুত যে জ্ঞান।
শ্রেয়সাকী [নিষ্ঠা-বিধায়না, ৮০]–শ্রেয়ের বন্ধু, [সাকী (আরবীশব্দ) =প্রিয়, বন্ধু, সুহৃৎ]
শ্রেয়ানুবেদ্য [সদ্‌বিধায়না, ১ম, ৮ম]–শ্রেয় বা শ্রেষ্ঠের সদৃশ অনুরণনে ঝঙ্কৃত। [শ্রেয় + অনুবেদ্য]। দ্রষ্টব্য 'অনুবেদ্য'।
শ্রেয়ার্থ-অনুসেবী [নীতি-বিধায়না, ৩৫১]–শ্রেয় বা মঙ্গলের প্রয়োজনকে অনুসরণপূর্ব্বক সেবা ও পোষণ করে যা'। দ্রষ্টব্য 'অনুসেবী'। [শ্রেয়+অর্থ (প্রয়োজন) = শ্রেয়ার্থ]
শ্রেয়ার্থ-প্রতিষ্ঠ [সমাজ-সন্দীপনা, ১৫৯]–শ্রেয়ের প্রয়োজনকে প্রতিষ্ঠা করে যা'।
শ্রেয়ার্থ-সন্দীপী [বিকৃতি-বিনায়না, ৪৮]–শ্রেয়মুখী চলনকে বা শ্রেয়ের প্রয়োজনকে যা' সম্যকপ্রকারে দীপ্ত ক'রে তোলে। দ্রষ্টব্য 'সন্দীপী'।
শ্রেয়োপসেবা [ধৃতিবিধয়না ১ম, ২১৫]–শ্রেয়ের নিকটে থেকে তাঁর সেবা করা। [শ্রেয়+ উপসেবা]। দ্রষ্টব্য 'উপসেবা'।
শ্লথ বিরক্তি [ধৃতিবিধায়না ২য়, ২৯৮]–বিরক্তি আছে কিন্তু তা' প্রখর নয়, অলসধর্ম্ম, মিনমিনে।
শ্লাঘ্যম্মন্যতা [বিকৃতি-বিনায়না, ৩৬০]–নিজেকে শ্লাঘ্য (প্রশংসনীয়) মনে করা। [শ্লাঘ্য-মন্ + খশ্ +অল+ তল্ (ভাবে)]।– "শ্লাঘ্যম্মন্যতা যেন তার আনাচে-কানাচে না থাকে।
শ্লেষণ-তাৎপর্য্য [তপোবিধায়না ১ম, ১২৯]– সংযোগ ও মিলন-তৎপরতা। [শ্লেষণ=শ্লিষ্ (আলিঙ্গন, যোগ)+ অনট্]
শ্লেষণদীপ্তি [দর্শন-বিধায়না, ২১২]–আলিঙ্গনের (সংযোগের) প্রকাশ।– "আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের শ্লেষণদীপ্তিতে ভরপুর হ'য়ে চল।"
শ্লেষণী–যুক্ত ক'রে তোলে যা'। [শ্লেষণ+ইন্]
শ্লেষ্য–(১) আলিঙ্গনযোগ্য, আঁকড়ে ধরা। [শ্লিষ্+ণ্যৎ]।–"ম্লেচ্ছতপার শ্লেষ্য নীতি অনার্য্যকৃৎ রোখ।" [অনুশ্রুতি ১ম, আর্য্যকৃষ্টি, ১৪]; (২) উপহাসের পাত্র। [শ্লেষ=উপহাস, ব্যঙ্গোক্তি]।– "তা'দের শ্লেষ্য হ'য়ে উঠবে তুমি।" [কৃতি-বিধায়না, ২৯৬]

ষ

ষট্‌প্রদীপ [আশিস্‌বাণী ২য়, ১০৫]–(১) ইষ্টস্বার্থে ব্যবহৃত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য এই ষড়রিপু। ইষ্টার্থে প্রযুক্ত হ'লেই রিপুগুলি জীবনদায়ী প্রদীপস্বরূপ হ'য়ে ওঠে। (২) দ্বিজমাত্রেরই পালনীয় যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-দান-প্রতিগ্রহ এই ষট্‌ক্রিয়া, যা' প্রদীপের মতন জ্বলন্ত থেকে পথপ্রদর্শন করে।– "এই ষট্‌প্রদীপ সব-কিছুকে এমনই স্মিত অগ্নিদীপ্ত ক'রে তুলল...।"

স

সংক্রমণা [বিধি-বিন্যাস, ৩৩২]–সঞ্চারণক্রিয়া। [সম্-ক্রম্ (চলা) +অনট্, আপ্]
সংক্রমণী [বিধি-বিন্যাস, ১২০]–সংক্রামিত ক'রে চলে যা'।– "শ্রেয় যা'-কিছু তার নিন্দ্রা করে সংক্রমণী ধান্দা নিয়ে।"
সংক্ষুধ [তপোবিধায়না ১ম ৭১]–আগ্রহ-আকুল। [সম্-ক্ষুধ্ (ক্ষুধা)+ক]।
সংক্ষুধ উদ্দীপনা [বিজ্ঞান-বিভূতি, ৫৮]–আগ্রহাকুল মিলন-আবেগ্–"দুটি প্রান্তের সংক্ষুধ উদ্দীপনায়
অদৃশ্য বেগের সৃষ্টি ক'রে চলতে লাগল।"
সংক্ষুধা [প্রীতি-বিনায়ক ২য়, ২৪৪]–আগ্রহাকুল চাহিদা। [সম্ (অতিশয়)- ক্ষুধা (চাহিদা)।
(মুখ্য) সংখ্যা [ধৃতিবিধায়না ১ম, ৮৩]–(১) যাঁর কথা প্রধানভাবে বলতে হবে; (২) যাঁর সাথে যুক্ত হ'তে হবে; (৩) যাঁর অধিকারে থাকতে হবে। [সম্-খ্যা (কথন, সংযুক্তিকরণ, অধিকারে থাকা)+ অঙ্। দ্রষ্টব্য ঃ মাধবীয় ধাতুবৃত্তি এবং মনিয়র উইলিয়ম্‌স্]।
'মুখ্য সংখ্যা' বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর 'এক-অদ্বিতীয়'-কেই বুঝিয়েছেন। সংখ্যার মধ্যে এক-সংখ্যাটিই প্রথম। যতগুলি শূন্যই লেখা হোক তার কোন দাম নেই। কিন্তু যেই তার আগে 'এক' সংখ্যাটি যোগ করা হয়, তখনই তা'লক্ষ-কোটিতে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, "ইষ্ঠকেই তোমার জীবনে মুখ্য সংখ্যা ক'রে নাও।"
সংখ্যান-সম্বেগী [দর্শন-বিধায়না, ৩২০]–গুণিত হ'য়ে বর্দ্ধিত হবার আবেগসম্পন্ন। [সম্-খ্যা (কথন)+ অনট্]

সংখ্যায়নী [দর্শন-বিধায়না, ৭২]–সংখ্যার সৃষ্টি ক'রে ক'রে বর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছে যা'।–"মহাকাল অর্থাৎ মহতী সংখ্যায়নী গতি।"

সংখ্যায়িত তাৎপর্য্য [দর্শন-বিধায়না, ৭২]– (১) ভূমায়িত তৎপরতা; (২) বহুত্বের ভাব। [সংখ্যা+
ক্যঙ্+ক্ত = সংখ্যায়িত –সংখ্যাকৃত, বহুসংখ্যক, বহুগুণিত]। সাংখ্যদর্শনের বহুপুরুষবাদ প্রসঙ্গে কথিত। মূলে এক পুরুষ, তিনিই বহু হয়েছেন।

সংগর্ভিত [বিবাহ-বিধায়না, ৩১]–গর্ভে (অন্তরে) স্থাপিত, impregnated.

সংগর্ভী [দর্শন-বিধায়না, ২০৬]–সংগর্ভিত করার আবেগসম্পন্ন। [সম্-গর্ভ +ইন্]

সংগুচ্ছিত–সম্যকপ্রকারে এবং একাসাথে গুচ্ছ বাঁধা হয়েছে যা'।

সংগ্রথন [শিক্ষাবিধায়না, ১৪৬]–সম্যকপ্রকারে সাজিয়ে গেঁথে তোলার কাজ। [গ্রথন<গ্রন্থন]

সংগ্রহকরণ-সন্দীপনা [বিবাহ-বিধায়না, ২৪২]– Receptive capacity, গ্রহণ করবার উপযুক্ততা। দ্রষ্টব্য 'সন্দীপনা'।

সংগ্রাহী [বিবাহ-বিধায়না, ২৪২]–সংগ্রহকরণের ক্ষমতাসম্পন্ন। [সম্-গ্রহ্ (গ্রহণ) + ণিনি]

সংগ্রাহী তাৎপর্য্য [দর্শন-বিধায়না, ২৪৮]– সংগ্রহ করার তৎপরতা।

সংগ্রাহী দীপনা [বিবাহ-বিধায়না, ২৪২]– পরস্পরকে সম্যকভাবে গ্রহণ করার শক্তি]– "ডিম্ব ও রেতের সংগ্রাহী দীপনাও তত অনেকটাই কম হ'য়ে থাকে।"

সংঘাত-শিথিল [প্রার্থনা, ১৭]–সংঘাত অর্থাৎ কর্ম্মচাঞ্চল্য যেখানে শিথিল, বিশ্রামের উপযোগী অবস্থা। [সংঘাত =সম্-হন্ (গতি)+ ঘঞ্] ।– "সংঘাত-শিথিল রাত্রি চিদায়িত হইল।"

সংঘাতশোষী [সম্বিতী ৩য়ত, বিধি, ১৫২]–সংঘাতকে শোষণ ক'রে নেয় যা'। [সংঘাত=সম্-হন্ (বধ, তাড়ন)+ ঘঞ্; সংঘাত-শুষ্ (শোষণ)+ণিনি (কর্ত্তরি)] Shock-absorber.

সংঘাত-সংকোচক [সম্বিতী, রাজনীতি, ১৭৭]– দ্রষ্টব্য সংঘাতশোষী'।

সংঘাত-সংযোজনী [শিক্ষাবিধায়না, ১১৭]–সংঘাতের ভিতর দিয়ে সংযুক্ত ক'রে তোলে যা'। [সংযোজনী= সংযোজনকারী]

সংঘাত-সঞ্জিত [দর্শন-বিধায়না, ৩১৬]–সংঘাতকে সম্যক জয় করা হয়েছে যেখানে। [সঞ্জিত=সম্-
জি (জয়)+ ভক্ত] ।– "সংঘাত-সঞ্জিত... অনু-কম্পনের ভিতর দিয়ে।"

সংঘাতী [কথাপ্রসঙ্গে ২/৪]– সংঘাত (conflict) সৃষ্টি করে যা'। [সংঘাত+ইন্ (কর্ত্তরি)]

সংচেতন [নানাপ্রসঙ্গে ৪/৪]–সম্যকে চেতন। [সম্-উপসর্গের অর্থ বিশেষভাবে বোঝাবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর-নির্দ্দেশিত বানান]

সংনিয়মন [বিজ্ঞান-বিভূতি, ২০]–সংহতভাবে ধ'রে রাখা। [সম্-নি-যম্ (একত্রীকরণ, সংযমন) + অনট্]

সংনিষ্ঠ [আচারচর্য্যা ১ম, ৫৪৬]–সম্যকপ্রকারে নিষ্ঠাবান। [সম্-নি-স্থা (থাকা) + ক]

সংন্যস্ত [সাশ্বতী ২য়, সংজ্ঞা, ২২৭]–সম্যকপ্রকারে ন্যস্ত। [সম্-নি-স্থা (থাকা) + ক্ত]

সংবরণী [আদর্শ-বিনায়ক, ৯৪]–প্রশমন বা নিবারণকারী। [সম্-বৃ (বরণ, আচ্ছাদন) + অনট্ + ঈচ্]। "আপদ্-উদ্ধারিণী বা সংবরণী অনুজ্ঞা।"

সংবর্দ্ধনা [স্বাস্থ্য ও সদাচরসূত্র, ৯২]– সর্ব্বতোভাবে বেড়ে ওঠা। [সম্-বৃধ্ (বৃদ্ধি) +অনট্ + আপ্]

সংবসতি [অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ, শিক্ষা, ৩]–সম্যক বাস। [সম্-বস্ (বাস করা) + অতি] ।–"তার অন্তরে
রয় বাগদেবীরই সংবসতি।"

সংবাজি [বিধি-বিন্যাস, ১৫৪]–সঙ্বাজি, সঙ্-এর মতো ক'রে চলা। [সঙ্+বাজি (প্রত্যয়), যথা, লাঠিবাজি, ধাপ্পাবাজি]

সংবাহনী [আশিস্বাণী ১ম, ১১]–সম্যকপ্রকারে বহন ক'রে নিয়ে যায় যা'। [সম্-বহ্ (বহন) +ণিনি (কর্ত্তরি)।

সংবিদ্ধ [বিধি-বিন্যাস, ৭৮]–আহত। [সম্-বিধ্ (বেধন)+ক্ত]

সংবিধায়িত [নীতিবিধায়না, ৩৪৭]–সম্যকভাবে বিধানে পরিণত। দ্রষ্টব্য 'বিধায়িত'।

সংবিষ্ট [সমাজ-সন্দীপনা, ৩৮১]–সম্যক নিয়োজিত। [সম্-বিশ্ (প্রবেশ) + ক্ত]

সংবুদ্ধ [বিধিবিন্যাস, ২৩৬]–সম্যকজ্ঞানপ্রাপ্ত। [সম্-বুধ্ (বোধ, জ্ঞান) +ক্ত]

সংবৃদ্ধ [আশিস্বাণী ১ম, ৬২]–সম্যকপ্রকারে বেড়ে ওঠা। [সম্-বৃধ্ (বর্দ্ধন) + ক্ত]

সংবেদ– সম্যক জ্ঞান বা বোধ। [সম্-বিদ্ (জানা)+ঘঞ্

সংবেদন [অনুশ্রুতি ১ম, আদর্শ, ৫৮]–দ্রষ্টব্য 'সংবেদ'।

সংবেদনা [নিষ্ঠা-বিধায়না, ৮৮]–দ্রষ্টব্য 'সংবেদ', 'বেদনা'।

সংবেদনী [দর্শন-বিধায়না, ১৫৩]–(১) সম্যকে জ্ঞানযুক্ত; (২) সংবেদিত (সম্যকপ্রকারে বেদিত অর্থাৎ জ্ঞাত) করায় যা', ভালভাবে জানিয়ে দেয় যা'। [সম্-বিদ্ + ণিচ্ + অনট্ + ঈপ্]

সংবেদ্য [দর্শন-বিধায়না, ৭০]–সম্যকপ্রকারে জ্ঞাতব্য। [সম্-বিদ (জানা)+ণিচ্+যৎ]

সংবেধক [সম্বিতী ১ম, শিক্ষা, ১৯]–নিদারুণভাবে ছিদ্র ক'রে তোলে যা', বিদ্ধ করে যা'। [সম্-বিধ্ (ছিদ্র বা বিদ্ধকরণ)+ণক্ (কর্ত্তরি)]

সংবোধ [আর্য্যকৃষ্টি, ৩৮।]–সমীচীন বোধ। [সম্-বুধ্ (বোধ)+ঘঞ্।]–"পূর্ব্বাপুরুষের... সংবোধ-সংস্কৃতি... নিহিত হ'য়ে আছে।"

চিরঞ্জীব বনৌষধি

(১ম খণ্ড)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য

মদয়ন্তিকা (মেহেদি)

প্রসাধন ও লাবণ্য এ দুটি শব্দ এক কথায় ব'লতে গেলে ঠিক যেন দেহ আর ক্ষুধা' একটি থাকলেই অপরটি থাকবে; তবুও প্রশ্ন ওঠে–মানুষের লাবণ্য তো ও ক্ষেত্রে সহজাত হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু তবুও যে দেহে সেটির আকর্ষক রূপ দেখ দেয় না, সে ক্ষেত্রে তাকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন তো আছে; এ ক্ষেত্রে তার সম্পূরকই বা কি, সেই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ এসেছে প্রসাধন।

সর্বকালে সবার আগে এ প্রয়োজন অনুভব করেন মায়েরা, তাই শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও তার প্রকৃতিদত্ত লাবণ্যকে ধ'রে রাখতে কিংবা তাকে আরও নিখুঁত ক'রে তুলতে হাত বাড়িয়েছেন প্রসাধনের দিকে; তবে যুগে যুগে তার রকমফের হ'য়েছে–এসেছে পরিবর্তিত রুচি ও বৈচিত্র; এখনও সেই সুপ্রাচীন যুগের বাস্তব সাক্ষী হ'য়ে রয়েছে আলোচ্য এই বনজ উদ্ভিদটি।

প্রমাণ কোথায়? শুক্ল যজুর্বেদের ১২/৬৫ সূক্তের মহীধর যে ভাষ্য ক'রেছেন–তার অনুবাদ হ'লো–ওগো মেন্ধে (মদয়ন্তিকা), তুমি আমার শরীরের দুটি বাহু, মণিবন্ধ ও অঙ্গুলিকে সাজিয়ে দাও; আমার প্রিয়তম আলিঙ্গন ক'রে সুখী হবে; তোমার পাতাগুলির রস আমার গোপন অঙ্গকে ক্লেদমুক্ত ও দৃঢ় ক'রবে।

মূল সূক্তটি হ'লো–

"মেন্ধে ত্বা জ্যোতিষ্মতী মদয়ন্তিকা বাহু শ্লেষোসি কল্লাভ্যাং ভগং অভিসংবিশতু ইন্দ্রইব অঙ্গযোনিং শারদাবৃতূ ক্লিপ্ত ভগা দৃষইব মেঢ্রম্ ॥

পরবর্তী অথর্ববেদের বৈদ্যককল্পের ৩য় মণ্ডলের ২২ সূক্ত ভিষক্কল্পের ৪র্থ মণ্ডলের ৩১৭ সূক্তে সেই একই কথার প্রতিধ্বনি।

এই বৈদিক তথ্যকে উপজীব্য ক'রে তার শব্দবিন্যাস ও ভেষজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানো হ'য়েছে।

নামকরণের তাৎপর্য–মদ্ ধাতুর অর্থ গর্ব ও হর্ষ। এ দুটিকে দান ক'রতে পারে ব'লেই এর রূঢ়ী নাম মদয়ন্তিকা। এর ফুলের মৃদু গন্ধও মত্ততা আনে।

নামের হেরফের– মেন্ধ্ থেকে মেন্ধিকা, মদয়ন্তিকা, মেহেদি, মেদি; এইভাবে উচ্চারণদোষে ভ্রষ্ট শব্দের জন্যই এটা এসেছে! এ ভিন্ন তার আর একটি নাম গিরি-মল্লিকা বা বনমল্লিকা। সুশ্রুত সংহিতায় তাকে বলা হ'য়েছে 'নখররঞ্জিকা'–তারপর বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তার নামের পার্থক্য তো আছেই। এটির বোটানিক্যাল্ নাম Lawsonia inermis Linn. ফ্যামিলি Lythraceae. সর্বজন পরিচিত এই গাছটিকে সাধারণতঃ বেড়ার ধারে লাগানো হয়। ঔষধার্থে ব্যবহার করা হয় তার ফল, ফুল, পাতা ও মূল।

গুণপনা

জন্ডিস্ বা কামলা রোগে–আঙ্গুলের মত মোটা মেদি গাছের মূল (কচি হ'লে ভাল হয়) অর্ধকুট্টিত (আধকুটা) আতপচাল-ধোয়া জল দিয়ে ঘ'ষে (চন্দন পাটায় ঘ'ষলে ভাল হয়) ২ চা-চামচ আন্দাজ নিয়ে ৮/১০ চামচ ওই চাল-ধোয়া জলে মিশিয়ে সকালে ও বৈকালে দুইবার খেতে হয়। এইভাবে ৪/৫ দিন খেলে আরোগ্য হয়। এই টোট্কা ঔষধটি খাওয়ার কালে ডাবের জল বা আখের রস (ইক্ষুরস) খেলে ভাল কাজ হয়। এটি উড়িষ্যার একটি সিদ্ধফল টোট্কা ঔষধ। একটি কিন্তু পূর্ণবয়স্কের মাত্রা দেওয়া হ'লো।

(১) শুক্রমেহ রোগে– মেদি পাতার রস এক চামচ দিনে দুইবার জল বা দুধ এবং তার সঙ্গে একটু চিনি মিশিয়ে খেলে ১ সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

(২) শ্বেতপ্রদরে– উপরিউক্ত নিয়মে ব্যবহার ক'রলেও উপশম হয়। এর দ্বারা যদি কোষ্ঠকাঠিন্য আসে তবে কোষ্ঠ পরিষ্কারক–যেমন ঈসবগুলের ভূষি খাওয়া ভাল।

(৩) নখরঞ্জিকায়– এই গাছের পাতার রস নখে লাগালে চোখ ও চুল ভাল থাকে। এ কথাটা আবহমান কাল প্রচলিত। দ্বিতীয় কথা–এটা তো সেই আমলের 'নেল পালিশ।'

(৪) হিমোগ্লোবিন্– শরীরে রক্তকণিকা ক'মে গিয়েছে না ঠিকই আছে, এটা বিচার করেন মেদি পাতার পরস হাতের তালুতে লাগিয়ে; হিমোগ্লোবিন্ যদি ভালই থাকে তা হ'লে রঙটা লাল্চে আভা দিতে থাকে; নইলে নয়। এটি এখনও রাজস্থানের প্রাচীনপন্থী বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

(৫) কাঁধের ব্যথায়– মেদি পাতার রস ও সরষের তেল মিশিয়ে ঘাড়ে মালিশ ক'রলে ব্যথা ক'মে যায়। এমনকি

গরুর ঘাড়ে ব্যথা হ'লে এই গাছের পাতা বেটে গরম ক'রে লাগিয়ে থাকেন দেশগাঁয়ের লোক । অনেকে এর সঙ্গে একটু গোবর মিশিয়ে দিয়ে থাকেন ।

(৬) নখকুশি ও হাত-পায়ের হাজায়– এই পাতার ক্বাথ একটু ঘন ক'রে দিনে দু'বার লাগাতে হয় । অনেকে এর সঙ্গে একটু টাট্‌কা গোবর মিশিয়ে ব্যবহার করেন ।

(৭) চুল উঠে যাওয়া ও পাকায়– হরীতকী ১টি ও মেদিপাতা ১ তোলা মত একটু থেঁতো করে আধ পোয়া জলে সিদ্ধ ক'রে আধ ছটাক মত থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে সপ্তাহে ২ দিন মাথায় লাগাতে দিয়ে থাকেন ইউনানি চিকিৎসক সম্প্রদায় । আমি মনে করি এর সঙ্গে কেশুর্তের পাতা (যার চলতি নাম কেশুত্) (Eclipta alba) ২ । ১ । তোলা ক্বাথ করার সময় ওর সঙ্গে দিলে আরও ভাল হয় ।

(৮) শ্বেতপ্রদরে (Leucorrhoea) দুই তোলার মত (২৫গ্রাম) মেদিপাতা সিদ্ধ ক'রে সেই জলে উত্তরবস্তি দিলে (ডুস্ দেওয়া) সাদাস্রাব ও অভ্যন্তরের চুলকানি (Itching) প্রশমিত হয় । তার সঙ্গে অনেকে ঐ পাতার রস দিয়ে তৈরী তেলে গজ বা তুলো ভিজিয়ে পিচু ধারণ (Plugging Procedure) ক'রতে দিয়ে থাকেন; এর দ্বারা (এই পদ্ধতিতে ব্যবহারে) স্রাব বন্ধ হয় এবং অভ্যন্তরভাগের রোগও আরোগ্য হয়; অধিকন্তু যোনির শিথিলতাও অপেক্ষাকৃত কমে যায় ।

(৯) স্থানভ্রষ্ট জরায়ু (Displacement of the uterus) –উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রয়োগ ক'রলে ওটির অসুবিধাও ক'মে যায় ।

(১০) হাত-পায়ের জ্বালায়– টাট্‌কা পাতার রস হাতে-পায়ে লাগালে জ্বালা ক'মে যায়; এর সঙ্গে পিত্তবিকৃতিও যাতে দূর হয় সেইমত ঔষধও ব্যবহার করা উচিত ।

(১১) বসন্ত রোগে– পায়ের তলায় পাতা বাটার প্রলেপ দিলে চোখে গুটি বেরোয় না । দেশগাঁয়ের বসন্ত চিকিৎসকদের একটি প্রক্রিয়া ।

(১২) মরামাস ও খুষকি– সে যেখানেই হোক না কেন, এই পাতার ক্বাথ লাগালে ক'মে যায় ।

(১৩) পায়োরিয়ায়– পাতার ক্বাথে অল্প খয়ের মিশিয়ে দাঁতের গোড়ায় লাগাতে দিতেন বৃদ্ধ বৈদ্যরা; তবে দাঁতে দাগ হওয়াটা স্বাভাবিক । সেটা অবশ্য কিছুদিন বাদে উঠে যায় ।

(১৪) মুখক্ষত ও গলক্ষতে– পাতাসিদ্ধ জল মুখে খানিকক্ষণ রাখতে হয়, যাকে বলে কবল ধারণ করা; এর দ্বারা ওই দুটো সেরে যায় ।

(১৫) গাত্রদৌর্গন্ধ্যে– গ্রীষ্মকালে যাঁদের ঘাম বেশী হ'য়ে গায়ে দুর্গন্ধ হয়– তাঁরা বেণামূল (vetivedria zizanioides) ও মেদি পাতা সিদ্ধ জলে স্নান ক'রলে উপকার পাবেন ।

(১৬) নাড়ীব্রণে (sinus)– মেদি পাতা ও নিসিন্দার (vitex nigundo) পাতা বেটে তিল তৈলের সঙ্গে পাক ক'রে ছে'কে নিয়ে, সেই তেল লাগালে অনেক ক্ষেত্রে সেরেও যায় । এসব বদ্যিবাড়ীর হাঁড়ির খবর ।

(১৭) কানের পূজ পড়া বন্ধ হ'য়ে যায়; আবার অনেকে এই পাতার রস দিয়ে তৈরী তৈলও ব্যবহার ক'রতে দিয়ে থাকেন ।

(১৮) চোখ ওঠায় (নেত্রাভিষ্যন্দে) অল্প কয়েকটা পাতা থে'তো ক'রে, গরমজলে ফেলে রেখে সেটা ছে'কে সেই জল চোখে ফোঁটা দিলে সেরে যায় । এমন কি যাঁদের চোখের কোণ থেকে পূ'জের মত প'ড়তে থাকে, এর দ্বারা সেটাও সেরে যাবে ।

(১৯) লোলচর্মে– যাঁদের গায়ের বা মুখের চামড়া কুচ্‌কে ঢিলে হ'য়ে বা ঝুলে গিয়েছে তাঁরা এই পাতার রস দিয়ে তৈল মাখলে (মুখের ক্ষেত্রে ঘৃতও মাখা যায়) অনেকটা স্বাভাবিক হবে ।

(২০) অনিদ্রায়– মেদি ফুলের বালিশ ক'রে নবাব বাদশাদের ঘুম পাড়ানোর ব্যবস্থা ক'রতেন ইউনানি চিকিৎসকগণ । এর ফুলে আছে লাইলাকের (আধুনিক এক প্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধ) । এই মদয়ন্তিকার সার্থক নামটি উপলব্ধি ক'রে তাকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন ।

সর্বশেষে একটা কথা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে– তাঁদের এই যে মদয়ন্তিকা নাম-করণ এবং তার ফুলের গন্ধে নিদ্রা আনয়ন, এই কার্যাকারণের অন্তরালে অবসাদগ্রস্ত করানোর ইঙ্গিত বহন করে নাকি? তাই প্রাচীনদের সমীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ইঙ্গিতই এই নামকরণের পটভূমিকা ।

চরকের বাস্তব সমীক্ষায় বলা যায়–গন্ধটি পার্থিব সত্ত্বায় সমৃদ্ধ–বায়ুবাহিত হ'য়ে গন্ধটি নাসারন্ধ্রের পথে মস্তিষ্কে উপস্থিত হয় এবং ইড়া পিঙ্গলাকে একত্রীভূত ক'রে সুষুম্নায় পৌঁছে দেয় । তখনই হয় মন অন্তর্মূখী; সেটাই নিদ্রার পূর্বরূপে; আসে আস্তে আস্তে স্নায়ুতন্ত্রের অবসাদ, তারই বাস্তবরূপে তন্দ্রা ।

আমাদের পূজার্চ্চনায় ধূপধুনো দেওয়ার রীতি; এই রীতিটির অন্তরালে সেই গন্ধ দ্বারা মনঃসন্নিবেশেরই আবেশসৃষ্টির উপকরণ দান ।

সৎসঙ্গ সমাচার

যশোর

গত ১১ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ মণিরামপুর থানাধীন করোরাইল নিবাসী শ্রীগোকুলচন্দ্র দে মহোদয়ের গৃহাঙ্গনে তাঁরই প্রয়াত পিতৃ দেব ও মাতৃদেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতি তর্পণ ও আত্মার শান্তি কামনায় এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন– শ্রীসুভাসচন্দ্র দাস [অধ্বর্য্যু] । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে– শ্রীরঞ্জনকুমার সাহা [স.প্র.ঋ.] শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [স.প্র.ঋ.] ও টুম্পারানী দত্ত ।

এরপর শ্রীগণেশচন্দ্র দে ও শ্রীঅমিত কুমার মল্লিক মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । "আদর্শ সমাজগঠনে মাতৃজাতির ভূমিকা" শীর্ষক কলামে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীগণেশচন্দ্র দে, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [স.প্র.ঋ.] শ্রীসুকুমার পাঠক [স.প্র.ঋ.] ও সুভাসচন্দ্র দাস (অধ্বর্য্যু)

গত ১৭ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার কেশবপুর থানাধীন বুড়ুলিয়া নিবাসী শ্রীঅশোককুমার রায় মহোদয়ের গৃহাঙ্গনে তাঁরই প্রয়াত পিতৃদেবের আত্মার শান্তি কামনায় শ্রীসাধনকুমার সরকার মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় ।

প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ ও শ্রীশ্রীগীতা থেকে পাঠ করেন– শ্রীচতুরানন রায় [অধ্বর্য্যু] ও শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [স.প্র.ঋ.] । এরপর শ্রীবনমালী রায় মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন–শ্রীচতুরানন রায় [অধ্বর্য্যু], শ্রীজগদীশকুমার হালদার, স্বদেশকুমার পাল, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীসাধনকুমার সরকার ।

গত ২০ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ রবিবার চিনাটোলা নিবাসী শ্রীহরেপ্রসাদ দে মহোদয়ের নবনির্মিত বাসভবনে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শ্রীসুকুমার কুণ্ডু [স.প্র.ঋ.] মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃ মঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেনঃ শ্রীমিঠুন কুমার কুণ্ডু, শ্রীসুকুমার দে [স.প্র.ঋ.] ও শ্রীমতি স্মৃতিরানী কুণ্ডু । এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার [স.প্র.ঋ.] মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু, শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ [স.প্র.ঋ.], শ্রীস্বপনকুমার হালদার [স.প্র.ঋ.], শ্রীসুকুমার দে [স.প্র.ঋ.], শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [স.প্র.ঋ.] ও শ্রীসুকুমার কুণ্ডু [স.প্র.ঋ.] ।

গত ৩০শে বৈশাখ বুধবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ ঝিকরগাছা নিবাসী শ্রীপরিতোষকুমার বিশ্বাস মহোদয়ের গৃহাঙ্গনে শ্রীপ্রদীপকুমার গাঙ্গুলী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন শ্রীপ্রদীপকুমার গাঙ্গুলী, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [স.প্র.ঋ.] ও স্বপ্নারাণী বিশ্বাস । এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার [স.প্র.ঋ.] মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীতাপসকুমার পাল, শ্রীগণেশচন্দ্র পাল [স.প্র.ঋ.], শ্রীস্বপনকুমার হালদার [স.প্র.ঋ.], শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [স.প্র.ঋ.] ও শ্রীপ্রদীপকুমার গাঙ্গুলী ।

গত ৩১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ চিনাটোলা সৈয়দমাহমুদপুর শাখা সৎসঙ্গ আশ্রম অঙ্গনে শ্রীরমেশচন্দ্র কুণ্ডু মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও মাতৃ মঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেনঃ শ্রীশ্যামলকুমার দেবনাথ, শ্রীসুকুমার দে [স.প্র.ঋ.], শ্রীসন্তোষকুমার হাজরা ও শ্রীমতি স্মৃতিরাণী কুণ্ডু । এরপর শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [স.প্র.ঋ.] মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদশের উপর বক্তব্য রাখেনঃ শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ [স.প্র.ঋ.], শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস [স.প্র.ঋ.], শ্রীসুকুমার দে [স.প্র.ঋ.], শ্রীসুকুমার দে [স.প্র.ঋ.] ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [স.প্র.ঋ.] ।

গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৪২১ বঙ্গাব্দ কেশবপুর থানাধীন খষিয়াখালী নিবাসী শ্রীপ্রসুবকুমার দাসের গৃহঙ্গাণে তারই প্রয়াত পিতৃ দেবের আত্মার শান্তি কামনায় এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসন্তোষকুমার দাস । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ, শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন– শ্রীমোহন দেবনাথ, শ্রীদীনেশচন্দ্র [স.প্র.ঋ.] ও শ্রীমতি প্রার্থনারাণী সরকার । এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার [স.প্র.ঋ.] মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । "পিতা স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতা-ই তপের নন্দনা, পিতৃ প্রীতি চারিয়ে আনে সব দেবতার বন্দনা ।" এই বাণীর আলোকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনদার্শের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবনাথ, শ্রীরনজিৎকুমার দাস, শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস [স.প্র.ঋ.], শ্রীস্বপনকুমার হালদার [স.প্র.ঋ.], শ্রীসুকুমার কুণ্ডু [স.প্র.ঋ.], শ্রীসুকুমার দে [স.প্র.ঋ.], শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [স.প্র.ঋ.] ।

গত ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ বঙ্গাব্দ শনিবার কেশবপুর থানাধীন মুলগ্রাম নিবাসী শ্রীমধুসুদন মণ্ডল মহোদয়ের গৃহাঙ্গণে তাঁরই প্রয়াত মাতৃ দেবী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপনান্তে তাঁদেরই আত্মার শান্তি কামনায় এক সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস [স.প্র.ঋ.] ।

প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ শ্রীশ্রীগীতা ও মাতৃমঙ্গল গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন শ্রীদুলালচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টচার্য [স.প্র.ঋ.] ও শ্রীমতি শ্যামলীরানী সাহা । এরপর শ্রীশেখরদয়াল শর্ম্মা মহোদয়ের উদ্বোধীন সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । মৃত্যু ও পরকালতত্ত্ব সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যজীবন ও বাণীর উপর বক্তব্য রাখেন– শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য [স.প্র.ঋ.], শ্রীসুকুমার পাঠক[স.প্র.ঋ.], শ্রীরঞ্জনকুমার সাহা [স.প্র.ঋ.], শ্রীসুপদ চক্রবর্তী [স.প্র.ঋ.] ও শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দাস [স.প.ঋ.] ।

ঝিনাইদহ

গত ১৮ বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ শুক্রবার পিরোজপুর নিবাসী শ্রীকালীপদ বিশ্বাস মহোদয়ের গৃহাঙ্গনে শ্রীদেবকিঙ্কর সাহা [স.প্র.ঋ.] মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ সৎসঙ্গ হয় । প্রার্থনান্তে সত্যানুসরণ শ্রীশ্রীগীতা ও পুণ্যপুঁথি থেকে যথাক্রমে পাঠ করেন শ্রীসুব্রতকুমার দেবনাথ [যাজক], শ্রীশুভেন্দুকুমার বিশ্বাস ও শ্রীকালীপদ বিশ্বাস । এরপর শ্রীস্বপনকুমার হালদার [স.প্র.ঋ.] মহোদয়ের উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয় । শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শের উপর বক্তব্য রাখেন শ্রীশুভেন্দুকুমার বিশ্বাস, শ্রীকালীপদ বিশ্বাস, শ্রীস্বপনকুমার হালদার [স.প্র.ঋ.], শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য [স.প্র.ঋ.] ও দেবকিঙ্কর সাহা [স.প্র.ঋ.] ।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১২৭তম জন্মতিথি উদযাপন উপলক্ষে

যশোর শহর শাখা সৎসঙ্গের ১৪২১ বাংলা সনের ভাদ্র পরিক্রমার নামের তালিকা

ক্র. নং	বাংলা তাং	খ্রি. তাং	বার	আয়োজকের নাম	মোবাইল নাম্বার
১	১লা ভাদ্র	১৮ আগস্ট/১৪	সোমবার	শ্রীউত্তমকুমার কুণ্ডু	০১৭১১-৫৮২৭৯১
২	২রা ভাদ্র	১৯ আগস্ট/১৪	মঙ্গলবার	শ্রীঅনিলকুমার মল্লিক	০১৯২২-১৭৪৬৯৩
৩	৩রা ভাদ্র	২০ আগস্ট/১৪	বুধবার	শ্রীশৈশবচন্দ্র রায়[স.প্র.ঋ.]	০১৯১১-১৩০৭২১
৪	৪ঠা ভাদ্র	২১ আগস্ট/১৪	বৃহঃবার	শ্রীভরতচন্দ্র বিশ্বাস	০১৭৬১-৭০০৫৩৩
৫	৫ই ভাদ্র	২২ আগস্ট/১৪	শুক্রবার	শ্রীবিশ্বনাথ মোদক	০১১৯৮০৫৩১৪১
৬	৬ই ভাদ্র	২৩ আগস্ট/১৪	শনিবার	শ্রীঅশোককুমার সাহা	০১৯২৪-৪২৫২৭৫
৭	৭ই ভাদ্র	২৪ আগস্ট/১৪	রবিবার	শ্রীশিবপ্রসাদ সাহা	০১৭১১-৮৪১৫৭২
৮	৮ই ভাদ্র	২৫ আগস্ট/১৪	সোমবার	শ্রীসুশান্ত চক্রবর্তী	০১৭১৮-৭৪৬৭৯৯
৯	৯ই ভাদ্র	২৬ আগস্ট/১৪	মঙ্গলবার	শ্রীসুভাষ কুণ্ডু	০১৭১০-১২০৭৬০
১০	১০ই ভাদ্র	২৭ আগস্ট/১৪	বুধবার	শ্রীস্বপনকুমার ধর	০১৯১৪-৮৮৫০২১
১১	১১ই ভাদ্র	২৮ আগস্ট/১৪	বৃহঃবার	শ্রীঅতুলচন্দ্র বিশ্বাস	০১৯৫৬-৪৪৮১০৩
১২	১১ই ভাদ্র	২৮ আগস্ট/১৪	বৃহঃবার(বিকাল)	শ্রীকাজলকুমার কুণ্ডু	০১৭৬৭-৪৭২৬৯৯
১৩	১২ই ভাদ্র	২৯ আগস্ট/১৪	শুক্রবার	শ্রীস্বপনকুমার সাহা	০১৭২৬-২৭৫৪৯৬
১৪	১২ই ভাদ্র	২৯ আগস্ট/১৪	শুক্রবার(বিকাল)	শ্রীগণেশ হালদার	০১৭১৬-২২৩১৪৪
১৫	১৩ই ভাদ্র	৩০ আগস্ট/১৪	শনিবার	শ্রীগোপালচন্দ্র সাহা	০১৭১০-৮২০৫৯১
১৬	১৩ই ভাদ্র	৩০ আগস্ট/১৪	শনিবার(বিকাল)	শ্রীপ্রশান্ত রায়	০১৭২৭-৫৬৮১৭৭
১৭	১৪ই ভাদ্র	৩১ আগস্ট/১৪	রবিবার	শ্রীপরিমল কর্মকার	০১৬৭৫-৪৩৯৩৭৯
১৮	১৫ই ভাদ্র	১ সেপ্টেম্বর/১৪	সোমবার	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়	০১৬২০-৩৭৮৪৭৭
১৯	১৬ই ভাদ্র	২ সেপ্টেম্বর/১৪	মঙ্গলবার	শ্রীবলাই সাহা	০১৭১২-৬৫১৬৭২
২০	১৭ই ভাদ্র	৩সেপ্টেম্বর/১৪	বুধবার	শুভ তালনবমী উৎসব	
২১	১৮ই ভাদ্র	৪ সেপ্টেম্বর/১৪	বৃহঃবার		
২২	১৯ই ভাদ্র	৫ সেপ্টেম্বর/১৪	শুক্রবার	শ্রীনাড়ুচন্দ্র দেবনাথ	০১৯১২-৯৬১৫১৯
২৩	১৯ই ভাদ্র	৫ সেপ্টেম্বর/১৪	শুক্রবার(বিকাল)	শ্রীগৌড়চন্দ্র বিশ্বাস	০১৬৭২-৮১৭৭২৫
২৪	২০শেভাদ্র	৬ সেপ্টেম্বর/১৪	শনিবার	শ্রীশৈশবচন্দ্র রায়(স.প্র.ঋ.)	০১৯১১-১৩০৭২১
২৫	২১শে ভাদ্র	৭ সেপ্টেম্বর/১৪	রবিবার	শ্রীস্বপনকুমার সাহা	০১৭১১-১১৭৮৬৬
২৬	২২শে ভাদ্র	৮ সেপ্টেম্বর/১৪	সোমবার	শ্রীঅলকেশ দেবনাথ	০১৭১৭-০১১৫৮৭
২৭	২৩শে ভাদ্র	৯ সেপ্টেম্বর/১৪	মঙ্গলবার	শ্রীঠাকুরদাস কর্মকার	০১৯৬৩-৯৯২৮২৪
২৮	২৪শে ভাদ্র	১০ সেপ্টেম্বর/১৪	বুধবার	শ্রীমতিবাসন্তিরানী সাহা	০১৯১৩-২৫০৯৪৭
২৯	২৫শে ভাদ্র	১১ সেপ্টেম্বর/১৪	বৃহঃবার	শ্রীরথীন্দ্র নাথ সাহা	০১৯১৩-২৫০৯৪৭
৩০	২৬শে ভাদ্র	১২ সেপ্টেম্বর/১৪	শুক্রবার	শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সাহা	০১৭১০-৭৫০৮৮৯
৩১	২৬শে ভাদ্র	১২ সেপ্টেম্বর/১৪	শুক্রবার	শ্রীবিমল রায়চৌধুরী-প্রতিঋত্বিক	০১৭১১-৩৯৮১৩৪
৩২	২৭শে ভাদ্র	১৩ সেপ্টেম্বর/১৪	শনিবার	শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা	০১৭১৮-০০৩৫৭৩
৩৩	২৮শে ভাদ্র	১৪ সেপ্টেম্বর/১৪	রবিবার	ডাঃ শ্রীবিপুলকুমার কুণ্ডু	০১৭১১-৩০৯৭৮২
৩৪	২৯শে ভাদ্র	১৫ সেপ্টেম্বর/১৪	সোমবার	শ্রীশম্ভু রায়	০১৯৪২-৪২৮০৩৮
৩৫	৩০শে ভাদ্র	১৬ সেপ্টেম্বর/১৪	মঙ্গলবার	শ্রীশংকরকুমার রায়	০১৭২০-৯৫৫৪৩৩
৩৬	৩১শে ভাদ্র	১৭ সেপ্টেম্বর/১৪	বুধবার	শ্রীঅসীমকুমার পাল	০১৯১২-১১৮৬০৩

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, এ বি শাখা আড়পাঙ্গশিয়া শ্রীমন্দিরের পরিচালনায় পুরুষোত্তম মাস পালন

ডাকঘর- আড়পাঙ্গাশিয়া, উপজেলা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা

(১ ভাদ্র হতে ৩১ ভাদ্র ১৪২১ বঙ্গাব্দ, ১৮ আগস্ট হতে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত)

বাংলা ও ইংরেজি তারিখ		বার	তিথি	প্রার্থনার সময়		আয়োজনকারীর নাম ও ঠিকানা	আলোচ্য বিষয়
১ ভাদ্র	১৮ আগস্ট	সোমবার	অষ্টমী	৫-১৬	৬-৩৫	রুহিতদাস মিস্ত্রী, আড়পাঙ্গাশিয়া	পুরুষোত্তম মাসের তাৎপর্য ও পবিত্রতা
২ ভাদ্র	১৯ আগস্ট	মঙ্গলবার	নবমী	৫-১৬	৬-৩৪	সুনির্মল মণ্ডল স.প্র.ঋ., বীরসিংহ	পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাগবত জীবন
৩ ভাদ্র	২০ আগস্ট	বুধবার	দশমী	৫-১৭	৬-৩৩	প্রভাত মণ্ডল শিঃ পরিরাম মন্ডল শিঃ আড়পাঙ্গাশিয়া	পুরুষোত্তম আসেন যখন সবগুরুরই সার্থকতা
৪ ভাদ্র	২১ আগস্ট	বৃহঃবার	একাদশী	৫-১৭	৬-৩৩	নিমাইচন্দ্র মণ্ডল (শিক্ষক) তেজেন্দ্রনাথ মণ্ডল (প্রাঃসদস্য) আড়পাঙ্গাশিয়া	সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে....
৫ ভাদ্র	২২ আগস্ট	শুক্রবার	দ্বাদশী	৫-১৭	৬-৩২	তেজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, আড়পাঙ্গাশিয়া	... সম্ভাবামি যুগেযুগে
৬ ভাদ্র	২৩ আগস্ট	শনিবার	ত্রয়োদশী	৫-১৮	৬-৩১	নন্দলাল মণ্ডল, তাপসকুমার মণ্ডল আড়পাঙ্গাশিয়া	সৎদীক্ষার প্রয়োজনীয়তা
৭ ভাদ্র	২৪ আগস্ট	রবিবার	চতুর্দ্দশী	৫-১৮	৬-৩০	খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সহ-প্রতিঋত্বিক, বিষাদমণ্ডল, আড়পাঙ্গাশিয়া	যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি
৮ ভাদ্র	২৫ আগস্ট	সোমবার	অমাবস্যা	৫-১৮	৬-৩০	মনোরঞ্জন মাঝি, বুড়িগেয়ালিনী	স্বস্ত্যয়নী মুক্তি আনে, রাষ্ট্রসহ প্রতি জনে
৯ ভাদ্র	২৬ আগস্ট	মঙ্গলবার	প্রতিপদ	৫-১৯	৬-২৯	ডাঃ সুভাষচন্দ্র চৌকিদার, আড়পাঙ্গাশিয়া	সদাচারে বাঁচে বাড়ে, লক্ষ্মী বাধা তার ঘরে
১০ ভাদ্র	২৭ আগস্ট	বুধবার	দ্বিতীয়া	৫-১৮	৬-২৮	জনার্দন পাইক, অচিন্ত্য পাইক (শিক্ষক), পলাশ পাইক, আড়পাঙ্গাশিয়া	শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্মীয় দর্শন
১১ ভাদ্র	২৮ আগস্ট	বৃহঃবার	তৃতীয়া	৫-১৯	৬-২৭	খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, দুর্গাবাটি	প্রেরিতগণ একেরই বার্তাবাহী
১২ ভাদ্র	২৯ আগস্ট	শুক্রবার	চতুর্থী	৫-২০	৬-২৬	অসীমকুমার জোয়ারদার (প্রাঃ চেয়ারম্যান), সাধুরঞ্জন, সৌমিত্র জোয়ারদার (সঃপ্রঃশিঃ), আড়পাঙ্গাশিয়া	মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কৃতি তত
১৩ ভাদ্র	৩০ আগস্ট	শনিবার	পঞ্চমী	৫-২০	৬-২৫	রাম প্রসাদ বিশ্বাস (শিঃ), স্বপন বিশ্বাস, আড়পাঙ্গাশিয়া	শ্রীশ্রীঠাকুরের চেতনায় বিবাহ ও সুপ্রজনন
১৪ ভাদ্র	৩১ আগস্ট	রবিবার	ষষ্ঠী	৫-২০	৬-২৪	চিত্তরঞ্জন জোয়ারদার (অবঃপ্রঃ শিক্ষক), অম্বিকা জোয়ারদার, আড়পাঙ্গাশিয়া	শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দৃষ্টিতে শিক্ষা
১৫ ভাদ্র	১ সেপ্টেম্বর	সোমবার	সপ্তমী	৫-২১	৬-২৩	তমালকান্তি সরকার (প্রঃ শিঃ), বীরসিংহ	নারী হতে জন্মে জাতি....
১৬ ভাদ্র	২ সেপ্টেম্বর	মঙ্গলবার	অষ্টমী	৫-২১	৬-২২	সুনিল বিশ্বাস, আড়পাঙ্গাশিয়া	তালনবমীর শুভ অধিবাস
১৭ ভাদ্র	৩ সেপ্টেম্বর	বুধবার	তালনবমী	৫-২২	৬-২১	এ বি শাখা সৎসঙ্গ শ্রীমন্দির, আড়পাঙ্গাশিয়া	মানব প্রেমিক শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণী
১৮ ভাদ্র	৪ সেপ্টেম্বর	বৃহঃবার	দশমী	৫-২২	৬-২০	ঠাকুর চরণ মণ্ডল, দুর্গাবাটি	গুরুই ভগবানের সাকার মুক্তি
১৯ ভাদ্র	৫ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	একাদশী	৫-২২	৬-১*	সন্ন্যাসী মণ্ডল, আড়পাঙ্গাশিয়া	দশবিধ সংস্কার, জানিস মনে নিষ্ঠা সার
২০ ভাদ্র	৬ সেপ্টেম্বর	শনিবার	দ্বাদশী	৫-২৩	৬-১৮	মনোরঞ্জন জোয়ারদার, বিমলকৃষ্ণ মিস্ত্রী, আড়পাঙ্গাশিয়া	হরিনাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম..
২১ ভাদ্র	৭ সেপ্টেম্বর	রবিবার	ত্রয়োদশী	৫-২৩	৬-১৭	নিরঞ্জন জোয়ারদার (প্রাঃ সদস্য), অবনীকুমার জোয়ারদার, আড়পাঙ্গাশিয়া	সৎগুরুর প্রয়োজনীয়তা
২২ ভাদ্র	৮ সেপ্টেম্বর	সোমবার	চতুর্দ্দশী	৫-২৩	৬-১৬	সোনাতন মণ্ডল, কালিপদ মণ্ডল, কৃষ্ণপদ মণ্ডল, দুর্গাবাটি	সুরত সাধনা ও নামের তাৎপর্য
২৩ ভাদ্র	৯ সেপ্টেম্বর	মঙ্গলবার	পূর্ণিমা	৫-২৪	৬-১৫	যোগেন্দ্র মণ্ডল, মাখনচন্দ্র মণ্ডল, বুড়িগোয়ালিনী	পারিবারিক সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা
২৪ ভাদ্র	১০ সেপ্টেম্বর	বুধবার	প্রতিপদ	৫-২৪	৬-১৪	কৃষ্ণপদ মৃধা, ডাঃ অসীম মৃধা, সুকল্যাণ মৃধা, কলবাড়ী	জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর
২৫ ভাদ্র	১১ সেপ্টেম্বর	বৃহঃবার	২য়া/৩য়া	৫-২৪	৬-১৩	সুধীর কৃষ্ণ সরদার, বীরসিংহ	গুরুবাদ ঋষিবাদ ও শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র
২৬ ভাদ্র	১২ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	চতুর্থী	৫-২৫	৬-১২	নিরঞ্জন গাইন, ভোলানাথ, ডাঃ দীপক মন্ডল, বিলআইট	প্রেরিত তীর্থ হিমাইতপুর ....
২৭ ভাদ্র	১৩ সেপ্টেম্বর	শনিবার	পঞ্চমী	৫-২৫	৬-১১	নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (প্রাঃশিঃ) আড়পাঙ্গাশিয়া	মা ম্রিয়স্ব মা জহি.....
২৮ ভাদ্র	১৪ সেপ্টেম্বর	রবিবার	ষষ্ঠী	৫-২৫	৬-১০	ভোলানাথ পাইক, আড়পাঙ্গাশিয়া	হরেনামৈব হরেনামৈব... কেবলম...
২৯ ভাদ্র	১৫ সেপ্টেম্বর	সোমবার	সপ্তমী	৫-২৬	৬-০৯	কৃষ্ণবল্লভ সরদার, সুপদ সরদার (শিঃ), পোড়াকাটলা	আমিষে বিধান উত্তেজিত, অযথা হয় জর্জরিত
৩০ ভাদ্র	১৬ সেপ্টেম্বর	মঙ্গলবার	অষ্টমী	৫-২৬	৬-০৮	দুর্গাবাটি সৎসঙ্গ শ্রীমন্দির	আদর্শ মানুষ গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈজ্ঞানিক চিন্তা
৩১ ভাদ্র	১৭ সেপ্টেম্বর	বুধবার	নবমী	৫-২৬	৬-০৭	তপন জোয়ারদার প্রদীপ, জোয়ারদার আড়পাঙ্গাশিয়া	পুরুষোত্তম মাস পর্যালোচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা

"মা ম্রিয়স্ব মাজহি শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়"/"Love is the only coin by which we can purchase bless"/"ধর্মে জীবন দীপ্ত রয়, ধর্ম জানিস একই হয়" –শ্রীশ্রীঠাকুর

শ্রীঅসীমকুমার জোয়ারদার
সভাপতি

শ্রীসুনির্মল মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক)
সাধারণ সম্পাদক

এ, বি শাখা সৎসঙ্গ শ্রীমন্দির, আড়পাঙ্গাশিয়া

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র প্রবর্তিত পুরুষোত্তম মাস

পরিচালনায় শ্যামনগর উপজেলা সৎসঙ্গ মন্দির উদযাপন-১৪২১

ক্র নং	তারিখ		বার	তিথি	নিষিদ্ধ	প্রার্থনার সকাল	প্রার্থনার সন্ধ্যা	সৎসঙ্গের নির্ধারিত স্থান	পুরুষোত্তম মাস কি? ও পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা
১	১লা ভাদ্র	১৮ আগস্ট	সোমবার	অষ্টমী	নারকেল	৫-১৬	৬-৩৫	দিনেশচন্দ্র মণ্ডল, বাদঘাটা	যত মত তত একই পথ
২	২রা ভাদ্র	১৯ আগস্ট	মঙ্গলবার	নবমী	লাউ	৫-১৬	৬-৩৪	কবিতা মৃধা, বাদঘাটা	গুরুই ভগবানের সাকার মূর্তি
৩	৩রা ভাদ্র	২০ আগস্ট	বুধবার	দশমী	কলমী	৫-১৭	৬-৩৩	অমল মণ্ডল/বাদঘাটা	অর্থ মান যশ পাওয়ার আশাই আমাকে ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হই ও না
৪	৪ঠা ভাদ্র	২১ আগস্ট	বৃহঃবার	একাদশী	শিম	৫-১৭	৬-৩২	জগদীশ মণ্ডল/ঐ	সাধু হও সাধু সেজো না
৫	৫ই ভাদ্র	২২ আগস্ট	শুক্রবার	দ্বাদশী	পুঁই	৫-১৮	৬-৩১	তামিম মণ্ডল/ ঐ	চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ
৬	৬ই ভাদ্র	২৩ আগস্ট	শনিবার	ত্রয়োদশী	বেগুন	৫-১৮	৬-৩০	পরিতোষ মণ্ডল-ঐ	সৎসঙ্গের ত্রিস্তম্ভ
৭	৭ই ভাদ্র	২৪ আগস্ট	রবিবার	চতুদর্শী	মাসকলাই	৫-১৮	৬-২৯	দিনেশ মণ্ডল-ঐ	দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ
৮	৮ই ভাদ্র	২৫ আগস্ট	সোমবার	অমাবস্যা	মাছ/মাংস	৫-১৯	৬-৩০	কান্তরাম ঐ	মরনা মেরো না পারোতো মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর
৯	৯ই ভাদ্র	২৬ আগস্ট	মঙ্গলবার	প্রতিপদ	কুমড়া	৫-১৮	৬-২৯	অসিম মৃধা/গোপালপুর	মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর
১০	১০ ভাদ্র	২৭ আগস্ট	বুধবার	দ্বিতীয়া	বৃহতী	৫-১৭	৬-২৮	নির্ম্মল মণ্ডল/বাদঘাটা	সৎদীক্ষা তুই এক্ষুণি নে....
১১	১১ ভাদ্র	২৮ আগস্ট	বৃহঃবার	তৃতীয়া	পটল	৫-১৭	৬-২৭	বিজন মণ্ডল/ঐ	পূর্ব পুরক বর্তমান পুরুষোত্তম
১২	১২ ভাদ্র	২৯ আগস্ট	শুক্রবার	চতুর্থী	মুলা	৫-১৬	৬-২৬	নিশিথ রঞ্জন বৈদ্য/ নবীপুর	নির্ভর কর কখনো ভয় পাবে না
১৩	১৩ ভাদ্র	৩০ আগস্ট	শনিবার	পঞ্চমী	বেল	৫-১৬	৬-২৫	তপেঃপ্রদীপ/বাদঘাটা	চাওয়াটা না পাওয়াই দুঃখ
১৪	১৪ ভাদ্র	৩১ আগস্ট	রবিবার	৬ষ্ঠী	নিম	৫-১৫	৬-২৪	গৌরপদ/বাদঘাটা	কর্মেন বাদিকা রস্তে মা ফলেসু কদাচনো
১৫	১৫ ভাদ্র	১ সেপ্টেম্বর	সোমবার	৭মী	তাল	৫-১৪	৬-২৩	অরবিন্দ-ঐ	সর্ব্বধর্ম্মেনো পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজো
১৬	১৬ ভাদ্র	২সেপ্টেম্বর	মঙ্গলবার	অষ্টমী	নারকেল	৫-১৪	৬-২২	তপন কুমার মণ্ডল	শ্রীশ্রীঠাকুরের দীব্য জীবন ও বাণী
১৭	১৭ ভাদ্র	৩ সেপ্টেম্বর	বুধবার	নবমী	লাউ	৫-১৩	৬-২২	তালনবমী ও (১) দেবীরঞ্জন মণ্ডল(২) সুদেব মণ্ডল	কর্ম কর বিপদ কেটে যাবে
১৮	১৮ ভাদ্র	৪ সেপ্টেম্বর	বৃহঃবার	দশমী	কলমি	৫-১৩	৬-২১	প্রবীর গায়েন/নবীপুর	অভাবে পরিশ্রান্ত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করে
১৯	১৯ ভাদ্র	৫ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	একাদশী	শিম	৫-১২	৬-২০	অমল গায়েন/...	সদাচারে রত নই পদে পদে তারই ভয়
২০	২০ ভাদ্র	৬ সেপ্টেম্বর	শনিবার	দ্বাদশী	পুঁই	৫-১২	৬-১৯	কুমুদ রঞ্জন গায়েন/বাদল	নারী হতে জাত জীবন
২১	২১ ভাদ্র	৭ সেপ্টেম্বর	রবিবার	ত্রয়োদশী	বেগুন	৫-১২	৬-১৯	চন্দনারানী-বাদঘাটা	পরাসৃষ্ট গুণকর্ম চতুর্বর্ণ বিভাজন
২২	২২ ভাদ্র	৮ সেপ্টেম্বর	সোমবার	চতুদর্শী	মশুর	৫-১১	৬-১৮	অশোক মণ্ডল-ঐ	ভ্রম করো কিন্তু অলস হইওনা
২৩	২৩ ভাদ্র	৯ সেপ্টেম্বর	মঙ্গলবার	পূর্ণিমা	মাসকালাই	৫-১১	৬-১৮	তরুন বাবু/ কার্ত্তিক দত্ত	নাম মানুষকে তিক্ষ্ণ করে
২৪	২৪ ভাদ্র	১০ সেপ্টেম্বর	বুধবার	প্রতিপদ	কুমড়া	৫-১০	৬-১৭	বাসুদেব মণ্ডল	ধর্ম্মকে জানা মানে কি?
২৫	২৫ ভাদ্র	১১ সেপ্টেম্বর	বৃহঃবার	তৃতীয়া	পটল	৫-১০	৬-১৭	তপোবন ছাত্রাবাস/ অমোল কুমার সাহা	মানব প্রেমিক শ্রীশ্রীঠাকুর
২৬	২৬ ভাদ্র	১২ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	চতুর্দ্দশী	মুলা	৫-০৯	৬-১৬	মোকসেদপুর/	হরিনাম পরম ব্রহ্ম
২৭	২৭ ভাদ্র	১৩ সেপ্টেম্বর	শনিবার	পঞ্চমী	বেল	৫-০৯	৬-১৬	সুদাংশু মণ্ডল/ কাবডাঙ্গা	শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই
২৮	২৮ ভাদ্র	১৪ সেপ্টেম্বর	রবিবার	৬ষ্ঠী	নিম	৫-০৮	৬-১৫	পরেশ মণ্ডল/নবীপুর	পরিবার মানে শ্রীশ্রীঠাকুর
২৯	২৯ ভাদ্র	১৫ সেপ্টেম্বর	সোমবার	সপ্তমী	তাল	৫-০৮	৬-১৫	বিশ্বনাথ মণ্ডল/নবীপুর	সম্ভবামি যুগে যুগে
৩০	৩০ ভাদ্র	১৬ সেপ্টেম্বর	মঙ্গলবার	অষ্টমী	নারকেল	৫-০৭	৬-১৪	অসিত কুমার মণ্ডল/ বাদঘাটা	শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্য লীলা ও বাণী
৩১	৩১ ভাদ্র	১৭ সেপ্টেম্বর	বুধবার	নবমী	লাউ	৫-০৭	৬-১৩	এ্যাডভোকেট কৃষ্ণপদ মন্ডল/সমাপ্তি ও উদযাপন	পুরুষোত্তম মাসের সমাপ্তি ও পর্যালোচনা

সারাটা দিন প্রাণ দিয়ে খাটবি সন্ধ্যা বেলায় সংসার থেকে বিদায় নিবি-এখন চল্লাম পিতার কাছে । পিতাকে আশ্রয় করবি–শ্রীশ্রীঠাকুর ।

সৎসঙ্গের নিজস্ব ওয়েব সাইট ভিজিট করুন
www.srisrithakuranukulchandrasatsang.com

প্রার্থনার সময়সূচি

(বাংলাদেশ সময়ানুসারে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সূর্যোদয়ের ৩০ মিনিট পূর্বে এবং সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা সূর্যাস্তের সাথে সাথে)

মাসের	তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
নাম	সময়																															
জানুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
ফেব্রুয়ারি	প্রাতঃ	৬.২২	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.১৯	৬.১৮	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৫			
	সন্ধ্যা	৫.৪৯	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০০	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৪	৬.০৪			
মার্চ	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫
	সন্ধ্যা	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১১	৬.১১	৬.১২	৬.১২	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৭
এপ্রিল	প্রাতঃ	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৩	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৪	৫.১৩	৫.১২	৫.১২	৫.১১	৫.১০	৫.১০	৫.০৯	
	সন্ধ্যা	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২২	৬.২২	৬.২২	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৫	৬.২৫	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৭	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৮	৬.২৯	
মে	প্রাতঃ	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৭	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৫	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৩	৫.০৩	৫.০২	৫.০২	৫.০১	৫.০০	৫.০০	৪.৫৯	৪.৫৯	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৭	৪.৫৭	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫
	সন্ধ্যা	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩১	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩২	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩৪	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৩৮	৬.৩৯	৬.৪০	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৩
জুন	প্রাতঃ	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৪	৪.৫৫	৪.৫৫	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৬	৪.৫৭	৪.৫৭	
	সন্ধ্যা	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৭	৬.৪৭	৬.৪৮	৬.৪৮	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	
জুলাই	প্রাতঃ	৪.৫৭	৪.৫৮	৪.৫৮	৪.৫৯	৪.৫৯	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০১	৫.০১	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০২	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৫	৫.০৬	৫.০৬	৫.০৭	৫.০৭	৫.০৮	৫.০৮	৫.০৯
	সন্ধ্যা	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫২	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫১	৬.৫০	৬.৫০	৬.৫০	৬.৪৯	৬.৪৯	৬.৪৮	৬.৪৭	৬.৪৭
অগাস্ট	প্রাতঃ	৫.০৯	৫.১০	৫.১০	৫.১১	৫.১১	৫.১২	৫.১২	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৩	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৫	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০
	সন্ধ্যা	৬.৪৬	৬.৪৬	৬.৪৫	৬.৪৫	৬.৪৪	৬.৪৩	৬.৪৩	৬.৪২	৬.৪১	৬.৪১	৬.৪০	৬.৩৯	৬.৩৯	৬.৩৮	৬.৩৭	৬.৩৬	৬.৩৬	৬.৩৫	৬.৩৪	৬.৩৩	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩১	৬.৩০	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৮	৬.২৭	৬.২৬	৬.২৫	৬.২৪
সেপ্টেম্বর	প্রাতঃ	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩০	৫.৩০	
	সন্ধ্যা	৬.২৩	৬.২২	৬.২১	৬.২০	৬.১৯	৬.১৭	৬.১৭	৬.১৬	৬.১৫	৬.১৪	৬.১৩	৬.১২	৬.১১	৬.১০	৬.০৯	৬.০৮	৬.০৭	৬.০৬	৬.০৫	৬.০৪	৬.০৩	৬.০২	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	
অক্টোবর	প্রাতঃ	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৬	৫.৩৭	৫.৩৭	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৯	৫.৩৯	৫.৪০	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৩	৫.৪৪
	সন্ধ্যা	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৭	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩২	৫.৩০	৫.২৯	৫.২৯	৫.২৮	৫.২৭	৫.২৭
নভেম্বর	প্রাতঃ	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৭	৫.৫৮	৫.৫৯	৫.৫৯	৬.০০	৬.০১	৬.০১	৬.০২	৬.০২	৬.০৩	৬.০৩	
	সন্ধ্যা	৫.২৬	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৪	৫.২৪	৫.২৩	৫.২৩	৫.২২	৫.২২	৫.২১	৫.২১	৫.২০	৫.২০	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	৫.১৬	
ডিসেম্বর	প্রাতঃ	৬.০৪	৬.০৫	৬.০৫	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১০	৬.১১	৬.১২	৬.১৩	৬.১৩	৬.১৪	৬.১৫	৬.১৫	৬.১৬	৬.১৭	৬.১৮	৬.১৮	৬.১৯	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২১	৬.২২
	সন্ধ্যা	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৮	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.১৯	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২০	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২১	৫.২২	৫.২২	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭

প্রস্তুতকারক ঃ শ্রীঅসিতকুমার মণ্ডল (সহ-প্রতিঋত্বিক), সহযোগিতায় ঃ শ্রীঅরবিন্দকুমার মণ্ডল (যাজক), সাতক্ষীরা।